উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সব হিসাব হবে, হুঁশিয়ারি হাসিনার » ৭

ব্রহ্মপুত্রে দানব বাঁধ নির্মাণ শুরু চিনের

ভারতের আপত্তি, উদ্বেগকে আমল না দিয়ে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে চিন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

দিলীপের সভায় শমীকের অনুমোদন » ৫

৪ শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 July 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 64

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে একুশের মঞ্চে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

একুশের দ্বৈরথ

ভোটার তালিকা নিয়ে আজ গর্জন

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জুলাই : হাইকোর্ট যাই বলুক, ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশ ধর্মতলা থেকে সরাতে রাজি নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ স্মরণের ২৪ ঘণ্টা আগে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। তৃণমূল নেত্রী সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ডাক দিলেন, 'ঝড়-জল হলেও আসবেন। একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি চিরকাল চলবে।' মনে করিয়ে দিলেন, 'সাধারণ মানুষের হয়তো একটু অসুবিধা হবে। লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যে চলে এসেছেন।'

সভামঞ্চের প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে রবি-সন্ধ্যায় বরং ধর্মতলায় তৃণমূলের সভার আপত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন তৃণমূল নেত্রী। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তৃণমূলের আইনজীবীদের এরপর থেকে সভা ব্রিগেড বা শহিদ মিনার বা অন্য কোথাও করার কথা ভাবতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আদালতের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বছরে একটাই প্রোগ্রাম শহিদ স্মরণ এখানে করি। এনিয়ে অনেকের আপত্তি। আমার বক্তব্য, তাঁরা যখন পুলিশের অনুমতি ছাড়া নবান্ন অভিযান করেন, তখন আপত্তি কোথায় থাকে?'

মমতা বরং প্রশ্নকর্তাদের কার্যত ব্যঙ্গ করে বলেন, 'আমাদের দেখে ওদের প্রোগ্রাম করতে হয়। কই, আমরা তো ওদের দেখে প্রোগ্রাম করি না।' ভিনরাজ্যে বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ১৬ জুলাই পথে নেমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আপাতত রাজ্যজুড়ে এই প্রচার করবে তৃণমূল। ২১শে'র মঞ্চ থেকে হয়তো আরও কড়া মন্তব্য করবেন। তবে সেইসঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনকেও তিনি অস্ত্র করতে চলেছেন।

বিহারে ইতিমধ্যে ভুয়ো ভোটারের নাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সৌজন্যে। সেই একই প্রক্রিয়া আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হবে বলে মমতা আশঙ্কা করছেন বলে আগেই জানিয়েছেন। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপির উদ্দেশে সোমবার তিনি কড়া বার্তা দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ঘুরপথে কেন্দ্রীয়

> ৩৩ বছর ধরে এই প্রোগ্রাম এখানে হয়। তার কারণ, এখানে অনেকগুলো প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল। ঝড়-জল হলেও আসবেন। একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি চিরকাল চলবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সরকারের নির্দেশে এনআরসি চালু করা হচ্ছে বলে তিনি আগেই অভিযোগ সপ্তমে চড়িয়েছেন।

তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার স্পষ্ট করেই বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেবেন।' দলের আরেক রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'বিজেপির আসল উদ্দেশ্য যে বিভাজনের রাজনীতি, তা সকলেই জানে। এটা বাংলার মানুষ ও তৃণমূল একসঙ্গে রুখবে।' 'ইন্ডিয়া' জোটের শনিবারের সভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

এরপর দশের পাতায়

উত্তরকন্যা অভিযানের প্রস্তুতি দেখতে বিজেপি নেতারা। ছবি : সূত্রধর

শেষ সুযোগ, প্রচার উত্তরকন্যায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : '২০-র উত্তরকন্যা অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রায় সাড়ে চার বছরের ব্যবধানে দলের কর্মসূচিতে থাকছেন না বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পরিবর্তে নেতৃত্বে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাহলে কি শুভেন্দুকে সামনে রেখেই '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি? দলের ব্যাটন হাতে থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সেয়ানের লড়াই'য়ের জন্য শুভেন্দুর ওপর আস্থা রাখছেন শমীক? উত্তরবঙ্গের এক বিধায়ক বলছেন, 'শমীক-শুভেন্দুর রসায়নটা যথেষ্ট ভালো। তাছাড়া শুভেন্দু ন্যাচারাল লিডার। তাঁর ওপর দলের, মূলত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যথেষ্ট আস্থা আছে।'

শুভেন্দুর হাতেই ব্যাটন

উত্তরবঙ্গের সমস্ত স্তরের মানুষকে অভিযানে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দুও। তাঁর বক্তব্য, 'অভিযানে রাজ্য সরকার বাধা দিয়েছিল। আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা অভিযান করছি। সকলের সঙ্গে দেখা হবে সোমবার।'

'আর নয় অন্যায়', স্লোগানকে সামনে রেখে '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় ছয় মাস আগে উত্তরকন্যা অভিযান করেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক দিক থেকে কর্মসূচিটি সফল হলেও রাজ্যের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় বিজেপির। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। এবার কি সম্ভব তৃণমূলকে উৎখাত করা? কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় অসম্ভব কিছু নয়, মনে করছে নেতৃত্ব। যে কারণে সোমবার চুনাভাটি ফুটবল মাঠের সভা থেকে শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা থাকবে, বঙ্গের ক্ষমতায় বিজেপিকে নিয়ে আসার এটাই মোক্ষম এবং শেষ সুযোগ। তৃণমূল নেত্রীও 'হয় এবার, নয় নেভার' স্লোগান বেঁধেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

বিচ্ছিন্ন হওয়ার আতঙ্কে খোকলাবস্তি

জয়গাঁ, ২০ জুলাই : এখন আতঙ্কের দিন গুনছেন আপার খোকলাবস্তির বাসিন্দারা। ক্রমাগত হয়ে চলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আপার খোকলাবস্তির সড়ক। ধসে পড়তে শুরু করেছে এই সড়ক। যখন-তখন ধসে যেতে পারে রাস্তাটি। আর এই রাস্তাটি ধসে গেলে এই এলাকার সঙ্গে খোকলাবস্তি এবং পাশাখাগামী রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

শুক্রবার রাতের বৃষ্টিতে এই এলাকার পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভুটানের বামনিঝোরার জল এই এলাকার বাড়িগুলিতে প্রবেশ করেছে। সেদিন তো সারারাত দুই চোখের পাতা এক করতে পারেননি

উদ্বেগের ছবি

- এশিয়ান হাইওয়ে থেকে গ্রাম অবধি রাস্তাটি প্রায় ৮০০ মিটার দীর্ঘ
- তার একটি বড় অংশ বসে গিয়েছে
- প্রায় ৩০ মিটার দীর্ঘ একটি গর্ত তৈরি হয়েছে
- সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে বোঝা যাবে না, এটি পিচের ছিল নাকি মাটির
- এলাকাবাসীরও মনে নেই, এই রাস্তায় শেষ কবে সংস্কারের কাজ হয়েছিল

এলাকাবাসী। শনিবার রাতেও তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। আবার বামনিঝোরার জল গ্রামে প্রবেশ করেছে। রবিবার সেই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এলাকাবাসী কোদাল, বেলচা হাতে বাড়িঘর পরিষ্কার করছেন। আর ভারী বৃষ্টি হলেই যে ভুটানের নদীর জল ঘরে ঢুকবে, এই ঘটনাকেই ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু রাস্তা ধসে যাওয়ার আতঙ্ক এবারই নতুন। এবার নদীর জল এলাকায় ঢোকার পর এই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। আর এই রাস্তাটিই তো এলাকার লাইফলাইন। কারণ গ্রামের এই সড়ক ধরে পাশাখাগামী এশিয়ান হাইওয়ে ও খোকলাবস্তি যাওয়া যায়।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এশিয়ান হাইওয়ে থেকে গ্রাম অবধি রাস্তাটি প্রায় ৮০০ মিটার দীর্ঘ। তার একটি বড় অংশ বসে গিয়েছে। ফলে প্রায় ৩০ মিটার দীর্ঘ একটি গর্ত তৈরি হয়েছে। সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে বোঝা যাবে না, এটি পিচের ছিল নাকি মাটির। এলাকাবাসীরও মনে নেই এই রাস্তায় শেষ কবে সংস্কারের কাজ হয়েছিল। বর্তমানে রাস্তাটিতে মাটি ছাড়া কিছু দেখা যায় না। এলাকার বাসিন্দা বসন্ত মোক্তান বলেন, 'জোরে বৃষ্টি শুরু হলেই আমাদের ঘুম উড়ে যায়। নদীর জল এলাকায় প্রবেশ করে। বর্তমানে চিন্তার অন্যতম কারণ রাস্তাটি ধসে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে গোটা রাস্তাই ধসে যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তখন আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হবে।'

এবিষয়ে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিন বলেন,

এরপর দশের পাতায়

ফালাকাটায় কালা কারবার

১৫ হাজার প্যাকেট নকল নুন উদ্ধার

ফালাকাটায় নুনের গোডাউনে পুলিশ। -সংবাদচিত্র

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : নামী ব্র্যান্ডের নকল মোড়কে ভরে দেদার বিকোচ্ছিল নিম্নমানের নুন। শনিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অভিযান করা হল ফালাকাটায়। শহরের দুটি গুদামে হানা দিয়ে নামী কোম্পানির মোড়কে প্রায় ১৫ হাজার প্যাকেট নকল নুন উদ্ধার করল পুলিশ। আর এই নকল নুনের কারবারের পর্দাফাঁস করল এক বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা।

অভিযান চালিয়েছে কোচবিহারের শীতলকুচি থানার পুলিশ। সঙ্গে ছিল স্থানীয় পুলিশও। ফালাকাটায় গভীর রাত পর্যন্ত সেই অভিযান চলে। তা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মজুতকারী ফালাকাটার ১ জন এবং শীতলকুচির ১ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শীতলকুচি থানার পুলিশ নকল নুন ধরতে আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিল। এব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগও হয়েছে।' রবিবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নকল নুন নিয়ে শহরে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে।

সেই বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত চালিয়েছে এক বহুজাতিক কোম্পানির পক্ষ থেকে। কিন্তু হঠাৎ এই তদন্ত কেন? গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিক ব্রজেন্দ্রকুমার সিনহা বলেন, 'আমরা একটি বহুজাতিক কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রথমে শীতলকুচির দোকানে গিয়ে নকল লবণের হদিস পাই। সেই সূত্র ধরেই ফালাকাটায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান করি। দুটি গোডাউন থেকে ১৪ হাজার ৮০০ বস্তা নামী কোম্পানির মোড়কে থাকা নকল নুন মিলেছে। আমাদের ক্লায়েন্ট সেই কোম্পানি থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করেছে।'

বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে খবর, সপ্তাহ কয়েক ধরেই কোচবিহারের শীতলকুচি থানা এলাকার বিভিন্ন বাজারে নকল নুনের রমরমা চোখে পড়েছিল দেশের একটি বিখ্যাত নুন প্রস্তুতকারী সংস্থার। সংস্থাটি লক্ষ করে, তাদের প্যাকেট অবিকল নকল করে অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নমানের নুন বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুট করছে একশ্রেণির অসাধু কারবারি। বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে ওই নামী সংস্থা। নকল নুন মজুতকারী ও তা বাজারে সরবরাহকারীদের শনাক্ত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি বেসরকারি তদন্তকারী সংস্থাকে। তদন্তে ফালাকাটার নাম উঠে আসে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যার পর ফালাকাটার হাটখোলা ও মশল্লাপট্টিতে দুটি গুদামে হানা দেয় তারা। গুদামে হানা দিয়েই চক্ষু কপালে উঠে পুলিশের।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

আমরা যে শহিদদের এখন মনে রাখি না

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আজ ২১শে জুলাই, 'শহিদ দিবস'।

শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার রাজপথে চাকরির দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন ইমরান হোসেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের আমিনপুর বাজারপাড়ার ওই তরুণ হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলনকারীদের অন্যতম মুখ। ২০২৪-এর ৫ মে হঠাৎ করেই মারা যান তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ব্রেনস্ট্রোকেই মৃত্যু হয় ইমরানের। রাজধানীর রাজপথে যাঁরা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন তাঁদের দাবি, বছরের পর বছর ধরে আন্দোলনের পরেও নিয়োগের জন্য সরকার পদক্ষেপ না করায় হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন ইমরান। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই হয়তো অকালে চলে যেতে হয় তাঁকে।

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের হরিদাসনগরের বাসিন্দা প্রবীণ কর্মকার। অমুইপাড়া উদ্বাস্তু বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি যাওয়া প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর তালিকায় প্রবীণও ছিলেন। তারপর যোগ্যদের স্কুলে ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন। চলতি বছর ২৯ মে মারা যান তিনি। মানসিক চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই প্রবীণ মারা গিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা।

পরিবারের লোকেদের মুখে দু'বেলা খাবার তুলে দিতে রাজ্য ছেড়েছিলেন মাথাভাঙ্গার বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বছর বত্রিশের তরুণ নারায়ণ ডাকুয়া। বেঙ্গালুরুতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। গত মঙ্গলবার একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানেই মাথায় পাথর পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

ওঁরা শহিদ নন? ওঁদের কেউই জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক নন। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনার

এরপর দশের পাতায়

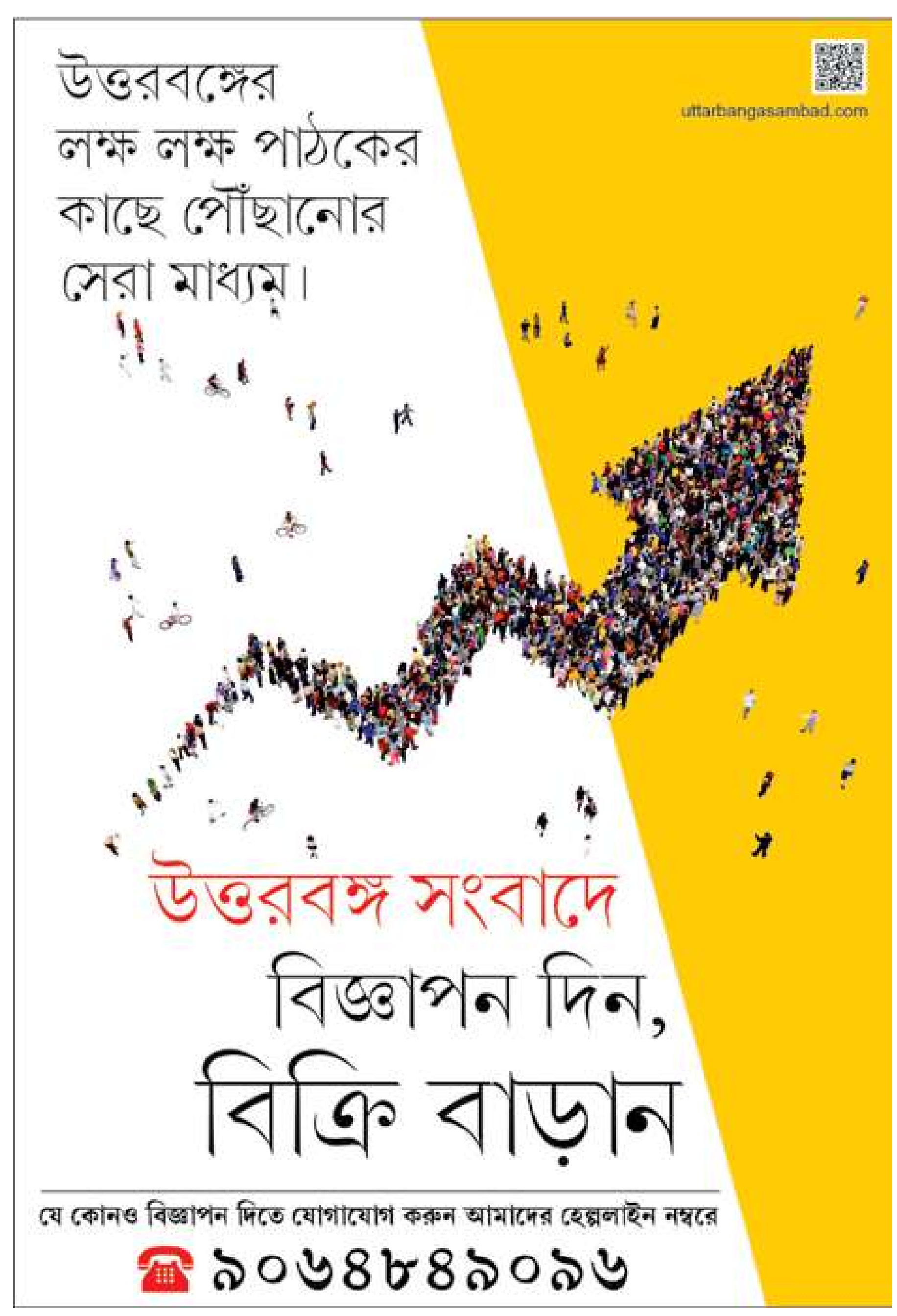

স্বপ্নপূরণে হার না মানা জেদের দুই লড়াই

মন ভালো করা

নিউজ ব্যুরো

২০ জুলাই : একজনের উঠতি বয়স, অন্যজন জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে। মিল একটাই- বুকভরা স্বপ্ন, লক্ষ্যপূরণের জেদ ও নিষ্ঠা। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ঘোড়াচালকের পরিবারের সন্তানকে কেদারনাথের পাহাড়ি গ্রাম থেকে পৌঁছে দিয়েছে আইআইটি মাদ্রাজে। অন্যজন জীবনের ৭১টি বছর পার করে অখণ্ড অবসরযাপনের বদলে পাশ করেছেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির কঠিন পরীক্ষা।

দুজনই যেন আলোর কান্ডারি। একজন লড়েছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে, অন্যজন বয়সের সঙ্গে। তাঁদের এই কাহিনী শেখায়, সংকল্প দৃঢ় থাকলে আর্থিক অবস্থা, বয়স বা অন্য কোনও প্রতিকূলতাই বাধা হয় না। তাঁরা শুধু নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করেননি, অনেক মানুষকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করলেন।

কেদারনাথের তরুণের নাম অতুল কুমার। কেদারনাথের দুর্গম পাহাড়ে ঘোড়া চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করা পরিবারে যাঁর জন্ম। কেদারনাথধামের খাড়া পাহাড়ি পথে তীর্থযাত্রীদের ঘোড়ায় বসিয়ে পৌঁছে দিয়ে সংসার চলে অতুলের পরিবারেরও। তিনি নিজেও সেই পারিবারিক পেশায় যুক্ত। সহিসের কাজ। চরম দারিদ্র্য আর সুযোগসুবিধার অভাব নিত্যসঙ্গী।

পড়াশোনার সুযোগসুবিধা তেমন নেই, নেই আধুনিক কোচিংয়ের সুযোগ। হিমালয়ের পাহাড়ি এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কও সবসময় মেলে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতেন অতুল। আইআইটির মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

তারাচাঁদ আগরওয়াল।

অতুল কুমার।

পড়ার স্বপ্ন। তাই দিনরাত এক করে পরিশ্রম। এদিকে, তীর্থযাত্রার ভরা মরশুম। কেদারনাথে সহিসের কাজে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। মরশুমের চাপ কিছুটা হালকা হতেই বাড়ি ফিরে জ্যাম (জয়েন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট)-এর প্রস্তুতি।

কিন্তু বাধা যে অনেক। মহাবীর নামে এক বন্ধু যেন পরিত্রাতা হয়ে এলেন। তিনিই জোগালেন নোটস। আর নিজের কাছে যে সামান্য বইপত্র ছিল, তা দিয়েই এক একনিষ্ঠ সাধনা শুরু অতুলের। অবশেষে সাফল্য দেশের অন্যতম কঠিন পরীক্ষায়। তিনি ভর্তি হয়েছেন আইআইটি মাদ্রাজে। নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে এখন।

লড়াইয়ে তৃপ্ত সহিস পরিবারের সন্তানের কথাতেও চোখে জল আসে। অতুলের ভাষায়, 'জানতামই না আইআইটি কী। জলের অভাব গ্রামে। জল সংগ্রহেই কত সময় যায়! সচেতনতার অভাব তো ছিলই। বড় স্বপ্ন দেখব কীভাবে! একজন শিক্ষক আমাকে আইআইটিতে স্নাতকোত্তর করার ধারণা না দেওয়া পর্যন্ত আমি আগ্রহী ছিলাম না।' আগ্রহী যখন হলেন, তারপর আর পিছন ফিরে তাকাননি।

স্বপ্নপূরণের পথে জয়পুরের তারাচাঁদ আগরওয়ালের গল্পটাও রোমহর্ষক। ৭১ বছর বয়সে ওই লড়াইয়ে অনেক তরুণও হয়তো সাহস পাবেন না। আর্থিক সচ্ছলতার অভাব নেই। স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর-এ ৩৮ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন। ২০১৪ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার পদে থাকাকালীন অবসর। শান্তিপূর্ণ অবসর জীবনে ছন্দপতন ২০২০ সালে কোভিড অতিমারিতে চার দশকের সঙ্গিনী স্ত্রীর মৃত্যুতে। যে শোক তাঁকে সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে দেয়।

এরপর দশের পাতায়

ছবি পোস্ট করে সভা সফলে বিএমওএইচের অংশগ্রহণে প্রশ্ন সুকান্তর

যুব নেতার সঙ্গে ক্যাম্পে স্বাস্থ্যকর্তা

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ২০ জুলাই : বিএমওএইচ কোথায় গিয়েছেন? রবিবার দুপুরে এমন প্রশ্নে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা বললেন, 'ডাক্তারবাবু ছুটিতে রয়েছেন।' হরিরামপুর হাসপাতালের সেই বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ চৌধুরীকে এদিন দেখা গেল কলকাতায় তৃণমূলের ২১শে জুলাই সমাবেশের তাঁবুতে। সেখানে আসা কর্মীদের চিকিৎসা করছিলেন তিনি। আর এই ঘটনাকে ইস্যু করে শাসকদলকে তোপ দেগেছেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। বিএমওএইচের অবশ্য সাফাই, তিনি ছুটিতে রয়েছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ইনজেকশন কাণ্ডের রেশ এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যে কলকাতায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অম্বরীশ সরকারের সঙ্গে হরিরামপুরের বিএমওএইচ সহ একাধিক চিকিৎসকের ছবিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ছবি পোস্ট করে সুকান্ত লিখেছেন, '২১ জুলাইয়ের সভা সফল করতে কি কলকাতায় এসেছেন হরিরামপুরের বিএমওএইচ? জেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা যখন বেহাল, তখন হরিরামপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ কলকাতা এসে তৃণমূল কর্মীদের চিকিৎসা করছেন।'

এদিন ফোনে সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কটাক্ষ করে বললেন, 'তৃণমূল যদি এতটাই পছন্দ হয়, তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে ঝান্ডা ধরে বালি চুরি করলেই হয়।' যোগাযোগ করা হয়েছিল হরিরামপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ চৌধুরীর সঙ্গেও। তাঁর বক্তব্য, 'আমি ছুটি নিয়ে সিএমওএইচ-কে জানিয়ে এক ঘণ্টার জন্য তাঁবুতে গিয়েছিলাম।' ওই মেডিকেল টিমে অনিরুদ্ধর সঙ্গে ছিলেন হরিরামপুর হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী (ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট) সৌরভ মণ্ডল, এরশাদ হোসেন এবং অঙ্কুর জাফরি। এছাড়াও ছিলেন কুমারগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক তাপস তালুকদার এবং খাসপুর হাসপাতালের চিকিৎসক সুব্রত মণ্ডল।

তৃণমূলের যুব সভাপতির সঙ্গে বিএমওএইচ। রবিবার কলকাতায়।

তৃণমূলের সমাবেশের আগের দিন তাঁবুতে দলীয় কর্মীদের চিকিৎসা করার বিষয়ে সিএমওএইচ সুদীপ দাসের গলায় প্রচ্ছন্ন সমর্থনের সুর স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে হরিরামপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ চৌধুরী ছুটিতে রয়েছেন। ছুটিতে থেকে কেউ কোথাও স্বেচ্ছায় চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গেলে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।' ছুটিতে থাকাকালীন সরকারি হাসপাতালের একজন বিএমওএইচ কোনও দলীয় সমাবেশে গিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ বললেন, 'কেউ ছুটি নিয়ে যদি করতে চান, সেটা করতেই পারেন।'

বিতর্কের কেন্দ্রে

- তৃণমূলের সমাবেশের আগের দিন তাঁবুতে চিকিৎসা করতে দেখা যায় হরিরামপুরের বিএমওএইচ-কে
- তাঁর সাফাই, তিনি ছুটিতে রয়েছেন, তার মাঝে এক ঘণ্টার জন্য ওই তাঁবুতে গিয়েছিলেন
- এই ঘটনাকে ইস্যু করে শাসকদলকে তোপ বিরোধীদের

আরও দুই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। হরিরামপুরের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর উত্তর পাওয়া যায়নি। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অম্বরীশ সরকার ফোনে বললেন, 'হরিরামপুরের বিএমওএইচ এখানে জিন্দাবাদ করতে আসেননি। জেলা থেকে ৫-৬ হাজার কর্মী এসেছেন কলকাতায়। তাই একটি মেডিকেল টিম কাজ করছে, সেই টিমে ছিলেন হরিরামপুরের বিএমওএইচ।'

সিপিএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শুভজিৎ দাস কটাক্ষ করে জানান, কলকাতায় তৃণমূলের চিকিৎসকের অভাব পড়েছে। তাই জেলা থেকে চিকিৎসক তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ দপ্তর

জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই : উত্তরের তিন জেলায় এবার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর। বানারহাটের তেলিপাড়া চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকাকে রক্ষা করতে আংরাভাসা নদীর বাম দিকের বাঁধে জরুরিকালীন কাজ শুরু হতে চলেছে। তুফানগঞ্জের খাসচারা লাঙ্গলগ্রাম এলাকায় রায়ডাক ১ নম্বর নদীবাঁধে সম্প্রসারণ করে বাঁধ মজবুতিকরণের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, বর্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আলিপুরদুয়ারের শিসামারা নদীর ডান দিকের বাঁধে ৯৮০ মিটার এলাকাজুড়ে বাঁধের মেরামতি করা হবে।

প্রেশার কুকারে মাদক

রায়গঞ্জ, ২০ জুলাই : লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম ধনঞ্জয় ভৌমিক ওরফে মোতাভাই আফরোজ আলি। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা দিয়েছে, শনিবার রায়গঞ্জের শক্তিনগর থেকে ওই ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২৯১টি ৫০০ টাকার নোট, একটি সাদা নাইলনের হ্যান্ড ব্যাগ, একটি কালো রংয়ের প্রেশার কুকার, ৬৬.৮৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার, সাদা রংয়ের প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া আরও ১১.০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার, একটি কালো কিপ্যাড ফোন।

এদিকে, ব্রাউন সুগারে আসক্ত তরুণ একটি বাড়ি থেকে বেশকিছু টাকা চুরি করে। সেই টাকা ফেরতের জন্য ওই তরুণের থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেন বাড়ির মালিক। শনিবার ছিল টাকা দেওয়ার শেষদিন। তারপরই উদ্ধার হয় তরুণের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের কান্তনগরে। মৃতের নাম লক্ষণ রাজবংশী (২৪)।

ডায়নার জঙ্গলের ধারে রবিবার বিকেলে দেখা গেল চার হাতিকে। পরে হাতিগুলি ডায়না নদীতে নামে জল খেতে। বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আমাদের কর্মীরা ওই এলাকায় সতর্ক নজর রাখছেন।'
ছবি ও তথ্য : শুভজিৎ দত্ত

ডান থেকে বামে তিস্তার গেজ স্টেশন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই : তিস্তা নদীর জলস্তর একদিকে সরে যাওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে হাইড্রোলজিকাল ও গেজ স্টেশন অন্যত্র স্থানান্তর করল কেন্দ্রীয় সরকার। নদীর খামখেয়ালিপনায় কেন্দ্রীয় ওয়াটার কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের দিক হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা। নদী অববাহিকার ডান দিক থেকে বাম দিকে জলের গেজ পরিমাপের হাইড্রোলজিকাল স্টেশন সরানো হয়েছে। ডানদিকের নদী অববাহিকার দিক থেকে জলস্তর সরে যাওয়াতেই এমন সিদ্ধান্ত,

জানালেন সিডব্লিউসি-র কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার রাজ কুমার।

ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্ন অববাহিকায় জলপাইগুড়ির তিস্তা ও জলঢাকা সহ অন্যান্য নদীর উপর কাজ করে সিডব্লিউসি। রাজ কুমার জানান, মেখলিগঞ্জের কাছে এবং বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে ভরা বর্ষায় তিস্তা এখন ভয়ংকরী। ওই এলাকায় প্রবল স্রোত ও জলের গভীরতা রয়েছে। ওই আন্তর্জাতিক সীমান্তে তিস্তার জলস্তরের পরিমাপ এবং কী পরিমাণ জল বাংলাদেশে ঢুকছে তা পর্যবেক্ষণ করাই সিডব্লিউসি'র কাজ। কিন্তু তিস্তার নদীখাতে আবর্জনা জমা এবং নদীখাত পরিবর্তন হওয়ায় জলস্তর অনেক জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে মেখলিগঞ্জের কাছে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে নদীখাত ডানদিকে সরে গিয়েছে। ফলে এতদিন কাজে বিঘ্ন ঘটছিল। তাই সেই অংশ থেকে গেজ স্টেশন ও হাইড্রোলজিকাল স্টেশন সরানো হল।

দু'বছর পর ১৫ কোটি আয় এনবিএসটিসি'র

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জুলাই : গাড়ি চালিয়ে ২০২৩ সালের মে মাসে ১৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা আয় করেছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। কিন্তু তারপর গত দুই বছর পেরিয়ে গেলেও কোনও মাসে আর অত টাকার রেকর্ডের মুখ দেখেনি এনবিএসটিসি। অবশেষে সেই খরা কাটল। দুই বছর পর গত জুন মাসে ফের গাড়ি চালিয়ে টিকিট বিক্রি করে ১৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় করল এনবিএসটিসি। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এনবিএসটিসি'র অন্দরে খুশির হওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'আগে আমাদের বাস অনেক কম ছিল। পুরানো বাসের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু পরে আমাদের বেশ কিছু নতুন বাস হয়েছে। এর ফলে বাসের সংখ্যা বেড়েছে। পাশাপাশি নতুন করে ভলভো বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে। এসবের কারণেই আমাদের আয় বেড়েছে। আমরা চেষ্টা করব আগামীতে এই রোজগার আরও বাড়ানোর।'

এনবিএসটিসি-তে বর্তমানে সবমিলিয়ে ৭০১ একটি বাস রয়েছে। এরমধ্যে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০০ বাস রাস্তায় চলাচল করে। সংস্থা সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে দৈনিক গড়ে ২১৯টি রুটে বাস চালানো হয়। তার ফলে প্রতিদিন গড়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়। মাসে প্রায় ৫০ লক্ষ কিলোমিটার গাড়ি চালায় সংস্থা। গাড়িগুলিতে প্রতিদিন গড়ে ১ লক্ষ ২০ থেকে ২৫ হাজার যাত্রী নিজেদের বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আর্থিক সংকটে ধুঁকছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম। সেই কারণে সংস্থাটিকে সচল রাখতে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ৬ থেকে ৭ কোটি টাকা ভরতুকি দেয়। তার সঙ্গে সংস্থা নিজেদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তারা ২০২৩ সালের মে মাসের পর গত জুন মাসে এত বেশি পরিমাণ টাকা আয় করেছে। তবে জুন মাস ছাড়াও, গত এপ্রিল ও মে মাসেও আয় প্রায় ১৫ কোটি টাকার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছেছিল। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিলে প্রতি কিলোমিটার ৩১ টাকা ৮৯ পয়সা আয় হিসাবে ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা এবং মে মাসে প্রতি কিলোমিটার ৩০ টাকা ৪৯ পয়সা হিসেবে ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে জুন মাসে কিলোমিটার প্রতি ৩২ টাকা ৩৬ পয়সা আয় হিসেবে ১৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

আজ টিভিতে

অভাগিনী বিকেল ৪.৩০ জি বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জঙ্গল-এক প্রেমকথা, দুপুর ১.০০ মন মানে না, বিকেল ৪.০৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.১৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ১০.০০ সতীর একান্নপীঠ
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ তারিণী তারা মা, বেলা ১১.৩০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৪.৩০ অভাগিনী, রাত ১০.৩০ চৌধুরী পরিবার, ১.১৫ বিয়ে ডট কম
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৪০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১২.৫০ এমএলএ ফাটাকেষ্টি, বিকেল ৩.৩০ খোকাবাবু, সন্ধে ৫.৪৫ বড়বউ, রাত ৮.৫৫ সত্যমেব জয়তে, ১.০০ তারা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানুষ অমানুষ
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৩০ আই, মি অওর ম্যায়, দুপুর ১.১৫ জয়েশভাই জোরদার, বিকেল ৩.১৫ রাজনীতি, সন্ধে ৬.১৫ কলঙ্ক, রাত ৯.০০ এক ভিলেন, ১১.১৫ কর্জ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৫ সূর্যবংশী, বিকেল ৫.২৩ গুমনাম, সন্ধে ৭.৫৫ জওয়ান, রাত ১১.২৭ শিবা : দ্য সুপার হিরো-টু
জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩৫ আচার্য্য, বিকেল ৪.২৮ কিসমত, সন্ধে ৭.৩০ মক্ষী, রাত ১০.০৩ বঘিরা
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৩ বাগি, বিকেল ৪.১৬ আইপিসি ৩৭৬, ৫.৫৩ ওম ভিম বুশ, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ১০.১১ মঙ্গলবার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫০ থপ্পড়, দুপুর ২.১৩ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.১৬ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ রানওয়ে ৩৪, ১১.২৫ হোটেল মুম্বই

এমএলএ ফাটাকেষ্ট দুপুর ১২.৫০ কালার্স বাংলা সিনেমা

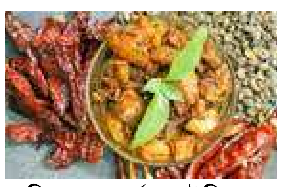

হিডেন ফ্লেভার্স অফ ইন্ডিয়া : নর্থইস্ট রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

কলঙ্ক সন্ধে ৬.১৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

পাটনায় দৌড়ে প্রথম নীলকণ্ঠ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : স্বপ্ন অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দেশের নাম উজ্জ্বল করা। সেই স্বপ্নের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ির বাসিন্দা নীলকণ্ঠ রায়। শনিবার বিহারের পাটনায় ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্স মিটের আসর বসেছিল। সেখানে ৮০০ মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতায় ২৩ বছর বয়সি এই তরুণ প্রথম স্থান অধিকার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সময় লেগেছে ১ মিনিট ৫১ সেকেন্ড ৮৮ মিলি সেকেন্ড। ইন্ডিয়ান আর্মিতে

নীলকণ্ঠ রায়।

কর্মরত নীলকণ্ঠ বর্তমানে আর্মির অ্যাথলেটিক্স টিমে রয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে পরিবার থেকে প্রশিক্ষক, সকলেই গর্বিত। নীলকণ্ঠর কোচ পরাগ ভৌমিকের গলায় উচ্ছ্বাসের সুর স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'নীলকণ্ঠর এই সাফল্যে গর্ব হচ্ছে। ওকে দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসবে। অনুপ্রেরণা পাবে।'

> ছেলের সাফল্যে খুব আনন্দ হচ্ছে। ও জীবনে আরও সফল হোক, সেই কামনা করি।
>
> **মিনতি রায়** *নীলকণ্ঠর মা*

২০১৭ সাল থেকে নীলকণ্ঠ দৌড়ানো শুরু করেন। প্রথমদিকে বাড়ির পাশে মাঠ বা রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতেন। তারপর স্কুলজীবনে অংশ নেন ইন্টারজোনাল অ্যাথলেটিক্স মিটে। সেইসময় অ্যাথলেটিক্সের বিরাট পরিধি সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। শুরু করেন কঠোর অনুশীলন। রোজ ১৩ কিলোমিটার পথ পার করে কখনও অটো, আবার কখনও বাসে চেপে আলিপুরদুয়ার শহরে এসে অনুশীলন করতেন নীলকণ্ঠ।

এর আগে অল ইন্ডিয়া আর্মি ট্রায়ালের দৌড় প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটারে প্রথম, বেঙ্গালুরুতেও এই মিটে ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। রাজ্য মিটে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। নীলকণ্ঠর বাবা নিরেন রায় পেশায় শ্রমিক এবং মা মিনতি রায় বিমা এজেন্ট। মিনতি বললেন, 'ছেলের সাফল্যে খুব আনন্দ হচ্ছে। ও জীবনে আরও সফল হোক, সেই কামনা করি।'

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ আষাঢ়, ২১ জুলাই, ২০২৫, ৪ শাওন, সংবৎ ১১ শ্রাবণ বদি, ২৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। সোমবার, একাদশী দিবা ৮।২৮। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।০। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৭।২১। বালবকরণ দিবা ৮।২৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৮।২৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ৮।২৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৪৫ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা - শুভ পূর্বে পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে মাত্র পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।০ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৪৫ মধ্যে দীক্ষা হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।২২ গতে রাত্রি ৯।০ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (কামিকা)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৮ মধ্যেও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১। ১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে আর্থিক সাহায্য করলে ঠকতে হতে পারে। গাফিলতির কারণে পড়াশোনায় ক্ষতি। **বৃষ :** দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় কঠিন কাজ থেকে উদ্ধার। ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে আপনার শত্রুপক্ষ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর্থিক সমস্যা কেটে যেতে পারে। **কর্কট :** সামান্য বাকবিতণ্ডা থেকে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। **সিংহ :** যৌথ ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। **কন্যা :** উপহারপ্রাপ্তির যোগ। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দের হাট। **তুলা :** দাম্পত্যে মনোমালিন্য কেটে যাবে। লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **বৃশ্চিক :** সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় জয় পাওয়ার সম্ভাবনা। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **ধনু :** পথেঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাইরের মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। **মকর :** প্রেমের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও জিনিস ফিরে পেয়ে আনন্দ। **কুম্ভ :** বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **মীন :** পারিবারিক কোনও কাজের ক্ষেত্রে গুরুজনদের সমর্থন পাবেন। মাথার যন্ত্রণা বা চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে।

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ারে সূর্যনগরে শীঘ্রই 6 dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বা-উন্ডারি ওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M : 9800020321. (C/117035)

রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলের জন্য Napkin পেপার @Rs. 20/- পাওয়া যায় শিলিগুড়িতে। (M) 8116743501 (C/117529)

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/ সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553, 8509827671.

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

অ্যাফিডেভিট

I, Raj Kumar De (JC -213982A) retired from Army, R/O Sarat Nagar, PO: New Rangia, Dist- Darjeeling (W.B.) In my discharge book Soma Dey (Now Divorcee), Sweta De are my two daughters. Soma Dey, Soma Mondal, Soma De, Soma Dey Mondal & Sweta De, Sweta Dey are one & identical persons respectively. In some important documents of my both daughters where my name recorded as Raj Kumar Dey instead of Raj Kumar De is one & identical person vide affidavit No.1645 before Notary Public, Siliguri on 17.06.25. (M/M)

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B- 2019 : 19-90145-000011. Dt. 02.01.2019. আমার ছেলের নাম ও ঠিকানায় উল্লিখিত পুলিশ স্টেশন ভুল থাকায় গত 7.3.2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে। Ahmad Raza থেকে Ahmad Hamdani ও পুলিশ স্টেশন Mathabari থেকে Mothabari করা হল। (M/ 115420)

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এবং স্কুল সার্টিফিকেটে (WBBSE, Roll- 204611N, No.- 0183) আমার বাবার নাম ভুল করে দীপক কুমার দাস লেখা হয়েছে, গত ১৬.০৬.২০২৫ তারিখে ইসলামপুর আদালতের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার বাবার আসল নাম দীপক দাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীপক দাস এবং দীপক কুমার দাস একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। - ধনঞ্জয় দাস। (S/M)

অ্যাফিডেভিট

আমি আলেপ মিয়া, পিতা মৃত আনছার ব্যাপারী, ভুলবশত জমির দলিল নং 1889/22-20/05/22 খতিয়ান নম্বর 9 নম্বর মৌজা খিতাবের কুটি, JL নং 238, আনিছা উদ্দিন সেখ, পিতা শরিতুল্যা সেখ থেকে দিনহাটা JM-2 কোর্টে 8/7/22 ইং অ্যাফিডেভিট বলে আনছার ব্যাপারী হলাম। আনছার ব্যাপারী, অনিছা উদ্দিন সেখ, আনছার আলী একই ব্যক্তি। গ্রাম-খিতাবের কুটি, পো-চান্দের কুঠি, থানা-দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার।

I, Soma Dey @ Mondal, D/o Raj Kumar Dey, R/O Sarat Nagar, PO : New Rangia, Dist- Darjeeling (W.B.), In some important documents my name recorded as Soma Dey, Soma De, Soma Mondal, Soma Dey Mondal & Raj Kumar Dey, Raj Kumar De (i.e. father), are one & identical persons individually & declare vide affidavit No 840 before Notary Public, Siliguri on 17.06.25. (M/M)

I, Raj Kumar De (JC-213982A) retired from Army, R/O Sarat Nagar, PO: New Rangia, Dist- Darjeeling (W.B.) In my discharge book my wife's name recorded as ARTI DEY, D.O.B. 25.07.1960 instead of ARATI DEY, D.O.B. 02.01.1961 & to be rectified accordingly. I declare ARATI DEY, ARTI DEY, ARATI DE is same one & identical person vide affidavit No.1856 before Notary Public, Siliguri dt 17.06.2025. (M/M)

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR - 736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
WALK-IN-INTERVIEW
WALK-IN-INTERVIEW FOR PREPARING THE PANEL OF CONTRACTUAL TEACHERS / COACHES (2025-26)

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on **25-07-2025 for PGTs - Physics, Chemistry and Counselor** at 08.30 AM to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26
Visit https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/ for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.

For more information please visit the school website - **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**
Or you can call this number : **03582291709**

Principal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভাঙল মাটির বাঁধ, বন্ধ মহাসড়ক

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ জুলাই : পলাশবাড়িতে সনজয় নদীর মাটির বাঁধ ভেঙে গেল রবিবার সকালে। এদিকে, মহাসড়কের সেতুর কাজের জন্য বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়ায় এলাকার একশো বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। কয়েকশো বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে যায়। জল জমে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠেও। রাতভর ভোগান্তি পোহাতে হয় স্থানীয়দের। তবে বাঁধ ভাঙলেও পুরো এলাকার জল এখনও নামেনি। এদিকে বাঁধ ভাঙায় সনজয় নদীর ডাইভারশনও ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি বালি-পাথর ফেলে আর্থমুভার দিয়ে ডাইভারশন সংস্কার শুরু করে। সেই কাজের জন্য সকাল এগারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে। এনএইচএআইয়ের এহেন ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, জল নামানোর সবরকমের চেষ্টা চলছে।

বাঁধ ভেঙে বইছে সনজয় নদীর জল। (ডানে) ডাইভারশন সংস্কার চলছে।

এনএইচএআইয়ের সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভার কথায়, 'মাটির বাঁধ ভাঙায় জল নামতে শুরু করে। ডাইভারশনও সংস্কার করা হয়। যেসব এলাকায় এখনও জল রয়েছে, সেখানেও জল নামানোর চেষ্টা চলছে।' সেতুর কাজ অনেকটাই এগিয়েছে, তাই জলের এই সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

বৃষ্টির জল নিয়ে স্থানীয়দের এরকম ভোগান্তি অবশ্য গতবছর বর্ষাতেও পোহাতে হয়নি। এবারের ভোগান্তির নেপথ্যে মূল কারণ হচ্ছে সনজয় নদীর গতিপথ বদলে ফেলা। মাস তিনেক আগে এই নদীতে থাকা পুরোনো বেহাল কাঠের সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়। সেখানেই শুরু হয় সেতু তৈরির কাজ। আর পাশে থাকা হিউমপাইপের ডাইভারশন দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে। সেইসঙ্গে সেতুর কাজের সুবিধার জন্য মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ কিছুটা পূর্বদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সে কারণে এর আগেও অনেকের চাষের জমি জলে ডুবে যায়। একইভাবে শনিবার রাতের বৃষ্টিতে এলাকার প্রায় ৫০০ বিঘা আমন ধানের খেত জলে ডুবে যায়। একশোটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। রাতভর ঘুমোতে পারেননি স্থানীয়রা।

দুর্ভোগ

- সনজয় নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বিপত্তি পলাশবাড়িতে
- নদীর গতিপথ বদলে দেওয়ায় শনিবার রাতের বৃষ্টিতে জল ঢোকে আশপাশের বাড়িতে
- জল জমেছে স্কুলমাঠেও
- ডাইভারশনও বিপদের মুখে আশঙ্কা করে সেটি সংস্কার করা হয়

এবার নদীর জল বাধা পেয়ে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠেও চলে আসে। স্কুলপাড়া, হাসপাতালপাড়াতেও ছবিটা এক। স্থানীয় অপর্ণা মণ্ডল সরকারের কথায়, 'এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ধীরে ধীরে জল কিছুটা নেমে যায়।' নদীর পূর্ব প্রান্তের জল এভাবে কিছুটা নেমে গেলেও এদিন বিকেল পর্যন্ত নদীর পশ্চিম প্রান্তের জল পুরোপুরি নামেনি। নিউ পলাশবাড়ির ইন্দ্রজিৎ বর্মনের কথায়, 'আমাদের এদিকে জল এখনও নামেনি। এখানে আগে একটি হিউমপাইপ দেওয়া হয়। পরে সেটি তুলে ফেলা হয়। তাই ফের হিউমপাইপ বসিয়ে জল নামানোর দাবি জানানো হয়েছে।'

খাওয়া ও আশ্রয় শিশাগোড়ে

সমাজমাধ্যম ফিরিয়ে দিল মা-কে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : ৬ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ির বছর পঁয়ষট্টির রেণুবালা মজুমদার। বিভিন্ন আত্মীয়র বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করছিলেন তাঁর ছেলে অজিত মজুমদার। তবে সমাজমাধ্যমের দৌলতে রবিবার মাকে ফিরে পেলেন তিনি। শনিবার রাতে হঠাৎ করে ফালাকাটার শিশাগোড় বাজারের মন্দিরে চলে আসেন রেণুবালা। তখন স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপক তরফদার তাঁকে খাওয়ানোর পাশাপাশি থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আর বৃদ্ধার ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। তা দেখেই বাড়িতে খবর চলে যায়।

এদিন সকালে শিশাগোড়ে চলে আসেন অজিত। তাঁর কথায়, 'দিনমজুরি করি। মায়ের বয়স হয়েছে। এর আগে এভাবে অনেক আত্মীয়র বাড়িতে মা চলে যেত। দু-তিনদিন পর চলেও আসত। এবার ৬ দিন থেকে খোঁজ পাচ্ছিলাম না। তবে থানায় মিসিং ডায়েরি করিনি। সব আত্মীয়র বাড়িতে খোঁজ করছিলাম। কিন্তু শনিবার রাতেই খবর পাই মা ফালাকাটায় চলে গিয়েছেন। তাই এদিন সকালে মাকে নিতে শিশাগোড়ে চলে আসি।' তাঁর আরও সংযোজন, এখানকার বাসিন্দারা তাঁর মাকে সেবাযত্নে রেখেছেন। তাঁর মায়ের মানসিক কিছুটা সমস্যাও আছে। এখন বাড়িতে মাকে যেমন দেখে রাখবেন, তেমনি চিকিৎসাও করাবেন বলে জানান অজিত।

রবিবার সন্ধ্যা থেকেই ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশাগোড় এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন রেণুবালা। শিশাগোড় বাজারে রয়েছে একটি পাকা মন্দির। রাতে সেই মন্দিরের সামনে বসে থাকেন। তখনই তাঁকে দেখে এগিয়ে আসেন স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপক তরফদার। জড়ো হন স্থানীয় আরও অনেকেই। বৃদ্ধা তাঁর নিজের নাম, ঠিকানা সবই বলছিলেন। কিন্তু বাড়ি থেকে কীভাবে শিশাগোড়ে পৌঁছালেন সেকথা গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না। তাই রাতে তাঁকে কোথাও যেতে দেননি স্থানীয়রা। মন্দিরে বসিয়েই তাঁকে আম, মুড়ি, কলা খেতে দেওয়া হয়। খিদের পেটে সেসব ভালোভাবেই তিনি খেয়ে নেন। কিন্তু রাতটা কাটবে কীভাবে? তখন এলাকার বাসিন্দা অনন্ত সরকার বৃদ্ধাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। একটি ঘরে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করে দেন।

এদিকে মন্দিরে থাকাকালীন অবস্থায় বৃদ্ধার ছবি ও ভিডিও

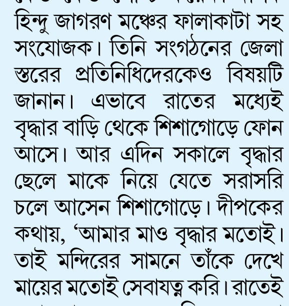

মাকে নিতে শিশাগোড়ে হাজির ছেলে। রবিবার।

সমাজমাধ্যমে স্থানীয় তরুণদের কেউ কেউ পোস্ট করেন। দীপক হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ফালাকাটা সহ সংযোজক। তিনি সংগঠনের জেলা স্তরের প্রতিনিধিদেরকেও বিষয়টি জানান। এভাবে রাতের মধ্যেই বৃদ্ধার বাড়ি থেকে শিশাগোড়ে ফোন আসে। আর এদিন সকালে বৃদ্ধার ছেলে মাকে নিয়ে যেতে সরাসরি চলে আসেন শিশাগোড়ে। দীপকের কথায়, 'আমার মাও বৃদ্ধার মতোই। তাই মন্দিরের সামনে তাঁকে দেখে মায়ের মতোই সেবাযত্ন করি। রাতেই সমাজমাধ্যমে সব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে তাঁর পরিবারের খোঁজ না পেলে রবিবার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হত। তবে রাতেই বৃদ্ধার পরিবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাই এদিন ছেলের হাতে মাকে তুলে দেওয়া হয়।'

রেলের 'গাফিলতি'তে চলন্ত ট্রেনে মৃত্যু

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : হঠাৎ চলন্ত ট্রেনে অসুস্থ। এরপর রেলের হেল্পলাইন নম্বরে চিকিৎসার জন্য সহযোগিতাও চান। তবে চিকিৎসক নাকি সঠিক সময়ে এসে পৌঁছাতে পারেননি কোচবিহার স্টেশনে বলে অভিযোগ। এরপরই সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে চিকিৎসকরা প্রাক্তন সেনাকর্মী মোহর সিংকে (৪৬ বছর) মৃত ঘোষণা করেন।

এতেই রীতিমতো শোরগোল তৈরি হয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা মেলেনি বলে অভিযোগ তুলে সরব হন সহযাত্রীদের একাংশ। তবে চিকিৎসার গাফিলতির বিষয়টি মানতে নারাজ রেল কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'দুঃখজনক ঘটনা। তবে অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিউ কোচবিহার স্টেশনে ওই যাত্রীর চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স রাখা ছিল। তবে তিনি সুস্থ আছেন বলে জানিয়ে চিকিৎসকের সহযোগিতা নিতে চাননি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে চিকিৎসক সহ অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা ছিল। তবে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন।'

ওই প্রাক্তন সেনাকর্মী তিনসুকিয়া অমৃতসর এক্সপ্রেসে আম্বালা থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন। রবিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন তিনি। সঙ্গে পরিবারের কেউ ছিলেন না।

হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন চিকিৎসকরা। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসক দেখার পর মৃতদেহ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামানো হয়। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। এর জন্য এদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে ট্রেন ছাড়ে।

তবে এক মহিলা যাত্রী জানিয়েছেন, অনেকক্ষণ অসুস্থ বোধ করছিলেন ওই ব্যক্তি। তবে কোনও চিকিৎসক দেখা যায়নি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে চিকিৎসক এলেও তিনি তখন আর বেঁচে ছিলেন না।

যাত্রী অসুস্থ হলে যাতে সহজেই চিকিৎসা করা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি স্টেশনে যাতে চিকিৎসকরা দ্রুত পৌঁছাতে পারেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর এভাবে মৃত্যু হত না। নিউ কোচবিহারে চিকিৎসা শুরু করা যায়নি বলে শুনেছি। রেল হাসপাতালের চিকিৎসক ছাড়া বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের সঙ্গে রেলের যোগাযোগ থাকলে এরকম মৃত্যু আটকানো সম্ভব হবে।'

১০ কিমি দূরে পচাগলা দেহ

দুই সপ্তাহ পর ভেসে যাওয়া কিশোরের খোঁজ মিলল

রাজু সাহা ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ২০ জুলাই : দুই সপ্তাহ পর রায়ডাক নদীতে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের খোঁজ মিলল। শনিবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের অমরপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা রায়ডাক ২ নম্বর নদীতে পাড়বাঁধের কিনারে এক ব্যক্তির দেহ ভেসে থাকতে দেখেন। এরপর কুমারগ্রাম থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ভুটান পাহাড়ে রায়ডাক নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ কিশোরের পরিবারের লোকজন কুমারগ্রাম থানায় এসে দেহ শনাক্ত করেন। যেখানে ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে সেটা ডুবে যাওয়ার জায়গা থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'সোমবার রাতে আমরা ওই কিশোর নিখোঁজের অভিযোগ পাই। রায়ডাক নদীতে তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। দুই সপ্তাহ ধরে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার খোঁজে তল্লাশি জারি ছিল। শনিবার রাতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে কুমারগ্রাম থানা এলাকায় তার

বোট নামিয়ে রায়ডাক নদীতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। -ফাইল চিত্র

দেহ মিলেছে।'

মূলত অসমের বাসিন্দা হাসাদ নার্জিনারি কুমাগ্রাম ব্লকের মারাখাতা গ্রামের দিদার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। বাড়ির কাউকে না বলে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে ভুটানঘাট কালাপাহাড় ঘুরতে গিয়েছিল গত ৬ জুলাই। সেখানে গিয়ে রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নামে ওই কিশোর। সেসময় তলিয়ে যায়। প্রথমে পাঁচ বন্ধু ঘটনাটি চেপে যায়। পরিবারের লোকেরা ওই কিশোরকে খুঁজে না পেয়েই শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানতে পারে ওই কিশোর রায়ডাক নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। তারপরেই তার তল্লাশি শুরু হয় নদীতে। কিন্তু পাহাড়ি খরস্রোতা ওই নদী। পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্স বোট নামিয়ে রায়ডাক নদীতে তল্লাশি চালিয়েও তার খোঁজ মেলেনি। দুই সপ্তাহ পর তার দেহ মিলল। শরীরের ট্যাটু চিহ্ন দেখে দেহটি তাকে শনাক্ত করেন পরিবারের সদস্যরা।

নিখোঁজ কিশোরের বাবা সমৃত নার্জিনারি বলেন, 'আমাদের বাড়ি কোকরাঝাড়। ছেলেকে পড়াশোনা করার জন্য মারাখাতা এলাকায় তার দিদার কাছে রেখেছিলাম। বাড়িতে কাউকে না বলেই ভুটানঘাট ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানেই রায়ডাক নদীতে স্নান করতে গিয়ে সে তলিয়ে গিয়েছে। ছেলে বেঁচে আছে কি না সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। শনিবার তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার এই মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারছি না।' কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রায়ডাক নদীর জলে দেহ ভেসে আসার খবর প্রথমে এলাকার বাসিন্দারাই দেন। রাতের অন্ধকারে পচগলা দেহ উদ্ধারে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উদ্ধার করা ছেলেটির শরীরে পোশাক ছিল না। দেহ দেখে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ভুটানঘাটে রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া ছেলেটির কথা মনে পড়ে যায়। মারাখাতায় নিখোঁজ ছেলেটির আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হয়।'

জোটেনি মানবিক ভাতা

কুমারগ্রাম, ২০ জুলাই : প্রতিবন্ধী শংসাপত্র সহ যাবতীয় কাগজপত্র সরকারি অফিসে জমা দিয়েও মেলেনি মানবিক ভাতা। বিশেষভাবে সক্ষম চোদ্দো বছর বয়সি ঋত্বিক দাসের শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা ৯০ শতাংশ। সে কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় দলদলির বাসিন্দা। ঋত্বিকের বাবা শ্যামল দাস প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পরে বিডিও অফিসে গিয়ে ছেলের নামে আবেদনপত্র জমা করেছিলেন। এরপর প্রায় ২ বছর কেটে গেলেও ভাতা মেলেনি।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিমা রাভা বলেন, 'ছেলেটি যাতে মানবিক ভাতা পায় সেজন্য বিডিও অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করব।' একই কথা জানান চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিতা ঈশ্বরারি। ছেলের মা সন্ধ্যা দাস বলেন, 'জন্মের কয়েক মাস পর থেকে ঋত্বিকের মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলাম। ধারদেনা করে ছেলেকে দু'বার বেঙ্গালুরু নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি। ছেলে হাঁটাচলা করতে পারে না। কথা বলতে পারে না। তরল খাবার ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারে না।' তিনি জানান, ছেলের জন্য দিনে ২ লিটার দুধ লাগে। ছেলের জন্য পুষ্টিকর তরল খাবার জোগাড় করতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় তাঁর স্বামীকে। মানবিক ভাতা পেলে তাঁদের খুব সুবিধে হত।

তবুও আজ পথে...

সানি সরকার

গজলডোবা, ২০ জুলাই : প্রথম বর্ষের গণ্ডি অতিক্রম করার পর সূর্য সেন কলেজে পা রাখেননি বুদ্ধদেব। দাদার পথে পা রেখে নবম শ্রেণিতেই ইতি টেনেছে সাগর। মান্তাদারি হাইস্কুলে এখনও যাচ্ছে নবম শ্রেণির চিন্তামণি। কিন্তু একমাত্র মেয়ের পড়াশোনা কতদিন চলবে, তা নিয়েও সংশয়ে পরিবারটি। আর্থিক অনটনই পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার মাঝপথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানে পা মেলাবেন, পাঁচ বছর আগে এমনই কর্মসূচিতে হত উলেন রায়ের স্ত্রী মালতী। ক্ষমতার রং বদলের স্বপ্নেই তাঁর বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হওয়া। 'রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি এলেই যে বড় ছেলেটার চাকরি হবে', বললেন মালতী।

'আর নয় অন্যায়', এমন স্লোগান বেঁধে ২০২০-র ৭ ডিসেম্বর উত্তরকন্যা অভিযান করেছিল বিজেপি। তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) কৈলাস বিজয়বর্গীয়, সহ সভাপতি মুকুল রায়, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী

উলেন রায়ের মূর্তির সামনে পরিবার।

সূর্যর উপস্থিতিতে '২১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেনঘড়া গ্রামের উলেন রায়। পুলিশ-বিজেপির সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল উত্তরকন্যা সংলগ্ন এলাকাগুলি। এরই মাঝে পড়ে ছড়্‌রা গুলিতে মারা যান উলেন। যা রাজ্য রাজনীতিতে ইস্যু হয়ে ওঠে। দলের তরফে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ, পরিবারটিকে মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য, আইনি লড়াই, মেলে বিস্তর প্রতিশ্রুতি। সাড়ে চার বছর পেরিয়ে হিসেবের খাতায় এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি কিছুই পায়নি পরিবারটি।

বিজেপির জলপাইগুড়ির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'সরকারে না থাকায় চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আপাতত একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' '২০-র ৭ ডিসেম্বর ছিল সোমবার। কাকতালীয়ভাবে এবারও উত্তরকন্যা অভিযানের জন্য সোমবার বেছে নিয়েছে বিজেপির যুব মোর্চা। মনের যন্ত্রণা চেপে এই অভিযানে শামিল হবেন উলেনের স্ত্রী মালতী। এরপরেও কেন বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে, প্রশ্ন শেষ করার আগেই মালতী বললেন, 'যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন ওই গেরুয়া পতাকাটাই ধরে থাকব।'

সিভিকের মৃত্যু

জটেশ্বর, ২০ জুলাই : কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় শনিবার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃতের নাম পার্থ দত্ত (৩৮)। তাঁর বাড়ি এথেলবাড়ির যোগীঝোরা এলাকায়। ময়নাতদন্তের পর রবিবার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতের বাড়িতে গিয়ে শোকজ্ঞাপন করে ফালাকাটা থানা ও জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। রাত তখন প্রায় বারোটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই পরিচিত এক তরুণের সঙ্গে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন পার্থ। চৌপথি এলাকা থেকে কিছুদূরে একটি হোটেলের সামনে গাড়ির লাইন ছিল। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁরা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও গাড়িতে ধাক্কা মারেন। গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনাটি যখন ঘটে তখন তীব্র বৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে স্থানীয়রাও দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানাতে পারছেন না।'

সহায়তা শিবির

বীরপাড়া, ২০ জুলাই : রবিবার বীরপাড়ার সারনা এসটি ক্লাবে এলাকার চা বলয়ের তরুণদের নিয়ে উত্তরবঙ্গ নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতি একটি সহায়তা শিবির করে। চা বলয়ের তরুণ প্রজন্ম মদ, কাফ সিরাপ এবং সিডেটিভ ড্রাগসের নেশার দিকে ঝুঁকছে। এই সমস্যার সমাধান এবং চা বলয়ের তরুণ প্রজন্মকে জীবনের সঠিক দিশা দেখানোর জন্যই এই শিবির বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চা বলয়ের তপশিলি উপজাতির তরুণরা সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সরকারি সাহায্য পেয়েও নেশা এবং মোবাইল আসক্তির কারণে বিপথে যাচ্ছে। সমস্যার কথা মাথায় রেখেই সহায়তা শিবিরের উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শিবরাম নায়েক। বীরপাড়া ব্লক কমিটির সম্পাদক অনিল নায়েক বলেন, 'পড়াশোনার যে কোনও বিকল্প নেই, তা আজ এলাকার তরুণদের বোঝানো হয়েছে।'

পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ মহিলা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : বাড়ির সামনে ভাড়াটিয়া দোকানদারদের অশালীন মন্তব্যের শিকার আলিপুরদুয়ারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে মাড়োয়ারিপট্টি এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিতা নাহাটা।

তাঁকে উদ্দেশ্য করে দিনের পর দিন বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ার থানায় একাধিকবার গিয়ে অভিযোগ করা হলেও তা গ্রহণ না হওয়ায় বাধ্য হয়েই জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন সঞ্চিতা।

তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ড কাউন্সিলার, পুরসভার চেয়ারম্যান ও টাউন ব্যবসায়ী সমিতি প্রত্যেকের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু কোনও সাহায্য পাননি। শেষে বাধ্য হয়ে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একের পর এক ভিডিও ও বিবরণ আপলোড করে সকলকে নিজের পরিস্থিতির কথা জানান। সঞ্চিতা বলেন, 'একজন মহিলা হয়ে এমন কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছি যে, জনসমক্ষে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

এদিকে, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে।

তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগে তিনি ব্যবসায়ী সমিতির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তদন্ত করে দেখা যায়, পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ থেকেই মূলত ভাড়াটিয়াদের সরাতে চাইছেন তিনি। তাই বারবার মিথ্যে অভিযোগ করছেন।'

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

টোটো-বাইক সংঘর্ষে জখম ২

ফেশ্যাবাড়ি, ২০ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন রাহুল হোসেন ও বিট্টু বর্মন নামে দুই তরুণ। শনিবার সন্ধ্যায় নিশিগঞ্জ-প্রেমেরডাঙ্গা রোডে টোটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা ওই দুজনকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। চোট গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর,
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ফোন: 022-22820427
আবেদন করার জন্য QR স্ক্যান করুন

স্থায়ী / চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

স্থায়ী / চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2025-26/05

ক্রমিক সংখ্যা	পোস্টের নাম	শূন্যপদ	প্রকার
1	জেনারেল ম্যানেজার (আইএস অডিট)	01	চুক্তিভিত্তিক
2	এভিপি (আইএস অডিট)	14	চুক্তিভিত্তিক
3	ডেপুটি ম্যানেজার (আইএস অডিট)	18	স্থায়ী

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্য পদের বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/careers/current-openings-এ লগ ইন করুন। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি, আবেদনের অনলাইন অর্থপ্রদানের দিকে ফি পাঠানোর আগে, বিশদে বিজ্ঞাপন পড়ে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করে নিন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)-এ গিয়ে "CONTACT US" —> "Post Your Query"-তে লিখে জানান।

- অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 11.07.2025 থেকে 31.07.2025 পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 11.07.2025
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

টুকরো খবর

চক্ষু পরীক্ষা

হাসিমারা, ২০ জুলাই : মানবাধিকার সংগঠন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস জাস্টিস কমিশন ও আলিপুরদুয়ারের একটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রবিবার মালঙ্গি চা বাগানের চিনিয়াপাড়ায় নিঃশুল্ক চোখ ও দাঁত পরীক্ষা শিবির হল। শিবিরে ১২০ জন শ্রমিক ও বাসিন্দার চোখ পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনের চোখের ছানি ধরা পড়েছে। তাঁদের আলিপুরদুয়ার লায়ন্স আই হসপিটালে অপারেশনের জন্য পাঠানো হবে।

চুরি

শামুকতলা, ২০ জুলাই : ঘরের বেড়া ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল শনিবার রাতে। কার্তিকা চা বাগান এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার বাড়িতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। চা বাগানের নয়া লাইন এলাকার বাসিন্দা অণিমা তিরকি নামে ওই মহিলা জানান, তাঁর ঘরে থাকা পাঁচ হাজার টাকা এবং একটি ছোট মোবাইল খোয়া গিয়েছে।

শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ঘাগরা গ্রামে এক বৃদ্ধর বাড়ি ভাঙচুর করে তাঁকে গ্রামছাড়া করা হয়েছিল। অভিযোগ, ওই বৃদ্ধ নাকি কালাজাদু করেন। রবিবার ওই গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রচার করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্যরা। ওই গ্রামের গজেন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ধৃত

শামুকতলা, ২০ জুলাই : একটি মারামারির ঘটনায় দুই অভিযুক্ত মামলা চলাকালীন আদালতে হাজির হচ্ছিল না। তাদের আদালত থেকে বারবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এরপরও হাজির না হওয়ায় আদালত তাদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ মোতাবেক শামুকতলা থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করল রবিবার।

ছাতা বিলি

সোনাপুর, ২০ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা আন্দুবস্তিতে মানবিক মিরা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন সংস্থার পক্ষ থেকে ছাতা বিতরণ করা হয়। বনবস্তির প্রায় ৫০ জন বাসিন্দাকে ছাতা দেওয়া হয় এদিন।

তৃষ্ণার্ত।। *মালদায় ছবিটি তুলেছেন দুর্বার সান্যাল।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক

জয়গাঁ, ২০ জুলাই : জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের মাদকের কারবার শুরু। শনিবার গভীর রাতে ছোট মেচিয়া বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাপ্পা ইসলামকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'বাপ্পাকে জেরা করলে মাদক কারবারের আরও মাথাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। মাদক বিক্রেতাদের যেন আদালত জামিন না দেয়, সেজন্য আবেদন করব।'

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে বাপ্পা মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত। তিনি আগে সিডেটিভ ড্রাগস বিক্রি করতেন। সেই কারবার চালানোর অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন তিনি। দুই মাস আগে বাপ্পা জেল থেকে ছাড়া পান। ধরা পড়ে জেল খাটার পরেও তিনি মাদকের কারবার থেকে সরে আসেননি। তবে কৌশল বদলে ফেলেছেন। আগে সিডেটিভ ড্রাগস বিক্রি করতেন। আর এখন ব্রাউন সুগার বিক্রি করেন।

কেন? পুলিশের প্রাথমিক জেরায় বাপ্পা স্বীকার করেছেন, লাভজনক ব্যবসা হওয়ার কারণেই তিনি ব্রাউন সুগার বিক্রি করতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ শনিবার ছোট মেচিয়া বস্তি এলাকায় বাপ্পার পাড়ায় অভিযান চালায়। সে সময় বাপ্পার বাড়িতে খদ্দেররা এসেছিল। যদিও কোনও খদ্দেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। অভিযানের খবর পেয়ে তারা যে যার মত এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত বাপ্পার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সোফার কুশনের নীচ থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

> বাপ্পাকে জেরা করলে মাদক কারবারের আরও মাথাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। মাদক বিক্রেতাদের যেন আদালত জামিন না দেয়, সেজন্য আবেদন করব।
>
> **প্রশান্ত দেবনাথ**
> *এসডিপিও, জয়গাঁ*

রবিবার বাপ্পাকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। জয়গাঁয় মাদক কারবারের সঙ্গে আর কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভোটের টিকিট ও দলীয় পদ দেওয়ার আগে আইপ্যাকের নজর

নেতাদের সম্পত্তি দেখে হতবাক

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : ডিসেম্বরেই বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা ঠিক হবে। অন্তত তৃণমূল সূত্রে প্রাথমিকভাবে এমনটাই জানানো হয়েছে। তার আগে সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিষয়ে গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করল আইপ্যাকের টিম। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে দলীয় পদের জন্য যোগ্য লোকও। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে এখন এমন তথ্য সংগ্রহ করছে আইপ্যাক।

সূত্রের খবর, কয়েকজন প্রার্থী পদের দাবিদারের সম্পত্তির হিসেব দেখে চোখ কপালে উঠেছে আইপ্যাক দলের। সম্পত্তির খোঁজ করতে গিয়ে একাধিক তৃণমূল নেতার জিরো থেকে হিরো হওয়ার কারণ খুঁজে পেয়েছে আইপ্যাক। সবকিছুই রিপোর্ট আকারে রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। প্রকাশের কথায়, 'আমরা দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করি। কে পদ পাবে আর কে সার্ভে করবে সব দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করে। তবে সার্ভে হওয়া ভালো। এতে সঠিক মানুষকে শীর্ষ নেতৃত্ব পদের জন্য বাছাই করতে পারবে।'

> কে পদ পাবে আর কে সার্ভে করবে সব দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করে। তবে সার্ভে হওয়া ভালো।
> **- প্রকাশ চিকবড়াইক**

জল্পনা

- ডিসেম্বরেই বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা তৈরি করতে পারে তৃণমূল
- তার আগে সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিষয়ে গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে আইপ্যাকের টিম
- কয়েকজন প্রার্থীপদের দাবিদারের সম্পত্তির হিসেব দেখে চোখ কপালে উঠেছে আইপ্যাক দলের
- যাঁরা দলের নতুন পদ পাবেন সেইসব নেতার আগের এবং এখনকার সম্পত্তির পরিমাণ দেখছে তারা
- সম্পত্তির খোঁজ করতে গিয়েই একাধিক তৃণমূল নেতার জিরো থেকে হিরো হওয়ার কারণ তারা খুঁজে পেয়েছে
- সবকিছুই রিপোর্ট আকারে রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে
- আর এই কথা শুনেই এখন জেলার নেতাদের মাথায় হাত

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের একাধিক নেতা '২৬-এ বিধানসভা ভোটের টিকিট পেতে আগ্রহী। আর তাঁদের বেশিরভাগই জেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা আসনটিতে একজন টিকিট পেলে অপরজন বিদ্রোহ করতে পারেন। এই অবস্থায় আইপ্যাক প্রার্থীপদের দাবিদার নেতাদের সম্পর্কে প্রাথমিক সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরেই কয়েকদিন ধরে আইপ্যাকের টিমের সদস্যরা জেলাজুড়ে বুথ স্তরে গিয়ে প্রার্থীপদের দাবিদারদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। এমনকি দলের জেলা ও ব্লক স্তরেও পরিবর্তন হবে। বিশেষ করে ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হবে।

আলিপুরদুয়ার বিধানসভার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের প্রার্থীপদের এক দাবিদার বলছেন, 'শুনেছি আইপ্যাকের টিম এলাকায় আমার সম্পর্কে তথ্য নিয়েছে। আমার কাছে না এলেও আমার সম্পত্তি, আমি কেমন লোক, জনসংযোগ আছে কি না এসব জিজ্ঞেস করেছে। আমার ঘনিষ্ঠ এক নেতাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি জানতে পেরেছি। দল এভাবে খোঁজখবর নেওয়ায় আমার কোনও অসুবিধা নেই।'

আইপ্যাকের টিমের তথ্যে উঠে এসেছে, ১০ বছরে জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতার অনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ রয়েছে। পদাধিকারী বেশ কয়েকজন নেতা আগে সাধারণ ব্যবসা করতেন। কয়েক বছরেই তাঁদের ব্যবসার বহর কয়েকগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন নদীর বেড, বালি ও পাথরের অবৈধ ব্যবসাও ফেঁদে বসেছেন অনেকে। কয়েকজন লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনেছেন। ভারত–ভুটান সীমান্ত ও অসম-বাংলা সীমানায় কয়েকজন নেতার অবৈধ ব্যবসাও রয়েছে। এমন কয়েকজন নেতার খোঁজ পেয়েছেন যাঁরা একাধিক জায়গায় জমি কিনেছেন। খোদ আলিপুরদুয়ার পুরসভার এক কাউন্সিলার বেনামে নিজের ওয়ার্ডেই বেশকিছু জমি কিনেছেন।

তৃণমূলের জেলা পরিষদের এক কর্মাধ্যক্ষ বলেন, 'আইপ্যাকের টিম আমার বাড়িতে এসেছিল। বিধানসভার সম্ভাব্য প্রার্থী কাকে চাই তা জানতে চান। এমনকি তারা দুই তিনটি নাম বলে তাঁদের সম্পর্কে জানতে চান। আমি সব বলেছি।'

আইপ্যাকের টিমের রিপোর্ট জমা পড়লে জেলায় দলীয় পদগুলি বণ্টন হতে শুরু করবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। ২১শে জুলাইয়ের পরেই দলীয় পদ বণ্টন হবে। সেক্ষেত্রে নতুন মুখদের পদ দেওয়া হতে পারে। বিধানসভা ভোটের প্রার্থীপদের বিষয়টি এখন স্পষ্ট না হলেও সার্ভের রিপোর্ট জমা পড়বে। ডিসেম্বরের আগে আরও একবার সার্ভে হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই আইপ্যাকের সার্ভে নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক রাখতে বক্সায় দল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : এ যেন এক আতঙ্ক। বাইরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি, তখন গোটা এলাকায় লোডশেডিং। কখনো-কখনো এমন হয় যে, টানা তিন-চারদিনেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় না। আর লো-ভোল্টেজের সমস্যা তো রয়েইছে। তখন অন্ধকারেই থাকতে হয় বক্সা পাহাড়ের ১৩টি গ্রামের বাসিন্দাদের। এটা প্রতি বছরেরই বর্ষার কাহিনী সেখানে। যদিও এবছর পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। বক্সা পাহাড়ের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। ছয়জনের ওই দল পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে থেকে পরিষেবা দিচ্ছে।

তবে তাতেও বক্সা পাহাড়ের বিদ্যুতের সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি। যেমন শনিবার রাতে পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রবিবার বিকেল পর্যন্তও সেই সমস্যা মেটেনি বলে খবর।

পাহাড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ করছেন কর্মীরা।

বক্সার বাসিন্দা জেমস ভুটিয়ার কথায়, 'বিদ্যুতের সমস্যা এই এলাকায় আর মিটল না। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।' লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের সমস্যা ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় নজরে আসছে।

তবে ঠিক কী কারণে সমস্যা পুরোপুরি মিটছে না? বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বক্সা পাহাড়ের বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মাঝ দিয়ে। জঙ্গলে গাছের ডাল তারের উপর পড়লেই সমস্যা হয়। এছাড়া পাহাড়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সায় গিয়ে পরিষেবা দেখভাল বরাবরই সমস্যার।

বিশেষ করে সান্তালাবাড়ির পর থেকে গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছানো মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ছোট গাড়ি জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত গেলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়িগুলোর সেখানে পৌঁছাতে সমস্যা হয়। সেকারণেই সান্তালাবাড়ি, বক্সাফোর্ট, লেপচাখা এবং আদমায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। ওই এলাকাগুলো থেকেই কর্মীরা বিদ্যুতের তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। বড় কোনও সমস্যা হলে আলিপুরদুয়ার অফিসে যোগাযোগ করা হয়। তখন সেখান থেকে আরও বাড়তি কর্মী পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আলিপুরদুয়ারের রিজিওনাল অফিসার পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলেন, 'প্রায় চার বছর আগে পাহাড়ে এইরকমভাবে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে বেতনের সমস্যা নিয়ে সেই কর্মীরা কাজ ছেড়েছিলেন। এবার আবার নতুন করে কর্মী দেওয়া হয়েছে। ওই দলে পাহাড়ের স্থানীয়রাও রয়েছেন। কর্মী নিয়োগ করে সফলতাও পাওয়া গিয়েছে।'

ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ। রবিবার কালীপুরে।

বৃষ্টি শুরু হতেই বাড়ল ট্র্যাক্টরের ভাড়া

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : দুই-তিন দশক আগেও বর্ষায় খুব সকালে লাঙল কাঁধে নিয়ে জমিতে যেতেন চাষিরা। গোরু দিয়ে জমি চাষ করতেন। তারপর চলত ধান রোপণ। কিন্তু ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামে বর্ষাকালের সেই ছবিটা এখন উধাও। গোরু, লাঙলের বদলে এখন ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে নিতে হয় চাষিদের।

আর এজন্য চাষি নন, এমন কিছু বাসিন্দা ট্র্যাক্টর কিনে ব্যবসাও করে চলেছেন। তবে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করার ক্ষেত্রে বিঘা হিসেবে টাকা দিতে হয় চাষিদের। কিন্তু যখন চাষের কাজের চাহিদা বেড়ে যায় তখন সহজে ট্র্যাক্টরও মেলে না। যেমনটা রবিবার দেখা গেল। তাই সুযোগ বুঝে এদিন ট্র্যাক্টরভাড়াও বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ।

চাষিরা বলছেন, আগে এক বিঘা জমিতে এক চাষে ট্র্যাক্টরভাড়া ছিল ৫০০ টাকা করে। আর এদিন হঠাৎ করেই প্রতি বিঘায় একশো টাকা বাড়ানো হয়। কিন্তু সাধারণ চাষিদের কিছুই করার নেই। কারণ, বাড়িতে আগের মতো গোরু বা লাঙল নেই। আবার, লাঙল দিয়ে তো ট্র্যাক্টরের মতো দ্রুতগতিতে চাষও হবে না। তাই বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া দিয়েই জমি চাষ করিয়ে নিচ্ছেন চাষিরা।

যদিও বেশি ভাড়া নেওয়ার কথা ট্র্যাক্টর মালিকরা অস্বীকার করেছেন।

বিপাকে কৃষকরা

- দিনকয়েক আগেও এক বিঘা জমিতে চাষ করতে ট্র্যাক্টরভাড়া পড়ত ৫০০ টাকা
- আর এদিন হঠাৎ করেই প্রতি বিঘায় একশো টাকা বাড়ানো হয়
- উপায় না থাকায় চাষিরা সেই বেশি টাকা দিয়েই জমি চাষ করিয়ে নেন
- যদিও ভাড়া বেশি নেওয়ার কথা ট্র্যাক্টর মালিকরা অস্বীকার করেছেন

এবিষয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'এমনিতেই এবার বর্ষায় ভালোভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। শনিবার রাতে বৃষ্টি হওয়ায় এদিন চাষের কাজও বেড়ে যায়। এজন্য ট্র্যাক্টরভাড়া বেশি নেওয়াটা মোটেই ঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে ট্র্যাক্টর মালিকদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

এদিন জমি চাষ করানোর জন্য ট্র্যাক্টর পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় চাষিদের। কোথাও ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা বেশি দিয়েও সঠিক সময়ে ট্র্যাক্টর পাননি চাষিরা।

কালীপুরের চাষি মানিক সরকারের কথায়, 'এর আগে দুই বিঘা জমিতে পাম্পসেট চালিয়ে ধান রোপণ করেছি। বাকি চার বিঘা জমির জন্য বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকি। এদিন জমিতে জল দেখে ভালো লাগে। কিন্তু ট্র্যাক্টর পেতে সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।' শিশাগোড়ের গণেশ বর্মন নামে আরেক চাষি বললেন, 'এদিন তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর জমিতে ট্র্যাক্টর আসে। বিঘা প্রতি ৬০০ টাকা দিতে হয়।'

চাষিরা জানিয়েছেন, এক বিঘা জমিতে এদিন দুই বার চাষের পর ধান রোপণ করা গিয়েছে। তাই প্রতি বিঘায় চাষ বাবদ খরচ লেগেছে ১১০০-১২০০ টাকা। কালীপুরের ট্র্যাক্টর মালিক ঘনশ্যাম বর্মনের বক্তব্য, 'বিঘা প্রতি চাষে কোথাও বাড়তি টাকা নেওয়া হয়নি। এদিন ট্র্যাক্টরের চাহিদা ছিল বেশি। তাই অনেকের জমিতে ট্র্যাক্টর পৌঁছোতে দেরি হয়।' আবার বলাই মণ্ডল নামে আরেক ট্র্যাক্টর মালিক বললেন, 'জমিতে চালকরা যান। তাঁরা কোথাও ৫০-১০০ টাকা বেশি নিতেও পারেন।'

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান

শালকুমারহাট, ২০ জুলাই : রবিবার প্রয়াত হলেন শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধীরেন রায় প্রামাণিক (৫৪)। গত ২৮ জুন তিনি এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। সেসবের জেরে এদিন ভোর চারটা নাগাদ প্রয়াত হন ধীরেন। তিনি সিপিএমের তিনবারের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এছাড়া ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন সিপিএম পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

বনমহোৎসব

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ জুলাই : রবিবার বনমহোৎসবের শেষ দিন আটিয়ামোচর ফরেস্ট বিটে স্থানীয় শিশু কিশোরদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তার আয়োজন করেছিল কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব। অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছাড়াও গাছ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক প্রশ্নোত্তর পর্ব, স্থানীয় শিশু কিশোরদের নিয়ে একটি ছোট পদযাত্রা ও গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের সম্পাদক অমিত চন্দ বলেন, '১৪ বছর থেকে আমরা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছি।'

প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাইস্কুলে ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৩-১৭ অগাস্ট কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে আন্তর্জাতিক নজরুলমেলার আয়োজন করা হবে। সেই অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্বের বাছাই পর্ব চলছে।

সাহায্যের আর্জি

কোচবিহার, ২০ জুলাই : মাসখানেক আগে হৃদযন্ত্রে ফুটো ধরা পড়ে গোপাল রজকের। এখন কলকাতার এক চিকিৎসকের অধীনে রয়েছেন গোপাল। অস্ত্রোপচার করলে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে পারেন ওই তরুণ। তবে অস্ত্রোপচারের জন্য আর্থিক সংগতি নেই পরিবারের। তাই সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ৭৪৭৭৮৭২৭৪৭ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করা যেতে পারে পরিবারটির সঙ্গে।

কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের উদ্বোধন অক্টোবরে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলায় অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে পাঁচটি স্টেশন। সেগুলির মধ্যে চলতি বছর অক্টোবর মাসে উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শুধুমাত্র কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের। সেটির উদ্বোধন করতে পারেন খোদ প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রক সূত্রে এমনটাই খবর। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারেরই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, হাসিমারা স্টেশনে এখনও কাজ অনেকটাই বাকি। কাজ শেষ হতে দেরি হওয়ার কারণ কী? জানা গিয়েছে, পুরোনো স্টেশন ভেঙে নতুনের আদল দেওয়ার পাশাপাশি পরিষেবা চালু রাখার জন্য এই বিলম্ব।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১৫টি স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। এই তালিকায় আলিপুরদুয়ার জেলার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সহ ফালাকাটা, হাসিমারা, কামাখ্যাগুড়ি, দলগাঁও স্টেশন রয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, নিউ মাল জংশন, দিনহাটা স্টেশন ছাড়াও অসমের ধুবড়ি, ফকিরাগ্রাম, কোকড়াঝাড়, গোঁসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর স্টেশনেও কাজ হচ্ছে। এর মধ্যে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, অসমের গৌরীপুর এবং ধুবড়ি স্টেশনগুলি তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যেই উদ্বোধনের ভাবনা রয়েছে রেলের।

কী কী কাজ হচ্ছে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে? প্ল্যাটফর্মের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি ছাউনি দেওয়ার কাজ চলছে। চওড়া ফুটব্রিজ তৈরি শেষের দিকে। বসানো হচ্ছে দুটি লিফটও। এছাড়া, স্টেশনের সীমানা এবং পরিধি বাড়ানোরও কথা রয়েছে। প্রশস্ত করা হচ্ছে স্টেশনে ঢোকা এবং বেরোনোর রাস্তাটি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য আসবাবপত্র সহ আধুনিক ও উন্নত বিশ্রামাগার তৈরি হচ্ছে। স্টেশনটি উদ্বোধন হলে মিলবে ওয়াই-ফাইয়ের পরিষেবাও।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে চলছে কাজ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন অক্টোবর মাসেই উদ্বোধনের টার্গেট রয়েছে। এছাড়া, একাধিক স্টেশন প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হতে পারে। সেজন্য জোরকদমে কাজ চলছে। স্টেশনগুলিতে এয়ারপোর্টের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা পাবেন যাত্রীরা।'

যেসব স্টেশনের পুরোনো ভবন ভেঙে নতুন করে অমৃত ভারত স্টেশন তৈরি হচ্ছে, সেই স্টেশনগুলি তৈরিতে বেশি সময় লাগছে। বিশেষ করে ট্রেন পরিষেবা সহ যাবতীয় অফিশিয়াল কাজকর্ম চালু রাখার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন তৈরির কাজ চলায় এই দেরি হচ্ছে বলে সাফাই রেলকর্তাদের। এই তালিকায় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, নিউ কোচবিহার, হাসিমারা ও নিউ মাল জংশনের মতো বড় স্টেশনগুলি রয়েছে।

নিউ কোচবিহার স্টেশন অবশ্য বিশ্বমানের স্টেশন তৈরি হবে। প্রথম ধাপে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পরবর্তী ধাপের কাজের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে রেল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

যেসব স্টেশনের ওপর অনেক বেশি যাত্রী নির্ভরশীল, সেই স্টেশনগুলিকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের তালিকায় রাখা হয়েছে। সেই হিসেবে কোকরাঝাড় এবং নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের মাঝের কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনটির গুরুত্বও অনেক। কৃষিপণ্য পরিবহণের পাশাপাশি বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও আশপাশের এলাকার অনেকে এই স্টেশনের ওপর নির্ভর করে থাকেন। অক্টোবরে 'নতুন' স্টেশন উদ্বোধনের দিন গুনছেন কামাখ্যাগুড়িবাসী।

কৃষিজমি গিলছে শুক্লাইঝোরা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২০ জুলাই : এক-দুই বছর নয়, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শুক্লাইঝোরার ভাঙন চলছে ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথ এলাকায়। বর্তমানে বিশেষ করে ভাঙনকবলিত সরুগাঁও চা বাগান লাগোয়া প্রায় ২০ বিঘা কৃষিজমি ঝোরায় মিশে যেতে বসেছে। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না দেখে ব্যাপক ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। তাঁদের আশঙ্কা দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আরও কৃষিজমি ভাঙনের কবলে পড়তে পারে। এনিয়ে জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মুক্তা দত্ত বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

শুক্লাইঝোরার ভাঙনে শুধু কৃষিজমিই নষ্ট হয়নি, একটি সেতু এবং শান্তিলাইন-বারবাক বাইপাস রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। সেই ভাঙা রাস্তা দিয়ে আর কেউ চলাচল করেন না। ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, দ্রুত ব্যবস্থা নিলে ভাঙনকবলিত এলাকা বাদ দিয়ে ৩০ বিঘা তিনফসলি কৃষিজমি রক্ষা করা সম্ভব হবে। ২৬ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা পূষনী মুর্মু বলেন, 'বহুবার ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি দেখতে বলেছিলাম। কাজ হবে বলে আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু কোনও কাজ হল না। কৃষিজমি ভেঙেই চলেছে।'

বিনা বাধায় পাড় ভাঙছে শুক্লাইঝোরার।

স্থানীয় কৃষক লোরে ওরাওঁয়ের প্রায় পাঁচ বিঘা কৃষিজমি ঝোরার ভাঙনের কবলে পড়েছে। তিনি বলেন, 'ভাঙনকবলিত জমিতে চাষাবাদ করতে পারি না। চাষের কাজের বদলে শ্রমিকের কাজ করতে হয়।' ক্ষোভের সুরে আরেক কৃষক মন্টু ওরাওঁয়ের মন্তব্য, 'চোখের সামনে আমাদের কৃষিজমি ঝোরায় তলিয়ে যাচ্ছে। বহুবার আমরা ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। কোনও কাজই হয়নি। বাকি জমিও এখন তলিয়ে যাওয়ার মুখে। আমরা চাই ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

স্থানীয়রা জানালেন, ২৫ বছর আগে সরুগাঁও চা বাগান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথের শেষপ্রান্তে সামান্য একটু ভাঙনের সূচনা হয়। সেই ভাঙনের জল গিয়ে সরুগাঁও চা বাগানের নালায় মিশে যায়। বর্ষাকালে নালার জলনিকাশিতে সমস্যার কারণে চা বাগানের ওই এলাকায় সেতু তৈরি করা হয়। সেতু তৈরির এক বছর পরেই আচমকা জলের স্রোত বাড়তে থাকে। এলাকাটি নীচু হওয়ায় গোটা এলাকার জল ওই নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়। সারাবছর ধরে এভাবে জল বের হতে হতে এলাকার মাটি নরম হয়ে যায়। ফলে এলাকার বাকি জমিগুলিও ভাঙতে থাকে।

তদন্তে পুলিশ

কলকাতা শহরে একাধিক জায়গায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতার মতো সামাজিক প্রকল্পের জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। তার তদন্তে নামল পুলিশ ও পুরসভা।

ফোন উদ্ধার

রবিবার সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে এক যাত্রীর মোবাইল ফোন খোয়া যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে অভিযোগ জানান। আরপিএফ ওই ফোনটি উদ্ধার করে।

ভারী বৃষ্টি

সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে। ঘূর্ণাবর্তের কারণে বৃষ্টি বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

নদে মৃতদেহ

রবিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদ থেকে ৬২ বছরের এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল। কোনওভাবে জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের।

ভোট-প্রস্তুতির সভা

বাইরে থেকে আসা কর্মীদের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। -রাজীব মণ্ডল

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঘোচানোর বার্তার আশায় কর্মীরা

কলকাতা, ২০ জুলাই : একুশে জুলাই উত্তরবঙ্গ পাখির চোখ তৃণমূলের। উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও জলপাইগুড়ি সহ চা বলয়ে ও রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় ব্লক ভিত্তিক সংগঠনকে আরও মজবুত করার অঙ্গীকার নিচ্ছে তৃণমূল। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এটাই মূল অস্ত্র হবে বলে মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে থাকা কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মত, 'তৃণমূল সুপ্রিমোর কড়া বার্তাতেই উত্তরে ঘুচতে পারে সবুজ শিবিরের সংকট।' আবার কিছু অংশের বক্তব্য, 'বিজেপি নয়, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ব্যাপক হারে জিতবে।' কোচবিহারের উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মমতা শহিদ মঞ্চে বার্তা দেবেন বাঙালি অস্মিতা রক্ষার।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনীত থাপার দলের সদস্যদের হাজির হওয়ার সম্ভাবনা একুশের মঞ্চে। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে গত বছরই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা ও কংগ্রেসের প্রাক্তন তাবড় নেতা শংকর মালাকারকে রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ঘোষণা এক্ষেত্রে বড় দান দলের। তাঁর নিজের প্রথম একুশে শংকরের আশা, তৃণমূলনেত্রী উত্তরের রণনীতি শেখাবেন শহিদ মঞ্চে। মালদার ইংরেজ বাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর আক্ষেপ, শারীরিক অসুস্থতার দরুন এই প্রথম শহিদ সমাবেশে যুক্ত হতে পারবেন না তিনি। কোচবিহারের পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, 'উত্তরবঙ্গ নিয়ে যে রণনীতি মুখ্যমন্ত্রী বেঁধে দেবেন, সেই রাস্তাতেই নির্বাচনের লড়াইয়ের পথ বেছে নেবে দল।'

গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে মালদা ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবারই সেখানে যান খোদ দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেন্ট্রাল পার্কে উত্তরবঙ্গের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে রবিবার কথা বলতে গেলে কোচবিহার থেকে আসা জ্যোৎস্না রায় বলেন, 'দিদিকে দেখতেই আসা।' আলিপুরদুয়ারের গোপাল গড়াইয়ের মত, 'লোকসভায় তৃণমূল সেভাবে জায়গা করতে পারেনি শুধুই কিছু ভুল পদক্ষেপের কারণে। সেখানে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে বিরোধের প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। আমরা চাই এবারে উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বকে দিদি কড়া বার্তা দিন, যাতে বিধানসভার ফল ভালো হয়।'

ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে কৌশল রচনা আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডে 'অভয়া'র মৃত্যুর রেশ জনমানসে ফিকে হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে তাকে ছাপিয়ে সামনে এসেছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও দুর্নীতি মামলা। যা নিয়ে চরম অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার ও শাসকদল তৃণমূল। বছর গড়ালে আট-দশ মাস পরেই বিধানসভা ভোট। তার আগে চাকরি বাতিল ও নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যু যাতে সরকার ও দলের ওপর চেপে না বসে তারই পালটা প্রচারের মঞ্চ হিসেবে শাসকদল তৃণমূলের সোমবার শহিদ সমাবেশকে উচ্চগ্রামে কাজে লাগাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে আবার অনেক দিন পর 'সারথি' হিসেবে সক্রিয় হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার ফাঁকে। ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এই প্রচারে আওয়াজ তুলতে ইতিমধ্যেই 'ওয়ার্ম আপ' শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে জাতীয়স্তরেও এই কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন বিরোধী প্রচার উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে অভিষেকও আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছেন। একদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী নেতাদের দমনের চেষ্টা। অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই দুই অভিযোগেই সরব হয়েছেন অভিষেক। যার রেশ নিশ্চিত পড়বে অভিষেকের সোমবার দলের শহিদ সমাবেশের ভাষণে।

রবিবার তৃণমূল সূত্রের খবর, শহিদ সমাবেশে কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে শাসকদল তৃণমূলের আক্রমণ হবে 'দ্বিমুখী'। একদিকে আক্রমণ শানাবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের আগে কেন্দ্র বিরোধী আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াবেন অভিষেক। ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে দলনেত্রীর সেদিনের আন্দোলনকে মনে করিয়ে দিয়ে এখনকার ভোটার তালিকা সংশোধনের জনবিরোধী প্রচেষ্টাকে সামনে আনতে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক গর্জে উঠবেন। কেন্দ্র ও বিজেপি বিরোধী এই প্রচারকে বিধানসভা ভোটের আগে উচ্চাঙ্গে তুলে নিয়ে যেতে শাসকদলের করণীয় কী হবে তা আগামী দিনের জন্য রুটিনের বাঁধা ছকে ফেলতে চান তিনি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, শহিদ সমাবেশ মঞ্চে দলের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদের জন্য বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৮ অগাস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ছাত্রদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরে সম্প্রতি গত কয়েক মাসে ছাত্র ভোট ও ক্যাম্পাস রাজনীতি সংবাদ শিরোনামে এসেছে বেশ কয়েকটি ঘটনায়। এই নিয়ে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

রবিবার দলের খবর, অন্যান্য অনেক ইস্যুর মতো এই বিষয়েও সোমবার মুখ খুলবেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলার পাশাপাশি দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে তারও বিস্তারিত বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

একাকী অনুব্রত

কলকাতা, ২০ জুলাই : বর্তমানে দলে যথেষ্ট কোণঠাসা অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূম জেলা সভাপতি পদে তাঁকে ফেরত আনা হয়নি বটে, তবে একুশের প্রস্তুতিতে আসতে ভুললেন না কেষ্ট। রবিবার বিকালে সভার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ধর্মতলায় হাজির হলেন তিনি। তবে নজর কাড়ল তাঁর একাকিত্ব। দলের অন্যান্য নেতাকে আসতে দেখা গেল না তাঁর পাশে।

ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। রবিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

রসনা তৃপ্তিতে ১৬ লক্ষ ডিম

কলকাতা, ২০ জুলাই : শহিদ তর্পণে আসা তৃণমূল কর্মীদের রসনা তৃপ্তির জন্য দু'দিনে ১৬ লক্ষ ডিম কিনেছে দল। কেনা হয়েছে ৫৫ কুইন্টাল ডাল, ৪৪০ কুইন্টাল চাল এবং সঙ্গে আলু ও সবজি। এই হিসেব শুধুমাত্র রবিবার বিকাল পর্যন্ত। সোমবার সমাবেশে যাওয়ার আগে কর্মীদের দেওয়া হবে খিচুড়ির প্যাকেট। তার জন্য প্রয়োজনীয় চাল ও ডাল কিনতে বিভিন্ন শিবিরের দায়িত্বে থাকা নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সাধারণত রবিবার কলকাতার পোস্তা বাজার বন্ধ থাকলেও শুধুমাত্র তৃণমূলের এই মহা আয়োজনের জন্য সেখান থেকেই এদিন রাতে চাল ও ডাল পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার থেকেই উত্তরবঙ্গের নেতা-কর্মীরা কলকাতায় আসতে শুরু করেছেন। সেদিন থেকেই চলছে দেদার খাওয়াদাওয়া। আর তাতেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বাজারগুলিতে পড়েছে ডিমের আকাল।

৫৫ কুইন্টাল ডাল, ৪৪০ কুইন্টাল চাল

যদিও ডিম আকালের কথা মানতে চাননি পশ্চিমবঙ্গ পোলট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মদনমোহন মাইতি। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন কলকাতায় দেড় কোটি ও রাজ্যে সাড়ে ৪ কোটি ডিম দরকার হয়। কিন্তু এখন উত্তর ভারতে শ্রাবণ মাসের কারণে ৬ কোটি ডিম প্রতিদিন উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তাই সেই ডিমের বেশ কিছুটা আমাদের রাজ্যে আসছে। সেক্ষেত্রে সমস্যা খুব বেশি হচ্ছে না। ডিম পর্যাপ্ত আছে।'

শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আসা তৃণমূল কর্মীদের জন্য মেনুতে ছিল ভাত, সবজি দিয়ে ডাল এবং আলু-ডিমের ঝোল। শনিবার রাতে কয়েকটি ক্যাম্পে চিকেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। উত্তর হাওড়ার চারটি ধর্মশালা বুক করেছে তৃণমূল। দায়িত্বে রয়েছেন হাওড়া (শহর) তৃণমূলের সভাপতি তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'শনিবার থেকে আমাদের এখানে লোক এসেছে। আমরা ডিম-ভাত খাইয়েছি। রসনায় ভিন্নতা আনতে চিকেনের ব্যবস্থাও করেছিলাম। সোমবার সকালেই কর্মীরা ধর্মতলার উদ্দেশে রওনা দেবেন। তাই তাঁদের পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনস, গাজর, ফুলকপি দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করে প্যাকেট করে দেওয়া হবে। তাঁরা সমাবেশে যাওয়ার আগেই ওই প্যাকেট পেয়ে যাবেন। সময় মতো খেয়ে নিতে পারবেন। এতে তাঁদের সময়ও নষ্ট হবে না।'

শহিদ তর্পণ, নাকি ভূরিভোজ? প্রশ্ন করতেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'দূর জেলার যে কর্মীরা আসছেন, তাঁরা আমাদের অতিথি। বাড়িতে শোকের সময়ও কোনও আত্মীয় এলে তাঁদের সামান্য খাবারের ব্যবস্থা গৃহকর্তা করেন। আমরাও সামান্য ডিম-ভাত খাওয়াচ্ছি। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?'

৬০০ ফুটের মঞ্চ, ১৫টি জায়েন্ট স্ক্রিন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জুলাই : রুট বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যান চলাচলের। আদালতের নির্দেশ মেনে এবার মিছিলের রুটও স্পষ্ট করল কলকাতা পুলিশ। শ্যামবাজার থেকে আসা মিছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও এসএন ব্যানার্জি রোড হয়ে পৌঁছোবে ধর্মতলায়। শিয়ালদা থেকে আসা মিছিল এসএন ব্যানার্জি ও ডোরিনা ক্রসিং হয়ে আসবে শহিদ মঞ্চে। রবিবার সেজে উঠেছে ধর্মতলা। মঞ্চের সামনেই হলুদ জামায় হাজির দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজমাধ্যম কমিউনিটি। সোমবার বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও মঞ্চ খোলা রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছে সবুজ শিবির। মূল মঞ্চটিতে ব্যবস্থা রয়েছে ৬০০ জনের। মঞ্চের দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট ও প্রস্থ ৪২ ফুট।

পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড চত্বর জুড়ে বসছে ১৫টি জায়েন্ট স্ক্রিন। সমাবেশ শান্তিপূর্ণ করতে রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াডের পাশাপাশি হাজার জন স্বেচ্ছাসেবক থাকছেন। কোথাও বাজছে ঢাক, কোথাও আবার চলছে দেশাত্মবোধক গান। সেন্ট্রাল পার্ক, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম ও ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র সহ ক্যাম্পগুলির পাশাপাশি ধর্মতলা চত্বরে পসরা সাজিয়ে বসে গিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কম দামে জামাকাপড়, সাজসজ্জার সামগ্রী সহ প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন ভিন জেলার বাসিন্দারা। সেন্ট্রাল পার্কের ক্যাম্প এদিন খতিয়ে দেখলেন তৃণমূল যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী সুজিত বসু। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পাশাপাশি সেন্ট্রাল পার্কের হ্যাঙ্গারগুলি খতিয়ে দেখলেন খোদ দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শহিদ সমাবেশ জলমুক্ত রাখতে সংলগ্ন ১০টি ওয়াটার পকেটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহম্মদ আলি পার্ক, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, এমজি রোড, গিরীশ পার্ক, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও চাঁদনি মেট্রো স্টেশন এলাকায় মজুত থাকছে জল নিষ্কাশনের মেশিন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এদিন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে পাশে নিয়ে ধর্মতলার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

একুশের সমাবেশে নিরাপত্তার এই বজ্রআঁটুনির মাঝেই রায়গঞ্জ থেকে সাইকেলে করে একুশের সমাবেশে যোগদান করেছেন চার কর্মী-সমর্থক। জয়নগর ও বাঁকুড়া থেকে সাইকেলের ওপর ভরসা করেই সমাবেশে যোগদান করছেন বহু কর্মীরা।

দিলীপের সভায় শমীকের অনুমোদন

অরূপ দত্ত ও স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জুলাই : তৃণমূলের একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিনেই খড়্গপুরে বিজেপির শহিদ তর্পণ করবেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপের এই কর্মসূচিকে রবিবার দলের কর্মসূচি বলেই অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন দিলীপ। তাঁর দাবি, তাঁকে দলের কাজে লেগে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন নাড্ডা।

একুশে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের দিনে, বড় চমক দেখাবেন বলে নিজেই জানিয়েছিলেন দিলীপ। তাঁর সেই মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হচ্ছিল, তাঁকে দলে কোণঠাসা করার জবাব দিতে, তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন দিলীপ। যদিও সেই জল্পনাকে উড়িয়ে পালটা শহিদ দিবসের কর্মসূচির কথাই জানিয়েছিলেন দিলীপ।

সোমবার খড়্গপুরের ১৮ নং ওয়ার্ডের কেদারনাথ মন্দির সংলগ্ন গিরি ময়দানে দিলীপের শহিদ তর্পণ কর্মসূচি। যদিও এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা দিলীপ নিজে নন। জেলা বিজেপি এর উদ্যোক্তা। দিলীপকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তৃণমূলের শহিদ দিবসের দিনেই কেন এই কর্মসূচি সেই প্রশ্নের জবাবে এদিন দিলীপ বলেছেন পুলিশের গুলিতে ৬ কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুকে স্মরণ করে যদি তৃণমূল শহিদ দিবস চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে ২০১৬ থেকে যে আড়াইশো বেশি বিজেপি কর্মী তৃণমূলের হাতে খুন হল তাদের জন্য শহিদ তর্পণ কেন করব না? শহিদ তর্পণের দিনে দিলীপের হাত ধরে খড়্গপুর তৃণমূলের নেতা-কর্মীরও বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

বকলমে দিলীপের এই কর্মসূচি শেষপর্যন্ত দল অনুমোদন করবে কি না তা নিয়ে একসময় সংশয় দেখা দেয়। যদিও এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একে দলীয় কর্মসূচি বলেই জানিয়েছেন। শমীকের কথায়, 'উনি পার্টির জেলা সভাপতিকে নিয়েই কাজ করছেন জেলা পার্টি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ফলে দলের অনুমোদন তো রয়েছেই।' সদ্যসমাপ্ত দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় দলটাকে আমন্ত্রণ না জানানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন দিলীপ। সূত্রের খবর, বারবার দলীয় নেতৃত্ব তাঁকে অসম্মান করছে বাধা দিচ্ছে বলে নাড্ডার কাছে অভিযোগ দিলীপের। যদিও প্রকাশ্যে দিলীপ জানান, তিনি কখনোই কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। এটা তাঁর ধাতে নেই।' নাড্ডার সঙ্গে দেখা করার পর দিলীপ দাবি করেছিলেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাতে সম্মানজনক দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছেন তবে আপাতত তাঁকে দলের কাজেই লেগে থাকতে বলেছেন নাড্ডা। সেদিক দিয়ে খড়্গপুরে দিলীপের শহিদ তর্পণে রাজ্য সভাপতির সমর্থনে দিলীপের দাবিই সঠিক বলে প্রমাণ হল।

রেলমন্ত্রীর সাক্ষাতে কাল দিল্লিতে শুভেন্দু

কলকাতা, ২০ জুলাই : উত্তরকন্যা অভিযানে শুভেন্দু অধিকারী সঙ্গে থাকছেন না রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সোমবারই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। সেই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যেই এদিন দিল্লি গেলেন শমিক। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও একই কারণে দিল্লি যেতে হবে। সেই বিচারে সোমবার কলকাতায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের মেগা শোর পাল্টা শুভেন্দুর উত্তরকন্যা অভিযানে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে পারল না বলে মনে করছে দলের একাংশ।

যদিও শুভেন্দু অনুগামীদের দাবি, উত্তরকন্যা অভিযানের মূল ইস্যু কন্যা সুরক্ষা। কসবা কাণ্ডের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জেলায় জেলায় শুভেন্দু অধিকারী যে কন্যা সুরক্ষা যাত্রা করছেন এটি তারই অঙ্গ। সেদিক থেকে এই কর্মসূচি মূলত শুভেন্দুর। সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানের কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চা। রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁও ওই কর্মসূচিতে অধিকারীর পাশেই থাকবেন। তবে, বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন বলেন, কন্যা সুরক্ষা যাত্রা হলেও উত্তরকন্যা অভিযান অবশ্যই উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা এবং উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে বিজেপির অঙ্গীকার।' শংকরের দাবি অনুযায়ী সেই দিক থেকে এই দলের রাজ্য নেতৃত্বের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির ধার ও ভার আরও বাড়ানো উচিত ছিল। শমীক বলেছেন, সংসদ চালু থাকলে সাংসদদের পার্লামেন্টে উপস্থিতি সবার আগে। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সাংসদদের এই নির্দেশ দিয়েছেন।'

উত্তরকন্যা অভিযানে নেই রাজ্য সভাপতি

এদিকে উত্তরকন্যা অভিযান সেরেই দিল্লি যাচ্ছেন শুভেন্দু। আগামী ৯ ই আগস্ট আর জি করের অভয়ার বাবা মার ডাকে যে নবান্ন অভিযান রয়েছে সেই কর্মসূচি সফল করতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে বিশেষ ট্রেন চালানোর আর্জি জানাবেন শুভেন্দু।

শীঘ্রই জেলা সফরে মমতা, গুরুত্ব উত্তরে

কলকাতা, ২০ জুলাই : চলতি সপ্তাহেই জেলা সফরের প্রস্তুতি আবার শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের শহিদ সমাবেশ মঞ্চে নেতা-কর্মীদের প্রতি তাঁর বার্তার রেশ টেনে ধরতে জেলা সফরকে গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের জনসভার কাজও শুরু করে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বছরের শুরুতে বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে দলের পক্ষে প্রচারের জমি আগাম দখলে রাখতে চান। রবিবার দলে তাঁর ঘনিষ্ঠ দু-তিন জন শীর্ষ নেতাকে তাঁর জেলা সফরের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের ওই সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর আগামী জেলা সফরে সংশ্লিষ্ট জেলায় দলকে তৈরি রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো তাঁর জেলা সফরের আগাম খসড়া কর্মসূচি তৈরি করতে নবান্নে তাঁর সচিবালয়ে তৎপরতাও শুরু হয়েছে।

এবারও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জেলা সফরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলা সফরে গিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকের সঙ্গে দলের হয়ে সমাবেশেও হাজির থাকবেন তিনি। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি তৈরি করার তৎপরতা শুরু হয়েছে জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রেও।

জানা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এই আভাস দিয়েছেন, রাজ্যে বিধানসভার ভোট পর্যন্ত তাঁর জেলাসফর কর্মসূচি চালিয়ে যেতে চান। সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কর্মসূচির 'মনিটরিং' রাখতে জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক বৈঠক চালিয়ে যেতে চান তিনি। সোমবার দলের শহিদ সমাবেশের পর দলের কিছু জেলা নেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই জেলা সফর নিয়েও কথা বলতে পারেন। নেতাদের কাছে জেলার 'ফিডব্যাক'ও মুখ্যমন্ত্রী পেতে পারেন। বিশেষ করে এবারও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজর রয়েছে উত্তরবঙ্গের ওপর। সেখানের নেতাদের সঙ্গে সোমবার তাঁর কথা হলে সবটাই মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় থাকবে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছে। সমাবেশ থেকে ফিরে গিয়ে তাঁদের করণীয় কী হবে সুনির্দিষ্টভাবে তার নির্দেশও তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন বলে খবর।

আজ সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন চাকরিহারারা

কলকাতা, ২০ জুলাই : চলতি বছরের একুশে জুলাই চাকরিহারাদের কাছেও এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার স্কুল সার্ভিস কমিশন ইস্যুতে জোড়া মামলার শুনানি হওয়ার কথা। এসএসসির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসএসসি সংক্রান্ত মন্তব্য ঘিরে 'আদালত অবমাননা' বিষয়ক মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা এদিন। এরই মধ্যে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ' একুশেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংকটে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করবে তারা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ অন্যান্য সাংসদের হাতেও তুলে দেওয়া হবে দাবিপত্র। একুশে জুলাইয়ের আগেই চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বার্তা, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে তাঁদের চাকরি বাতিল সম্পূর্ণ 'অসাংবিধানিক'। সোমবার মিছিল করে এসে শিয়ালদা, হাওড়া ও মালদা সহ একাধিক স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠবেন চাকরিহারারা। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সংসদের অধিবেশন চলাকালীন স্পিকারের কাছে দাবিপত্র তুলে দেবেন তাঁরা। দিল্লির সিভিল সোসাইটির শিক্ষক-অধ্যাপকদের নিয়ে গণকনভেনশনের পাশাপাশি লিফলেট বিলি ও পোস্টার প্রদর্শন কর্মসূচিও রয়েছে।

সুবিচার চাইবে কংগ্রেসও

কলকাতা, ২০ জুলাই : চলতি বছর শহিদ দিবসের কর্মসূচি ভিন্ন রকমভাবে পালন করতে চলেছে কংগ্রেস। সাম্প্রতিক সময়ে কালীগঞ্জের ঘটনা ও আরজি করের ধর্ষণ কাণ্ডে সুবিচারের দাবি হয়ে উঠতে চলেছে কংগ্রেসের মূল অ্যাজেন্ডা। তাতে বক্তা হিসেবে থাকছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। ১৯৯৩ সালের ঘটনাকে সামনে রেখে যখন বিরোধিতার সুর চড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন বর্তমান শাসকদলের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে কংগ্রেস। নদিয়ার কালীগঞ্জে অধীররঞ্জন চৌধুরীর উপস্থিতিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। তাতে মূলত এই ঘটনাগুলির বিচারের দাবি করবেন তাঁরা।

১৯৯৩ সালে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় আজও ২১ জুলাই পালন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকে বিধানভবনের অন্দরেই। ওই সময় পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যু হয়েছিল ঠিকই, তবে বর্তমান শাসক দলের আমলে চলতি ঘটনাগুলিতেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আরজি কর কাণ্ডের এক বছর হতে চলেছে। এখনও আদালতে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা চলছে। কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের পরে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল নাবালিকার। এই ঘটনাগুলিকে ইস্যু করে তৃণমূল ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইছে কংগ্রেস। পুলিশ প্রথমে অনুমতি না দিলেও আদালতের নির্দেশে পলাশিতে কর্মসূচি করছে তারা।

শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে বিধানভবনেও সোমবার কর্মসূচি রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের। তাতে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব, যুব নেতৃত্বের থাকার কথা রয়েছে। তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বর্তমানে কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছেন।

নেই ওষুধ, ক্ষোভ রোগীদের

কলকাতা, ২০ জুলাই : বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বড় বড় করে বোর্ড লাগিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধ ও খাবার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এর জন্য কোনও রোগীর আত্মীয় কোনওরূপ অর্থ কাউকে দেবেন না।' কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বেশ কিছু জরুরি ওষুধ ও স্যালাইন পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ নেই। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের অন্তর্গত বাঙ্গুর ইনস্টিটিটিউট অফ নিউরোলজি বিভাগে যেমন স্নায়ুরোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি জেলা হাসপাতালেগুলিতেও অধিকাংশ সময় খুব সাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধ মেলে না। ওই ওষুধগুলি বাইরে থেকে রোগীর আত্মীয়দের কিনে নিয়ে আসতে হয়।

ধৃতদের পাটনায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ

কলকাতা, ২০ জুলাই : পাটনার হাসপাতালে বিচারাধীন বন্দি চন্দন মিশ্রকে শুটআউটের ঘটনায় ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে বিহারে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনায় আনন্দপুরের একটি গেস্ট হাউস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মূল অভিযুক্ত তৌসিফ খান ওরফে বাদশা, নিশু খান সহ চারজনকে। পাটনার ঘটনায় কলকাতা থেকে গ্রেপ্তারিতে স্বভাবতই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে দুষ্কৃতীরা এখানে আশ্রয় নিল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিহার পুলিশের দাবি, নিশুর বাড়িতে বসেই খুনের ছক কষা হয়েছিল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে নিশু। তার দাবি, শুটআউটের সময় সে হাসপাতালে ছিল না। চিকিৎসার জন্য দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। তাই প্রথমে কলকাতায় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারপর পার্কস্ট্রিট ও পরে নিউটাউনের সাপুরজিতে যায়। পার্কস্ট্রিটে হোটেল না পেয়ে আনন্দপুরের ওই গেস্টহাউসে ওঠে সে। বেশ কয়েক বছর আগে মেরুদণ্ডে গুলি লেগে বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে সে। তবে এখানে এসে তাকে বিপাকে পড়তে হল বলে দাবি করেছে সে।

পুলিশ জানতে পেরেছে, পুরুলিয়ার জেলে বন্দি শেরু খানের নির্দেশেই মূল অভিযুক্ত তৌসিফ এই খুনের সুপারিশ নেয়। তার ভাই নিশু এদিন দাবি করে, তৌসিফ ও শেরুর আলাপ হয়েছিল বেয়ুর জেলে। শেরুর আর্থিক সাহায্যে তৌসিফ জামিন পায়। জেল থেকে বেরোনোর পরও দুজনের সম্পর্ক ছিল। তৌসিফ গ্যাংয়ের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। এই মহিলাকে নিয়েই এখন জল্পনা ছড়িয়েছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৪ সংখ্যা, সোমবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩২

একুশে'র তাৎপর্য

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শেষ শহিদ সমাবেশ এবার আরও একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৬ থেকে সভাস্থল ধর্মতলা থেকে সরিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড বা শহিদ মিনার ময়দান বা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হাইকোর্টের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের অবস্থান কী হতে পারে, তা বেশ চর্চায় রয়েছে। কেননা, হাইকোর্টের রায়ে বেশ ফাঁপরে পড়েছে তৃণমূল।

আইনজীবীদের একটি সংগঠনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এবারও ওই সভার জন্য বেশকিছু বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছে। যেমন, সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মিছিল নয়। ওই সময় কোনও মিছিল ধর্মতলার দিকে যেতে পারবে না। সেইসঙ্গে নজর রাখতে হবে যেন হাইকোর্ট যাওয়ার রাস্তায়, সভাস্থল থেকে পাঁচ কিমি ব্যাসার্ধের এলাকায় ও পুরো মধ্য কলকাতায় যানজট না হয়।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই সচিত্র পরিচয়পত্র চালুর দাবিতে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মিছিলে জ্যোতি বসু সরকারের পুলিশের গুলিতে তেরোজন নিহত হওয়ার পর থেকে দিনটি শহিদ স্মরণে পালিত হয়। খাতায়-কলমে যে আন্দোলন ছিল কংগ্রেসের, ঘটনাচক্রে সেই শহিদ দিবস এখন তৃণমূলের বৃহত্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাভাষীর কাছে যেমন মাতৃভাষা দিবস, তেমনি ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে শহিদ দিবস। বহু বছর ধরে এই দিনটিতে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ স্মরণ করে আসছেন মমতা। একমাত্র ২০১১ সালে তৃণমূল এই সমাবেশ করেছিল ব্রিগেডে। প্রতি বছরই একুশে জুলাই সারাদেশ এবং মিডিয়ার নজর থাকে কলকাতায় মমতার অনুষ্ঠানের দিকে।

নানা কারণে এবারের একুশের গুরুত্ব আরও বেশি। আর কয়েক মাস পরে বিধানসভা নির্বাচন বলে এবারের সমাবেশে রেকর্ড জনসমাগমে শক্তি দেখাতে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই লক্ষ্যে গত দু'মাস ধরে রাজ্য নেতারা কলকাতা ও জেলায় জেলায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর সামনে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো বটেই।

কেননা, গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে গোরু পাচার, কয়লা পাচার, অবৈধ বালি-পাথর খাদান, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতি ইত্যাদিতে জন অসন্তোষ বাড়ছিল। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন, কসবায় ছাত্রীকে ধর্ষণ, প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল, এসএসসি'র নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আইনি জটিলতায় সেই ক্ষোভ আরও বাড়ায় বিড়ম্বনায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর মাথাব্যথার আরও একটি কারণ, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে অনুশাসনের অভাব দগদগে ক্ষতের মতো বাড়ছে। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণে তিন মূল অভিযুক্তই তৃণমূল কর্মী। দলের কর্মীদের দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এইসব প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যাবেন ধরে নেওয়া যায়।

তবে মমতার হাতে বড় অস্ত্রটি তুলে দিয়েছে বিজেপিই। বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের মারধর, হেনস্তার প্রতিবাদে দিনকয়েক আগে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পদযাত্রা করেছিলেন মমতা ও অভিষেক। আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাঙালি অস্মিতাকে যে মমতা হাতিয়ার করতে চাইছেন, ইতিমধ্যে জলের মতো পরিষ্কার। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এবারের ভাষণে যে এই বিষয়টিকে মুখ্যমন্ত্রী অগ্রাধিকার দেবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু বিজেপি শাসিত দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ওডিশা, ছত্তিশগড়ে নয়, ডিএমকে শাসিত তামিলনাড়ুতেও বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধরের খবর আসছে। বিষয়টি নিয়ে বেশি হইচই করলে তাই 'ইন্ডিয়া' জোটে অস্বস্তি হতে পারে। ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার নামে তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বেশি সোচ্চার হতে পারেন। ওই প্রশ্নে বিরোধীদের সুর মোটামুটি একই। মঞ্চে সর্বভারতীয় কোন কোন নেতা উপস্থিত থাকবেন, সেটাও কিছু ইঙ্গিত দেবে।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

জাতীয়করণ ও বেসরকারিকরণের বৃত্ত

আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইন্দিরা গান্ধির ব্যাংক জাতীয়করণ নীতি আবারও চর্চায় উঠে আসছে।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

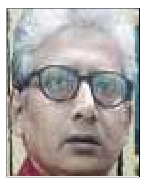

ব্যাংককর্মী স্বামী সুব্রতর (অনিল চট্টোপাধ্যায়) আয় যথেষ্ট নয়। সংসারের কথা ভেবে রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আরতি (মাধবী মুখোপাধ্যায়) সওদাগরি অফিসে সেলসের চাকরি নেন। চাকরি করতে বেরিয়ে আরতি তাঁর নবলব্ধ আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতাটি পুরোদমে উপভোগ করতে শুরু করেন। কিন্তু বাড়ির লোকেদের বিশেষত বৃদ্ধ শ্বশুরের ভীষণ অমত বৌমার এভাবে চাকরি করতে বাড়ির বাইরে যাওয়া। অগত্যা স্বামীর সঙ্গে কথা বলে তিনি ঠিক করেন চাকরি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু যেদিন চাকরি ছাড়ার কথা জানাতে অফিসে যান সেদিনই হঠাৎ সুব্রতদের ব্যাংক ফেল করায় তিনি বেকার হয়ে পড়েন। সুব্রত ফোন করে আরতিকে জানান আপাতত চাকরি না ছাড়তে। এই গল্প কারও অজানা নয়। যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' সিনেমাটি অনেকেরই দেখা। ছবির পটভূমি পাঁচের দশকের কলকাতা। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে মুক্তি পাওয়া ছবিটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি।

আসলে বর্তমান প্রজন্ম সেভাবে পরিচিত নয় 'ফেল' কথাটার সঙ্গে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে বলে নয়, তার পরেও বেশ কয়েক বছর এদেশে হঠাৎ হঠাৎ ব্যাংকে তালা পড়ত। সেজন্য একদিকে কাজ হারাতেন সেই ব্যাংকের কর্মীরা (যেমন মহানগর ছবিতে কাজ হারিয়েছিলেন সুব্রত) তেমনই আবার অন্যদিকে সেখানে সঞ্চিত টাকা রেখে সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসতেন গ্রাহক বা আমানতকারীরা। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয়করণের ঠিক আগে পর্যন্ত ৩৫০-এর বেশি ব্যাংক ফেল করেছিল। সেখানে ব্যাংক জাতীয়করণের পরে ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ছাড়া এখন সেভাবে ব্যাংক ফেল হতে দেখা যায় না। তেমন কিছু আঁচ পেলেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কোনও শক্তিশালী ব্যাংককে দিয়ে ওই দুর্বল ব্যাংককে অধিগ্রহণ করিয়ে নেয়।

জাতীয়করণের আগে দেখা গিয়েছিল, ব্যাংক নিছক পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করছে এবং কৃষক ও প্রান্তিক মানুষজনের কথা ভাবছে না। ব্যাংক ছোট ব্যবসায়ী, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে না। অর্থাৎ সকলের কাছে ব্যাংক ব্যবস্থা যাচ্ছিল না। যদিও ব্যাংক অধিগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। তবে মোরারজির মতকে অগ্রাহ্য করে ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জনস্বার্থে ব্যাংক জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেন। তবে মোরারজি যাতে এই ব্যাপারে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে না পারেন তার জন্য কয়েকদিন আগেই তাঁর কাছ থেকে অর্থমন্ত্রক কেড়ে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন ইন্দিরা। অবশ্য সেই সময় থেকেই ইন্দিরা বিরোধীরা বলে আসত, আদৌ কোনও জনস্বার্থ নয়, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন। পরবর্তীকালে বিরোধীরা প্রচার চালায়, ইন্দিরা গান্ধির জাতীয়করণ নীতি বিশেষত ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ একটি ভয়ানক অর্থনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রাখা উচিত, জাতীয়করণের ফলে সকলের কাছে ব্যাংক পরিষেবা না পৌঁছালেও মোটামুটি প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজনের কাছে তা পৌঁছেছিল। দূরদূরান্তের গ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক শাখা খুলতে এগিয়ে আসে। তার আগে লাভজনক নয় বলে এভাবে গ্রামীণ শাখা খুলতে আগ্রহী ছিল না বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি।

আবার নানাভাবে সমালোচকরা আঙুল তোলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে। একদিকে রাজনৈতিক প্রভুদের ফোনকলের উপর ভিত্তি করে দেওয়া ঋণের জেরে এই ব্যাংকগুলির প্রচুর লোকসান হয়েছে, অন্যদিকে কোনওরকম প্রতিযোগিতার অভাবে এইসব ব্যাংকের কর্মীরা অদক্ষ হয়ে গিয়েছেন আর পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে মুক্ত অর্থনীতির দিকে দেশ ঝোঁকে। এর কিছুদিনের মধ্যেই নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংকের জন্ম হতে থাকে এবং শুরু হয়ে যায় ধাপে ধাপে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি। বর্তমান মোদি সরকারকেও রাজকোষের ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের দিকে ঝুঁকতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে অধিগ্রহণ অথবা সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের এমন আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ব্যাংকের কর্মী ও অফিসাররা। জনমত তৈরি করতে কিছুদিন আগে থেকেই 'ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' নামে স্লোগান তুলে নতুন মঞ্চ গড়ে উঠেছে।

বেসরকারিকরণের সমর্থকরা প্রচার করেন, সরকারি সংস্থা মানে অপদার্থ এবং বেসরকারি মানেই তা দক্ষ। বাস্তব কি সেকথা বলে? নইলে ১৯৯৪ সালের পরে বেশ কয়েকটি ঝাঁ চকচকে বেসরকারি ব্যাংকের আবির্ভাব ঘটলেও সেগুলির অনেকগুলিকেই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যর্থ হওয়ায় সেগুলিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য কোনও শক্তিশালী ব্যাংকের সঙ্গে। ২০০৮ সালে মার্কিন মুলুকে এআইজি এবং লেম্যান ব্রাদার্সের পতনের জেরে, শুধু সে দেশ নয় গোটা দুনিয়ার অর্থ ব্যবস্থা কেঁপে উঠেছিল। তখন বহু বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থায় লালবাতি জ্বলেছিল। সেই সংকটকালে অন্য দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি তেমন কোনও আঘাত পায়নি কারণ এ দেশের ব্যাংকগুলির মালিকানা মোটের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারপরে অবশ্য দেড় দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। ভারতের ব্যাংক ব্যবস্তাতেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন আর তখনকার মতো সরকারের হাতে ব্যাংকের ততটা মালিকানা নেই।

বর্তমানে এদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় অনুৎপাদক সম্পদ বৃদ্ধি। যে কোনও ঋণ মকুবই ব্যাংকের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু কৃষকদের ঋণ মকুবের কথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ফলাও করে প্রচার করা হলেও তার চেয়ে অনেক বড় অঙ্কের টাকা শিল্পপতিদের ঋণের জন্য মকুব করা হলে তা রাজনৈতিক কারণেই চেপে যেতে দেখা যায়। ঋণ না মেটাতে পেরে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। যদিও ব্যতিক্রমী দু'-একটা ঘটনা বাদ দিলে সেভাবে কোনও শিল্পপতিকে ঋণের টাকা মেটাতে না পেরে আত্মহত্যা করতে দেখা যায় না। বরং রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হওয়ায় ব্যাংকের পাওনা না মিটিয়ে সহজেই দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন বিজয় মালিয়া, নীরব মোদির মতো কর্পোরেট জগতের তারকারা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ত্রুটিমুক্ত নয় ঠিকই। সরকারি নিয়ন্ত্রণের দরুন ব্যাংকের কার্যকলাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। তবু রাষ্ট্রায়ত্ত থাকলে সরকারের একটা দায়বদ্ধতা থাকে যার ফলে গ্রাহক বা আমানতকারীদের টাকা সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু ব্যাংক বেসরকারিকরণ হলে সেই দায়টা সরকার সহজেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। ব্যাংক ফেল করলে গ্রাহক বা আমানতকারী আগে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পেতেন, সেটা কিছুদিন আগে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ করা হয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাংক ফেলের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে- যখন এক লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল তখনকার বাজারদরের সাপেক্ষে আজকের বাজারদরে পাঁচ লক্ষ টাকা আদৌ যথেষ্ট কি না? সব মিলিয়ে আর্থিক নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেকেই ইন্দিরার ব্যাংক জাতীয়করণ নীতি ফের আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। ব্যাংক জাতীয়করণ আর বেসরকারিকরণের বৃত্ত যেন চক্রাকারে ঘুরে চলেছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯০৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪৭

আজকের দিনে জন্ম ৪০ টেস্ট ম্যাচ খেলা ক্রিকেট তারকা চেতন চৌহানের।

আলোচিত

৩৩ বছর ধরে এই প্রোগ্রাম এখানে হয়। কারণ এখানে অনেকগুলো প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল। এনিয়েও অনেকের আপত্তি। আমার বক্তব্য, তাঁরা যখন পুলিশের অনুমতি ছাড়া নবান্ন অভিযান করেন, তখন আপত্তি কোথায় থাকে? আমাদের দেখে ওদেরও প্রোগ্রাম করতে হয়!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

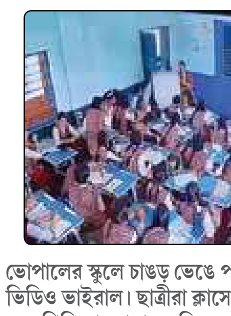

ভোপালের স্কুলে চাঙড় ভেঙে পড়ার ভিডিও ভাইরাল। ছাত্রীরা ক্লাসে বসে শিক্ষিকার পড়া শুনছিল। হঠাৎ স্কুলের ছাদ থেকে এক বিশাল চাঙড় হুড়মুড়িয়ে পড়ে ছাত্রীদের ওপর। প্রাণে বাঁচলেও দুই ছাত্রী আহত। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

ট্রেনের টিকিট কেনা নিয়ে বচসা। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর স্টেশনে এক সিআরপিএফ জওয়ানকে মাটিতে ফেলে মারধর করলেন কাঁওয়ার যাত্রীরা। কিল, চড়, লাথি কিছুই বাদ গেল না। এই ঘটনায় সাত কাঁওয়ার যাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড়।

জনমত

ভুয়ো সংরক্ষণ সার্টিফিকেট এবং নির্মম প্রহসন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, এক ব্যানার্জি পদবিধারী প্রার্থী এসটি ক্যাটিগোরিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটি বিস্ময়কর, কারণ ওই পদবি সাধারণত ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে যুক্ত এবং 'জেনারেল' ক্যাটিগোরির মধ্যে পড়ে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, সামাজিকভাবে এগিয়ে থাকা, ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষিত শ্রেণির একজন প্রার্থী কীভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত কোটায় অংশ নিতে পারেন? যদি কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট তৈরি করে থাকেন, তাহলে তা শুধু সংরক্ষণের আদর্শকে অপমান করে না, বরং প্রকৃত এসসি/এসটি প্রার্থীদের অধিকার হরণ করছে।

যে প্রার্থীরা সত্যিকারের পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে উঠে আসছেন, যাঁদের পরিবারে হয়তো এই প্রথম প্রজন্ম উচ্চশিক্ষায় পা রাখছে, তাদের জন্য সংরক্ষণ একটি প্রয়োজনীয় সহায়তা। কিন্তু ভুয়ো দাবি নিয়ে এগিয়ে আসা প্রার্থীদের কারণে তাদের প্রাপ্য সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এতে শুধু বৈষম্যই বাড়ছে না, তাদের আত্মবিশ্বাসও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সাধারণ শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। তারপরেও এই ধরনের প্রতারণা নিন্দনীয় এবং সমাজের প্রতিও এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা।

এ ধরনের ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত এবং যদি প্রমাণিত হয় যে ভুয়ো সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সংরক্ষণের সুযোগ নেওয়া হয়েছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং যিনি সেই সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন, উভয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এটি শুধু ন্যায়বিচারের স্বার্থে নয়, বরং সমাজের প্রতি আমাদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেও জরুরি।

বিষ্ণু রায়
কাদোবাড়ি হাট, জলপাইগুড়ি।

ডাক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির তরফে আমরা শিলিগুড়ি পোস্ট অফিসের প্রধান কার্যালয়ের ব্যসায়িক কেন্দ্রের নামফলক বাংলায় লেখার জন্য মুখ্য পোস্ট মাস্টার মহাশয়ের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আবেদন করেছিলাম। আজ কয়েকদিন হল দেখতে পাচ্ছি বাংলায় 'শিলিগুড়ি বিতরণ কেন্দ্র' লেখা হয়েছে। এর জন্য ডাক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

ঘুরে দাঁড়াতে না শিখলে দাদাগিরি চলবেই

আরজি কর থেকে শিক্ষক নিয়োগে কেলেঙ্কারি, একের পর এক ঘটনার দাপট বাড়ছেই। প্রতিবাদ প্রয়োজন।

অনিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

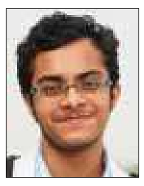

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় 'যন্তর মন্তর'- এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। যা দিয়ে রাজ্যের সমস্ত মানুষের মগজধোলাই করা হত।

হীরকের রাজা ভগবান যার বিকল্পের প্রয়োজন নেই বলে সেই যন্ত্রে সবাইকে ঢুকিয়ে 'অভিনব' মন্ত্র দেওয়া হত। সেখানে দেখা যায় পাঠশালাতে ছন্দের ছলে শিক্ষার্থীদের 'পড়াশোনা করে যে, অনাহারে মরে সে', 'জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই' এসব মুখস্থ করাতে বাধ্য করার পাশাপাশি শিশুমনে এটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে হীরকের রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অধুনা সরকারি পঠনপাঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সম্প্রতি কিছু নতুন 'অদ্ভুত' নির্দেশিকার সঙ্গে এর মিল পাওয়া গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয়।

তবে উপায় কী? এর তুলনায় বিকল্প আরও খারাপ হবে ধরে নিয়ে আমরা বেশিরভাগই একই শাসককে বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতায় রেখে দিই। কাকে ভোট দিতে হবে তা নিয়ে আমাদের বেশিরভাগেরই যেন রীতিমতো মগজধোলাই করা হয়েছে। শুধুই যে ভোটের অঙ্গন তা নয়, দাদাগিরির এই দাপট সর্বত্রই। পাড়ার দুর্গাপুজোর ক্লাব বলুন কিংবা মেডিকেল কলেজের সংঘবদ্ধ মেডিকেল সেল, বা সবজি ব্যবসায়ীদের কিছু সংগঠন- এসব নানা অলিগলি থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ছোট ছোট চারাগাছ, যা আজ বিষবৃক্ষে পরিণত। জোটবদ্ধতার নামে স্বৈরাচার চলছে। যে জোটবদ্ধতা কলেজে কলেজে ক্লাস ছুটি বা ক্লাস শিডিউল করার অনুরোধ রাখার কথা অথবা সবজি মার্কেটে একটা সিমেন্টের মেঝে বা টিনের শেড করে দেওয়ার প্রস্তাব চিন্তা করার কথা তারা তা আর করছে কই! বদলে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিচয়কে সঙ্গী করে তারা দাদাগিরি ফলাতে ব্যস্ত। আরও খারাপ লাগার বিষয় বলতে আমরা এ সব বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিচ্ছি। এর ভবিষ্যৎ পরিণতি কতটা খারাপ হতে পারে তা আমরা একবারও ভেবে দেখছি না।

ফিরল সুদিন।। 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার একটি মুহূর্ত।

হয়তো আমাদের সামনে কোনও উপায় নেই। আরজি করে অমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজের কাজটা হল কই! রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রও তদন্তে নামল। কিন্তু ঠিক কীভাবে ওই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটল তা আমরা আজও জানতে পারলাম না। হয়তো আমাদের জানতেই দেওয়া হল না। প্রথম প্রথম আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করলাম বটে। তারপর আস্তে আস্তে গোটা বিষয়টাই যেন কীভাবে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেল।

এভাবেই চলছে। আশপাশে 'অদ্ভুত' অনেক কিছুই ঘটে গেলেও যেন আমাদের গা সয়ে যাচ্ছে। এই যে একলপ্তে এত শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া, সেটাই কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? আচ্ছা, না হয় কয়েকজন দুর্নীতি করেছে কিন্তু তাই বলে সবাই তো আর অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সবাইকে একসঙ্গে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলে দেগে দেওয়া হল। এভাবেই চলছে। যারা এই দুর্নীতির মূল কান্ডারি তাদের কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু হয়নি।

ঘুরে দাঁড়াতে হবে। নইলে কিন্তু এই দিনগুলিই সমানে আমাদের পিছনে তাড়া করে বেড়াবে। ভবিষ্যৎ আমাদের রেয়াত করবে না। ঠিক যেমন হীরকের রাজাকেও করেনি।

(লেখক এমজেএন মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সাপুড়ে ৪। দল, কুস্তি ৫। শব্দ, গর্জন ৭। দোষ, অপরাধ, অবহেলা ৮। অমিল, মনান্তর ৯। নাবালক, অক্ষম ১১। গোরুর বাছুর, পশুশাবক ১৩। আফিং থেকে তৈরি মাদক ১৪। বারবার ঘষার ফলে কড়া পড়া ১৫। বন্ধু, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। মনসাদেবীর পুত্র ২। খাতির, মর্যাদা ৩। বালগোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ ৬। লিখিত প্রমাণপত্র, অধিকার প্রমাণের পত্র ৯। লোহার তৈরি বাণ, সংস্কৃত ছন্দবিশেষ ১০। আজেবাজে শাকসবজি, অখাদ্য বস্তু ১১। গর্ব, বৃন্দাবনের যে বৃদ্ধা নারী রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছিলেন ১২। বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত ঘর।

সমাধান ■ ৪১৯৬

পাশাপাশি : ১। কারচুপি ৩। বিষাদ ৫। তরঙ্গমালা ৭। নবতি ৯। মড়ক ১১। কলাকুশল ১৪। দণ্ডক ১৫। নামধাম।

উপর-নীচ : ১। কাণ্ডজ্ঞান ২। পিশিত ৩। বিহঙ্গ ৪। দহলা ৬। মাকড় ৮। বগলা ১০। কমসম ১১। কলাদ ১২। কুম্ভক ১৩। ললনা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৩৩২৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সর্বদল বৈঠকে ফের গরহাজির প্রধানমন্ত্রী

সিঁদুর কথায় রাজি কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : বিরোধীরা বারবার দাবি তোলা সত্ত্বেও সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজিরই থাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। সংসদ যাতে মসৃণভাবে চলে সেই জন্য রবিবার বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল শাসক শিবির। বিরোধীরা বারবার দাবি তুলেছে, প্রধানমন্ত্রী যেন সর্বদলের পৌরোহিত্য করেন। কিন্তু রবিবাসরীয় সর্বদলে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। কংগ্রেসের তরফে হাজির ছিলেন প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ এবং গৌরব গগৈ। হাজির ছিলেন সুপ্রিয়া সুলে, টিআর বালু, সঞ্জয় সিং, রামগোপাল যাদব প্রমুখ বিরোধী নেতাও। তবে সোমবার একুশে জুলাই কর্মসূচির কারণে সর্বদলে গরহাজির ছিল তৃণমূল।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চালাতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা আশা করে সরকার। বিরোধীদের তরফে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি তোলা হয়। এ প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, 'এটি একটি খুব ভালো প্রস্তাব। অপারেশন-পরবর্তী বিভিন্ন দেশের সফরে আমাদের প্রতিনিধিদলগুলি অত্যন্ত ভালো সাড়া পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা সংসদে ভাগ করে নেওয়া উচিত।'

শনিবার কংগ্রেসের ডাকা ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকে অবশ্য যোগ দিয়েছিলেন জোড়াফুল শিবিরের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি এবং নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বিরোধীদের মুখবন্ধ

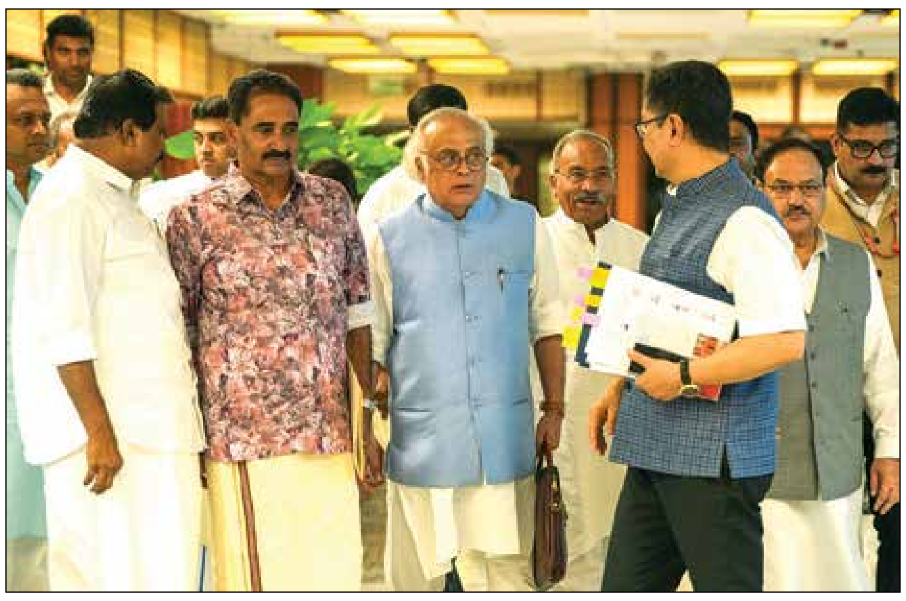

পাশাপাশি শাসক-বিরোধী। সংসদের অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকের পর। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

করার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে বিরোধীদের পালটা কৌশল নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের যেভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে তা নিয়েও তৃণমূল সরব হবে বলে শনিবারের বৈঠকে সাফ জানিয়ে দেন অভিষেক।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার যেভাবে দাবি করেছেন, এদিন সর্বদলে তা নিয়ে কেন্দ্রের কৈফিয়ত দাবি করেছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, 'ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত সংসদে মুখ খোলা। কীভাবে নিরাপত্তার ফাঁকফোকর গলে পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা হল, বিহারের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়েও মোদির জবাবদিহি চান

> খুব ভালো প্রস্তাব। অপারেশন-পরবর্তী বিভিন্ন দেশের সফরে আমাদের প্রতিনিধিদলগুলি অত্যন্ত ভালো সাড়া পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা সংসদে ভাগ করে নেওয়া উচিত।
>
> **কিরেন রিজিজু**
>
> ....
>
> সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রশ্নে সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।
>
> **গৌরব গগৈ**

তিনি। কংগ্রেস নেতা বলেন, 'এই সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রশ্নে সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' জবাবে রিজিজু বলেন, 'সরকার যথা সময়েই সংসদে এই বিষয়ে সাড়া দেবে। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষকেই সমন্বয় রেখে সংসদ চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও, সংসদের কার্যপ্রবাহ সচল রাখা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।' শনিবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

এদিন আপের সঞ্জয় সিং এসআইআর প্রক্রিয়া এবং আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় পারস্পরিক দোষারোপ ইস্যুতে সরব হন। রিজিজু জানান, রবিবাসরীয় সর্বদল বৈঠকে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস (ইম্পিচমেন্ট) প্রস্তাবে ১০০-র বেশি সাংসদ সই করেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

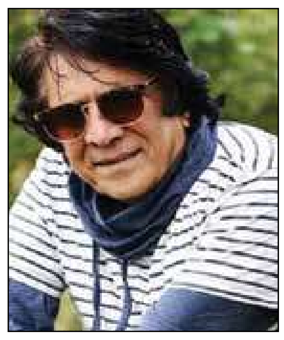

প্রয়াত 'ডন' নির্মাতা চন্দ্র বারোট

মুম্বই, ২০ জুলাই : ভারতীয় সিনেপ্রেমীদের মনের মণিকোঠায় যে কয়েকটি ধ্রুপদি বলিউডি ছবি স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে তার অন্যতম ডন। ১৯৭৮ সালে বড়পর্দায় আসা অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন চন্দ্র বারোট। দীর্ঘ রোগভোগের পর রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রার এক হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। স্ত্রী দীপা বারোট জানিয়েছেন, গত ৭ বছর ধরে চন্দ্র বারোটের পালমোনারি ফাইব্রোসিসের চিকিৎসা চলছিল। প্রথমে তাঁকে রোটকের গুরুনানক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে কিছুদিন জসলোক হাসপাতালেও তাঁর চিকিৎসা চলছিল। সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় চন্দ্র বারোটকে বান্দ্রার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ফারহান আখতার সহ বলিউডের একাধিক তারকা। শোকবার্তায় ফারহান লিখেছেন, 'ডনের পরিচালক প্রয়াত হয়েছেন জেনে দুঃখ হচ্ছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।' ডন ছাড়াও পূরব অর পশ্চিম, ইয়াদগার, শোর, রোটি কাপড়া অর মাকান, নীলকো পকড়না ইম্পসিবল-এর মতো ছবি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালনায় তৈরি বাংলা ছবি আশ্রিতা দর্শক মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

সব হিসাব হবে, হুঁশিয়ারি হাসিনার

বাংলাদেশে ইসলামি আইন দাবি জামায়াতের

ঢাকা, ২০ জুলাই : এনসিপি নেতাদের মার্চ টু গোপালগঞ্জ-এর জের ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফের নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছে আওয়ামী লিগ। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ করতে দেখা যাচ্ছে দলের নেতা-কর্মীদের। এদিকে আওয়ামী লিগকে ঠেকাতে গোপালগঞ্জে ক্রমাগত ধরপাকড় চালাচ্ছে সেনা-পুলিশ। রবিবার পর্যন্ত ৬০০-র বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৮টি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে প্রায় ৫ হাজার জনকে। যদিও যে এনসিপি নেতাদের প্ররোচনায় গোপালগঞ্জে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ইউনূস সরকার। সুযোগ বুঝে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামিও। শনিবার দলটি বাংলাদেশে ইসলামি আইন চালু করার দাবি জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার ফের একটি অডিও বার্তা জারি করেছেন আওয়ামি লিগের সর্বোচ্চ নেত্রী শেখ হাসিনা। বার্তায় সরাসরি অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী।

দেশে ফিরে তিনি যে আওয়ামী লিগ নেতা-কর্মী এবং নিরীহ মানুষের ওপর চলা অত্যাচারের হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবেন সেকথা সাফ জানিয়েছেন হাসিনা।

> ধৈর্য ধরুন, দিন ফিরবে। এক মাঘে শীত যায় না। সব অপমান মনে থাকবে। কড়ায় গন্ডায় হিসেব বুঝে নেব।
>
> **শেখ হাসিনা**

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইউনূস ক্ষমতায় এসেছে জঙ্গিদের সাহায্যে। আন্তর্জাতিক স্তরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির যেসব অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ক্ষমতায় এসে ওরা তাদের ছেড়ে দিয়েছে।' একদিনে ৯৩ জন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। হাসিনার আরও অভিযোগ, 'এখন কেউ সমালোচনা করতে গেলে জঙ্গিবাহিনী গিয়ে তাকে মারধর করে, নির্যাতন করে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়।' বিএনপি ও জামায়াতের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বিএনপি, জামায়াতে আমাদের ওপরে অত্যাচার করছে, সেই অত্যাচার যদি ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা করতাম, তাহলে ওদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।'

অনুগামীদের তাঁর বার্তা, 'ধৈর্য ধরুন, দিন ফিরবে। এক মাঘে শীত যায় না। সব অপমান মনে থাকবে। কড়ায় গন্ডায় হিসেব বুঝে নেব।' শনিবার ঢাকায় বিরাট সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামি। দলের নায়েব-ই-আমীর মুজিবুর রহমান বলেন, 'পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং বাংলাদেশের ৫৪ বছর যোগ করলে ৭৮ বছর হয়। এই গোটা সময়ে জাতীয় সংসদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোরান ভিত্তিক একটিও আইন বাস্তবায়িত হয়নি। যার ফলে অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং জনগণের দুর্ভোগ বেড়েছে।'

কাঁওয়ার যাত্রার পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ব্যাপক যানজট। রবিবার হরিদ্বারে।

ওমরের দাবি

শ্রীনগর, ২০ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবিতে ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট এবং সংসদে রাজ্যের মর্যাদা ফেরত দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।' শনিবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এই দাবিতে এদিন জম্মুতে প্রদেশ সভাপতি তারিক হামিদ কাররা, গুলাম আহমেদ মিরের নেতৃত্বে 'হামারি রিয়াসত হামারা হক'-এর ব্যানারে কর্মী, সমর্থকরা শহিদি রাজভবন পর্যন্ত রবিবার একটি মিছিল বের করেন।

সাংসদ ধৃত

বিজয়ওয়াড়া, ২০ জুলাই : আবগারি কেলেঙ্কারিতে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদ মিধুন রেড্ডিকে গ্রেপ্তার করল অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ। শনিবার জগনের দলের ওই সাংসদকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে নিশানা করেছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস। চন্দ্রবাবু ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জগনমোহন রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যে নয়া আবগারি নীতি ঘোষণা করেছিলেন। সেই নীতির মাধ্যমে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি অভিযোগ উঠেছে।

রাশিয়ায় কম্পন

মস্কো, ২০ জুলাই : জোরালো ভূমিকম্পে রবিবার কেঁপে উঠল রাশিয়া। পরপর ২ বার। এর মধ্যে একটির কম্পনের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬.৭ এবং অন্যটির ৭.৫। ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল পূর্ব রাশিয়ার কামচাটকা সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় এলাকা। এর জেরে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের একাধিক দেশে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ২ লক্ষের বেশি মানুষকে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

নৌকাডুবি মৃত ৩৪

হ্যানয়, ২০ জুলাই : জলপথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ভিয়েতনামে। প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের দাপটে হালং উপসাগরে উলটে যায় একটি যাত্রীবাহী নৌকা। এই দুর্ঘটনায় একাধিক শিশু সহ ৩৪ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ১১ জনকে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নৌকাটিতে ৪৮ জন পর্যটক এবং ৫ জন ক্রু ছিলেন। যাত্রীদের বেশিরভাগ ভিয়েতনামের বাসিন্দা। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন।

ব্রহ্মপুত্রের ওপর দানব বাঁধ নির্মাণ শুরু চিনের

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ভারতের আপত্তি, উদ্বেগকে আমল না দিয়েই তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধের কাজ শুরু করে দিয়েছে চিন। সেদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা জিনহুয়া জানিয়েছে, শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়ালুং সাংপোর (ব্রহ্মপুত্রের চিনা নাম) ওপর বাঁধ তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কোয়াং। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১.২ ট্রিলিয়ন ইউয়ান (প্রায় সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা)।

দিনকয়েক আগে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন উপত্যকায় চিনের বাঁধ তৈরি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন অরুণাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু। তাঁর মতে, অদূর ভবিষ্যতে ওই বাঁধটি ভারতের পক্ষে জল বোমায় পরিণত হতে পারে। কোনও কারণে বাঁধটি ভেঙে গেলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশাল অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে অরুণাচলপ্রদেশ, অসমের বিস্তীর্ণ এলাকার জনবসতি এবং জীববৈচিত্র্য। পাশাপাশি বাঁধের কারণে ভারতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রে জলের প্রবাহ কমে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগ এবং বাংলাদেশেও।

চিন সরকার অবশ্য ব্রহ্মপুত্রে জলের প্রবাহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধটি তৈরি করা হয়েছে। সেই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গড়ে উঠবে ৫টি কাসকেড পাওয়ার স্টেশন। এর ফলে বছরে ৩০ হাজার কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। উপকৃত হবেন প্রায় ৩০ কোটি মানুষ। বিশেষজ্ঞরা চিন সরকারের দাবির সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, দুটি মহাদেশীয় পাতের সংযোগস্থলে ব্রহ্মপুত্রের অবস্থান। ওই এলাকায় বড়সড়ো ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। এমন একটি অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নদের জলপ্রবাহ কৃত্রিমভাবে ব্যাহত করা হলে একদিকে যেমন তিব্বত মালভূমির ভূস্তরে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হবে, তেমনই বাড়বে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। আবার গ্রীষ্মকালে চিন বাঁধের মাধ্যমে জল আটকালে উত্তর-পূর্ব ভারতে জল সংকট দেখা দেবে। বর্ষায় বাঁধের চাপ কমাতে বিপুল পরিমাণ জল কম সময়ে ছাড়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বন্যার কবলে পড়বে এদেশের একাধিক রাজ্য। পেমা খাণ্ডুর আশঙ্কাই তখন সত্যি বলে প্রমাণিত হবে।

চিরঘুমের দেশে সৌদি রাজপুত্র

রিয়াধ, ২০ জুলাই : হল না। কোমা থেকে আর জাগলেন না সৌদি রাজপুত্র আলওয়ালিদ। ২০ বছর ওই অবস্থায় থেকে শনিবার চিরঘুমের দেশে চলে গেলেন সৌদির যুবরাজ। বয়স হয়েছিল ৩৬। রবিবার শেষকৃত্য হয়েছে।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছেন

২০ বছর কোমায় থাকার পর

সৌদি রাজপরিবারের প্রিন্স খালিদ বিন তালাল অল সৌদ। আলওয়ালিদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে গ্লোবাল ইমাম পরিষদ। পরিবার সূত্রে খবর, ব্রিটেনের সামরিক কলেজে পড়ার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন কিশোর যুবরাজ। দুর্ঘটনায় তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল। ২০০৫ সাল থেকেই কোমায় চলে যান। প্রচুর চিকিৎসা হয়েছে। রিয়াধের কিং আবদুলাজিজ

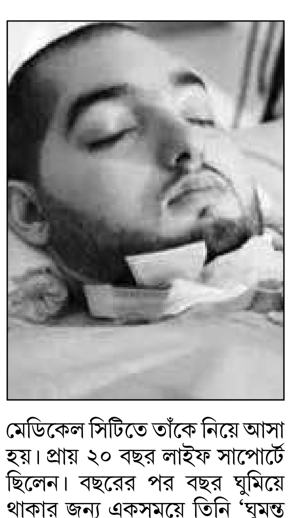

মেডিকেল সিটিতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ২০ বছর লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। বছরের পর বছর ঘুমিয়ে থাকার জন্য একসময়ে তিনি 'ঘুমন্ত রাজপুত্র' নামে পরিচিত হন। চলতি বছরের জুনে ইদ-উল-আজহায় অন্য সন্তানদের সঙ্গে আলওয়ালিদকে দেখতে গিয়েছিলেন খালিদ। পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনাও করেন। কিন্তু তা পূরণ হল না।

শ্বাসরোধ করে লিভ-ইন পার্টনারকে খুন

আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই : লিভ-ইন সঙ্গিনীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল এক সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। নিহত সঙ্গিনী অরুণা নাতুভাই পদমর্যাদায় ছিলেন পুলিশের এএসআই। তাঁর কর্মস্থল গুজরাটের কচ্ছের অঞ্জর থানা। অভিযুক্ত জওয়ান দিলীপ দাঙ্গচিয়া শনিবার অঞ্জর থানায় ধরা দিয়েছেন। হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অরুণার সঙ্গে দিলীপের পরিচয় ইনস্টাগ্রামে ২০২১ সালে। পরিচয় হওয়ার পর থেকে তাঁরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। শুক্রবার তাঁরা কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে দু'জনের মধ্যে কোনও একটি বিষয়ে কথাকাটাকাটি হয়। মেজাজ হারিয়ে দিলীপ গলা টিপে ধরেন অরুণার।

পরের দিন সকালে আত্মসমর্পণ করেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় খুনের মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত চলছে।

থারুরের মুখে 'আগে দেশ'

তিরুবনন্তপুরম, ২০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে দলের সাংসদ শশী থারুরের বিচ্ছেদ সম্ভবত সময়ের অপেক্ষা। যার জেরে তিনি আর কতদিন হাত শনিবার কোচিতে এক অনুষ্ঠানে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেন এক পড়ুয়া।

জবাবে থারুর বলেন, 'অনেক সময় আমরা যে দলে রয়েছি সেই দল আমাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ করে। কিন্তু আমার মতে, দেশ সবার আগে।' নিজের বক্তব্যের ভিডিও এক্সে শেয়ার তিনি লিখেছেন, 'আপনি যে দলেই থাকুন না কেন, সংশ্লিষ্ট দলের উদ্দেশ্য হল, ভারতকে নিজেদের মতো করে আরও উন্নত করে তোলা। দেশকে আরও ভালো করার একটি মাধ্যম হল রাজনৈতিক দল। আমরা আমাদের দলকে শ্রদ্ধা করি। কিছু মূল্যবোধ এবং আনুগত্য আমাদের দলে টেনে রাখে। কিন্তু দেশের সুরক্ষার জন্য অন্য দলগুলির সঙ্গেও সহযোগিতা প্রয়োজন।'

এরপরই রবিবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কে মুরলীধরন জানিয়ে দেন, অবস্থান বদল না করা পর্যন্ত থারুরকে আর কেরলে দলের কোনও কর্মসূচিতে ডাকা হবে না। তিনি তিরুবনন্তপুরমে বলেন, 'থারুর এখন আমাদের সঙ্গে নেই। তাই তাঁকে কোনও কর্মসূচিতে বয়কট করার প্রশ্ন ওঠে না।'

কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'কংগ্রেস সবসময়ই মনে করে, দেশ সবার আগে। বিজেপিই বরং দেশের ওপরে দলকে অগ্রাধিকার দেয়। অপারেশন সিঁদুরের সময় কংগ্রেস সরকারকে যতটা সমর্থন করেছিল ততটা আর কোনও দল করেনি। আমি থারুরের বক্তব্যকে খারিজও করছি না, মেনেও নিচ্ছি না।'

পুরীর ঘটনায় অধরা অভিযুক্তরা

দিল্লি এইমসে আনা হল দগ্ধ নাবালিকাকে

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ২০ জুলাই : এখনও আশঙ্কামুক্ত নয় পুরীর নির্যাতিতা কিশোরী। বছর ১৫-র নাবালিকাকে রবিবার উন্নততর চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর এইমস থেকে নয়াদিল্লি এইমসে স্থানান্তরিত করা হয়। ভুবনেশ্বর পুলিশ গ্রিন করিডর করে কড়া নিরাপত্তায় নির্যাতিতাকে প্রথমে এইমস থেকে বিজু পট্টনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনে। তারপর সেখান থেকে এয়ারলিফট করে নিয়ে যাওয়া হয় নয়াদিল্লি এইমসে। এইমসের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'রবিবার বেলা ১২টায় নয়াদিল্লি এইমসে ভর্তি করা হয়েছে পুরীর ওই নাবালিকাকে। তার সঙ্গে ভুবনেশ্বর এইমসের কয়েকজন চিকিৎসক এবং পরিবারের সদস্যরাও এসেছেন নয়াদিল্লিতে।' তিনি জানিয়েছেন, মেয়েটির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে।

শনিবার সকালে পুরীর বলাঙ্গায় তিনজন দুষ্কৃতী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওই কিশোরীর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। তবে ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। লাগাতার নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যের বিজেপি শাসিত সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি। এদিন বলাঙ্গা থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেডি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও হয়। ওডিশা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।' তবে

প্রাথমিক তদন্তের পর তদন্তকারীরা মনে করছেন, কিশোরীর ওপর হামলা পূর্বপরিকল্পিত। ডিআইজি পিনাক মিশ্রের নেতৃত্বে তদন্তকারী দল অপরাধস্থল পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা কেরোসিনের মতো দাহ্য পদার্থের দুটি বোতল উদ্ধার করে। এক আধিকারিক বলেন, 'দুষ্কৃতীরা ওই মেয়েটির গতিবিধির খবর আগে থেকেই জানত। তাই তারা তৈরি হয়েই এসেছিল। আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি।'

প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ

বেঙ্গালুরু, ২০ জুলাই : ফের ধুলোমাটি চাপা এক অজানা ইতিহাসের খোঁজ মিলল ভারতে। কর্ণাটকের রায়চুর জেলার মাসকি শহরে খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ৪ হাজার বছরের পুরোনো এক সভ্যতার খোঁজ পেয়েছেন। মাটির গভীর থেকে খোঁজ মিলল প্রাচীন থালাবাসন, কড়াই, অস্ত্র সহ আরও অনেক কিছুর। মাসকি শহরের মল্লিকার্জুন পাহাড় ও অঞ্জনেয় স্বামী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় খননকাজ চালিয়েছিল ভারত, আমেরিকা ও কানাডার ২০ সদস্যের একটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল।

সন্ত্রাসী হামলায় অপহৃত ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : পশ্চিম আফ্রিকার নাইজারে অপহৃত হয়েছেন সেখানে কর্মরত ভারতীয় অফিসার রণজিৎ সিং। ১৫ জুলাই দোসোয় জঙ্গি হামলায় তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে বলে খবর। জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার বাসিন্দা রণজিৎ বর্তমানে নাইজারে ট্রান্সমিশন লাইটনিং কোম্পানি ট্রান্সরেলের সিনিয়ার নিরাপত্তা অফিসার। তাঁর অপহরণের খবরে পরিজনেরা ভেঙে পড়েছেন। তিনি যাতে নিরাপদে মুক্তি পান সেজন্য পরিবারের তরফে মোদি সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

প্রথা মেনে দুই ভাইয়ের এক স্ত্রী

সিমলা, ২০ জুলাই : দুই তরুণের স্ত্রী একজন। না, রিল লাইফে নয়। একেবারে বাস্তব। হিমাচলপ্রদেশের ট্রান্সগিরি অঞ্চলের সিরমৌর জেলার শিলাইয়ে হাট্টি সম্প্রদায়ের দুই ভাই প্রদীপ ও কপিল নেগি কুনহাট গ্রামের তরুণী সুনীতা চৌহানকে বিয়ে করলেন। দুই স্বামীর স্ত্রী হলেন সুনীতা। তিনজনকে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান তিনদিন ধরে হয়েছে। শুরু ১২ জুলাই।

হিমাচলের হাট্টি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তরুণীর সঙ্গে একাধিক তরুণের বিয়ে বহুল প্রচলিত। ইংরেজিতে পলিয়ানড্রি। স্থানীয়ভাবে একে 'জোড়িদার' প্রথা বলা হয়, যা মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত। দ্রুপদ দুহিতা পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিয়ে হয়েছিল পাঁচ পাণ্ডব ভাইয়ের সঙ্গে। সেকারণে এটি 'দ্রৌপদী' প্রথা নামেও পরিচিত।

ভারতীয় আইনে বহুবিবাহ অবৈধ হলেও

হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্ট জোড়িদার আইনের অধীনে এই প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সরকারি চাকুরে প্রদীপ নেগি বলেছেন, 'আমরা সামাজিকভাবে বিয়ে করেছি। এজন্য গর্বিত।' বিদেশে কর্মরত কপিল বলেছেন, 'আমরা তিনজনেই এই বিয়েতে রাজি হয়েছি।' নব পরিণীতা সুনীতার কথা, 'অনেকে ভাবতে পারেন, আমি চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছি। একেবারে ভুল। নিজে এই বিয়েতে রাজি হয়েছি।'

জোড়িদার প্রথার বিয়েতে কনেকে বরের বাড়িতে বিয়ে করতে যেতে হয়। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান সেখানেই হয়। এখানকার অধিবাসীদের বক্তব্য, এই প্রথায় একই পরিবারের একাধিক ভাইকে একজন তরুণী বিয়ে করায় পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ হয় না। পরিবারের ঐক্য বজায় রাখে। অক্ষুণ্ণ থাকে সামাজিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা।

এসি থেকে চোখের ক্ষতি

প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে এসির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ভ্যাপসা গরমে স্বস্তি পেতে বাড়িতে, গাড়িতে, অফিসে এসি ব্যবহার না করলে চলেই না। অথচ খুব কম লোকই জানেন, দীর্ঘক্ষণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে থাকলে চোখের শুষ্কতা, লালচে ভাব, চোখ জ্বালা, চুলকানি বা অস্বস্তি হতে পারে। দীর্ঘসময় এসি ঘরে থাকা, কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের স্ক্রিনে কাজ করা থেকে চোখে একাধিক সমস্যা হতে পারে। লিখেছেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের আই সার্জন ডাঃ অরণি চক্রবর্তী

এসি যেভাবে প্রভাবিত করে

শুষ্ক চোখ বা ড্রাই আই : এয়ার কন্ডিশনিং বাতাস থেকে আর্দ্রতা দূর করে একে শুষ্ক করে তোলে, যা আপনার চোখের সুরক্ষা প্রদানকারী টিয়ার ফিল্মকে প্রভাবিত করে। ফলে শুষ্ক চোখের সমস্যা দেখা দেয়। এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে, চোখের জ্বালাভাব, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের ভিতর কিছু আটকে থাকার অনুভূতি প্রভৃতি।

চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি : শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে দীর্ঘসময় ধরে কম্পিউটার বা যে কোনও ডিজিটাল ডিভাইসে কাজ করলে চোখে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে চোখে ক্লান্তি, মাথাব্যথা প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে।

অ্যালার্জির ঝুঁকি বৃদ্ধি : এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমগুলি বাতাস সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কখনও ধুলো, ছত্রাক এবং অ্যালার্জেন বহন করে। এসির ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার না করা হলে এগুলি অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। ফলে চোখ থেকে জল পড়া, চোখে লালভাব, চুলকানি হয়। বিশেষ করে যাঁরা কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যেতে পারে।

এসিতে থেকেও চোখ সুরক্ষিত রাখার উপায়

চোখের সুরক্ষার জন্য আপনাকে এসির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে না। নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি চোখ সুস্থ রাখতে পারেন -

হাইড্রেটেড থাকুন : প্রচুর পরিমাণে জল খেলে চোখ সহ শরীরের আর্দ্রতার মাত্রা বজায় থাকে। তাই দিনে কমপক্ষে ২-৩ লিটার জল খাওয়া উচিত।

হিউমিডিফায়ার ব্যবহার : হিউমিডিফায়ার বাতাসে আর্দ্রতা যোগ করে, অতিরিক্ত শুষ্কতা রোধ করে। আপনার ঘরে বা অফিসে এটি রাখলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বজায় থাকে এবং শুষ্ক চোখের সমস্যাকেও প্রতিহত করতে সাহায্য করে।

এসির তাপমাত্রা : বিশেষজ্ঞদের মতে, এসির তাপমাত্রা কখনোই ২৩ ডিগ্রির থেকে কম করা উচিত নয়। যে ঘরে এসি রয়েছে, সেখানে একটি জলের পাত্র রাখতে পারেন। এতে ঘরে আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় থাকবে। এসি ব্লোয়ারের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

স্ক্রিন টাইম থেকে বিরতি নিন : কম্পিউটারে কাজ করার সময় বা টিভি দেখার সময় আমরা কম চোখের পলক ফেলি, যা শুষ্ক চোখকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে ২০-২০-২০ নিয়মটি মেনে চলার চেষ্টা করুন। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ২০ ফুট দূরে থাকা কোনও কিছুর দিকে ২০ সেকেন্ডের জন্য তাকান ও চোখের পলক ফেলুন। এতে চোখের চাপ কম হবে এবং শুষ্কভাবও কমবে।

নিয়মিত চোখের ড্রপ ব্যবহার : লুব্রিকেটিং আইড্রপ চোখকে আর্দ্র রাখতে এবং শুষ্কতা দূর করতে সাহায্য করে। আপনি যদি চোখে ঘনঘন জ্বালা অনুভব করেন, তাহলে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার জন্য উপযুক্ত আইড্রপ ব্যবহার করুন।

প্রতিরক্ষামূলক চশমার ব্যবহার : আপনি যদি দীর্ঘসময় ধরে এয়ার কন্ডিশনিং ঘরে বসে কম্পিউটারে কাজ করেন, তাহলে চোখের চাপ কমাতে ব্লু লাইট ফিল্টারযুক্ত চশমা ব্যবহার করুন।

কনট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার সীমিত করা : এসি ঘরে দীর্ঘসময় ধরে কনট্যাক্ট লেন্স পরে থাকলে শুষ্ক চোখের লক্ষণগুলি আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই মাঝমধ্যে চশমা পরার অভ্যাস করুন এবং লুব্রিকেটিং আইড্রপ ব্যবহার করুন।

নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করান : যদি আপনি চোখে জ্বালাপোড়া বা শুষ্কভাব অনুভব করেন তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা আপনার চোখকে সুস্থ রাখতে এবং জটিলতা প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস

ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন-এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার চোখ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ওমেগা-থ্রির উৎস মাছ, তিসির বীজ, আখরোট, ভিটামিন-এ যুক্ত খাবার যেমন গাজর, পালং শাক, মিষ্টি আলু, হাইড্রেটিং খাবার যেমন শশা, কমলা, তরমুজ, বিভিন্ন মরশুমি ফল, শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রাখুন।

বর্তমান যুগে এয়ার কন্ডিশনিং দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। তাই এসি ব্যবহার করেও চোখ সুস্থ রাখতে হলে জীবনযাত্রার সামান্য পরিবর্তন করে অনায়াসেই চোখের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

মাড়ির রোগ থেকে হৃদরোগের ঝুঁকি

মাড়ির রোগ পিরিয়ডন্টাল ডিজিজ নামে পরিচিত। এই রোগ বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে এই রোগ শুধু মুখেরই সমস্যা নয়, বরং গবেষণা বলছে, মাড়ির রোগের সঙ্গে হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে। হার্ভার্ড হেলথের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাদের মুখের স্বাস্থ্য ভালো নয় তাঁদের হৃদরোগের হার বেশি।

মাড়ির রোগ এবং হৃদরোগের মধ্যে সম্পর্ক বেশ জটিল। যদিও গবেষণা অনুযায়ী, এদের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ রয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট নয় যে, মাড়ির রোগ কি সরাসরি হৃদরোগের কারণ, নাকি কিছু সাধারণ ঝুঁকির কারণ যা উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, মাড়ির রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটিরিয়া রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং রক্তনালিতে প্রদাহ তৈরি করে, যা থেকে সম্ভবত হার্টের সমস্যা হতে পারে। আবার অন্য বিজ্ঞানীদের মতে, এর জন্য ব্যাকিটিরিয়া নিজে দায়ী নয়, বরং দায়ী মাড়ির রোগের প্রতি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া যা রক্তনালির ক্ষতি করতে পারে। এটাও হতে পারে, মাড়ির রোগ ও হৃদরোগের মধ্যে সরাসরি কোনও সংযোগ নেই, কিন্তু এদের ঝুঁকির কারণগুলি একই। যেমন- ধূমপান মাড়ি ও হার্ট উভয়ের জন্য খারাপ। কারও বা পারিবারিক ইতিহাসের কারণে উভয় রোগ হওয়ার প্রবণতা থাকে। এছাড়া সামগ্রিক স্বাস্থ্যের যত্ন না নিলে, নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে মাড়ি ও হৃদরোগ, উভয়েরই ঝুঁকি

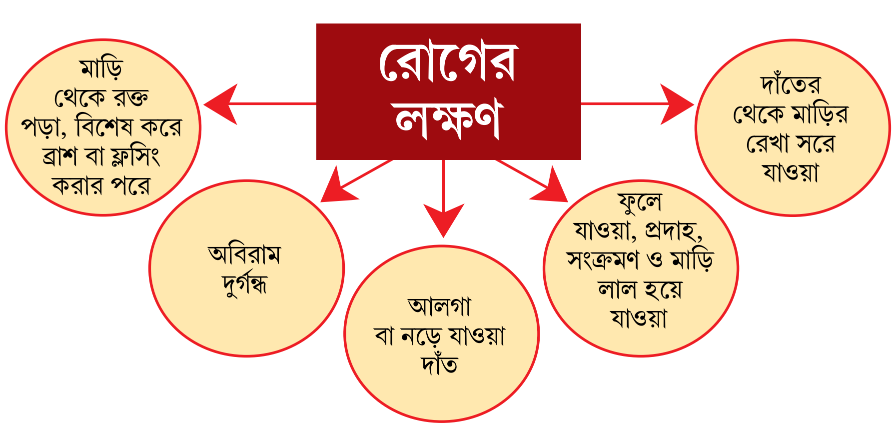

ঝুঁকির কারণ

- **ধূমপান :** তামাকের ব্যবহার মুখের ব্যাকটিরিয়ার প্রতি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয় এবং হৃদরোগে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
- **ডায়াবিটিস :** যাদের ডায়াবিটিস রয়েছে তাদের মাড়ির রোগের ঝুঁকির পাশাপাশি হৃদযন্ত্রেও সমস্যা হতে পারে।
- **ওবিসিটি :** শরীরের অতিরিক্ত চর্বি সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেশন ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে উত্তেজিত করে, যা হৃদরোগে অবদান রাখে।
- **খারাপ খাদ্যাভ্যাস :** খাদ্যতালিকায় যদি অত্যধিক শর্করা, অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট রাখেন, প্রক্রিয়াজাত খাবার খান তাহলে মাড়ি ও হৃদরোগ হতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

মাড়ির রোগ প্রতিরোধে ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখা একান্ত জরুরি। এজন্য যা করবেন –

- **দু'বেলা ব্রাশ করা :** সফট-ব্রিসলযুক্ত টুথব্রাশ ও ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করুন।
- **নিয়মিত ফ্লস করা :** প্লাক ও দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবারের কণা সরাতে ফ্লস বেশ উপযোগী।
- **মাউথওয়াশ ব্যবহার :** ব্যাকটিরিয়া কমাতে অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।
- **নিয়মিত দন্ত বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া :** মাড়ির রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসা করাতে নিয়মিত চেকআপ করাবেন।

মাড়ির রোগ সারে কি না

মাড়ির রোগ একেবারে সারে না, তবে চিকিৎসার মাধ্যমে একে কার্যকরীভাবে সামলানো যায়। যদিও দাঁতের চারপাশের কাঠামোয় হওয়ার ক্ষতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। পিরিয়ডন্টাল ট্রিটমেন্ট সংক্রমণ কমাতে পারে এবং আংশিকভাবে হাড় ও টিস্যু পুনরায় গঠন করতে পারে। এছাড়া জেনেটিক্সের একটা ভূমিকা রয়েছে, যে কারণে কারও কারও ওরাল ব্যাকটিরিয়া বা মাড়ির রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি। তবে মাড়ির রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে যে জিঞ্জিভাইটিস হয়ে থাকে, সেটা সেরে উঠতে পারে যদি নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখেন এবং মুখের ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন। জিঞ্জিভাইটিস যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে তত ভালো, তাতে পরবর্তী ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।

- মাড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণে ডিপ ক্লিনিং, অ্যান্টিবায়োটিক্স ও অন্যান্য চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে।
- নিয়মিত হার্ট চেকআপ করাবেন, সমস্যা যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে এবং চিকিৎসা শুরু করা যাবে তত ভালো ফল পাবেন।
- জীবনযাত্রা পরিবর্তন করুন, সুষম খাবার খান এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন। এতে মাড়ি ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে।

ছোট্ট তারা

গিরিরাজ কর্মকার শান্তিনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। অঙ্কন ও খেলাধুলোয় আগ্রহী সে। দৌড় সহ একাধিক খেলার অনুশীলন করে সে।

লাগাতার লোডশেডিংয়ে বিনিদ্র বীরপাড়া

বিদ্যুৎ দপ্তরে ভুক্তভোগীরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ জুলাই : বীরপাড়ায় লোডশেডিং যেন রোজকার ভোগান্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। শনিবার রাতে বীরপাড়ার কোনও মহল্লায় দু'ঘণ্টা, কোনও মহল্লায় ৪ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ ছিল না। অসহ্য গরম এবং আর্দ্রতায় হাঁসফাঁস করছিলেন হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে সুভাষপল্লির জনাবিশেক বাসিন্দা রাত বারোটা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বীরপাড়ার অফিসে হানা দেন। অবশ্য এত রাতে কোনও আধিকারিককে পাওয়া যায়নি। সমস্যা নিয়ে রবিবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াও সরগরম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বীরপাড়ায় প্রতি রাতেই লোডশেডিং হচ্ছে। আর তার ফলে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রেললাইনের উত্তরদিকের সুভাষপল্লি এবং কলেজপাড়ার বাসিন্দাদের। সুভাষপল্লির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হলেও বিদ্যুৎ থাকছে না। শনিবার রাত সাড়ে ন'টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। প্রচণ্ড গরমে ঘুমোতে পারেননি কেউ। অবশেষে আমাদের পাড়ার কয়েকজন বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে যান। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিককে ফোন করেও সাড়া পাইনি। অথচ চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার মতো কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেনি।'

সমস্যার কারণ জানতে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বীরপাড়ার স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট (এসএস) ভিকি কুমারকে একাধিকবার ফোন করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি। তাই তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

তবে সুভাষপল্লিরই আরেক বাসিন্দা সমীর সাহা বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। হাতপাখা ব্যবহার করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বয়স্ক ও শিশুদের। তাই শনিবার রাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে গিয়েছিলাম সমস্যার কথা জানাতে।' আর সুভাষপল্লির বাসিন্দা তরুণ গুহ নিয়োগীর বক্তব্য, 'মাস দেড়েক ধরে ওই সমস্যা বেড়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কখনও গাছের ডাল ভেঙে পড়া, কখনও ১১ হাজার ভোল্টেজের লাইনে সমস্যার কথা বলেন। কিন্তু এনিয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।'

কলেজপাড়ার দীপঙ্কর সরকারের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট সময়ে মোটা অঙ্কের টাকা বিল হিসেবে দিতে হচ্ছে। বিল দিতে দেরি হলে সংযোগ কেটে দেয় বিদ্যুৎ দপ্তর।

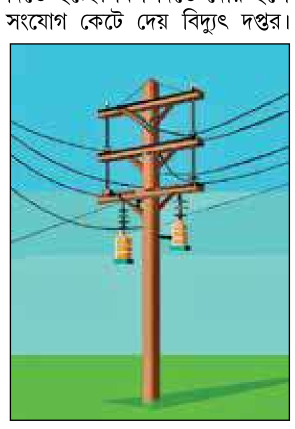

ভোগান্তি

- শনিবার রাতে বীরপাড়ার কোনও মহল্লায় দু'ঘণ্টা, কোনও মহল্লায় ৪ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ ছিল না
- অসহ্য গরম এবং আর্দ্রতায় হাঁসফাঁস করছিলেন হাজার হাজার মানুষ
- সুভাষপল্লির জনা বিশেক বাসিন্দা রাত বারোটা নাগাদ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বীরপাড়ার অফিসে হানা দেন
- অবশ্য এত রাতে কোনও আধিকারিককে পাওয়া যায়নি

তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া আমরা এধরনের সমস্যা পোহাব কেন? সবচেয়ে বড় কথা রেললাইনের দক্ষিণদিকের মহল্লাগুলিতে এত বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে না। সবচেয়ে বেশি সমস্যা কলেজপাড়া ও সুভাষপল্লিতে। মেঘ ডাকলেই বিদ্যুৎ থাকে না। এটা মানা যায় না।'

তবে উলটোদিকেও যে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। রেললাইনের দক্ষিণদিকের মহল্লা দেবীগড়ের স্বরূপ দত্ত বললেন, 'শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। প্রচণ্ড গরমে আমরা ঘুমোতে পারিনি।'

শিক্ষক সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : রবিবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ফালাকাটা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ফালাকাটা জোনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফালাকাটা উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। ব্লকের ১৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ পড়ুয়া অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতাটি মোট ২৭টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, গদ্যাংশ পাঠ, অঙ্কন এবং প্রবন্ধ রচনা। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা ২৭ জুলাই আলিপুরদুয়ারের নিউটাউন গার্লস স্কুলে জেলা পর্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের ফালাকাটা আঞ্চলিক শাখার সহ সভাপতি রাধাগোবিন্দ মোদক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রবীর রায়চৌধুরী ও নারায়ণ সরকার, জেলা শাখার সদস্য রাজশ্রী সরকার, বাঁধনচন্দ্র দে, নারায়ণ দাস এবং সুজিত চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সুভাষ সেনগুপ্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রজত জয়ন্তী

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা হল। এজন্য রবিবার সারাদিন নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। সকালে একটি জনসচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই র‍্যালিতে ফালাকাটার দুটি এসএসবি ক্যাম্প থেকে জওয়ানরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফালাকাটার তিনটি ট্রাফিক পয়েন্টে জনসাধারণের সেবার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স প্রদান করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সভাপতি ডাঃ স্বপনকুমার রায় বলেন, 'আমাদের ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এদিন আমরা কৃষকদের সংবর্ধনা দিয়েছি। এছাড়াও দুঃস্থ অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য আরোগ্য নিকেতন নামে একটি নতুন প্রকল্পও আমরা শুরু করেছি।' এদিন লায়ন্স ক্লাবের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান হয় ফালাকাটা ক্ষুদ্র পাট ব্যবসায়ী সমিতির ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ফালাকাটার সম্পাদক সোমনাথ গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ সৌরভ দত্ত সহ অন্যরা।

কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে তিনদিনের আঙ্গিকভিত্তিক লোকশিল্পীদের কর্মশালা শেষ হল রবিবার। রবীন্দ্রমঞ্চে আয়োজিত সেই কর্মশালায় গত তিনদিন ধরে মেচ লোকনৃত্য, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ ও আলোচনা হয়। মোট ৫০ জন অংশ নিয়েছিলেন।

রবিবারের একপশলা বৃষ্টিতে দ্বীপচরে ফিরল জল-যন্ত্রণার সেই চেনা ছবি। ছুটির দিনে জমা জলে থার্মোকলের বাক্স ভাসিয়ে খেলায় মগ্ন দুই খুদে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

রবিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	১৫
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১

পুণ্যার্থীদের শরবত

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন-এর ফালাকাটা শাখার পক্ষ থেকে জল্পেশযাত্রী পুণ্যার্থীদের শরবত খাওয়ানো হল। রবিবার ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড় এলাকায় এর জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবিরের আয়োজন করা হয়। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, 'এদিন আমরা প্রায় ৩০০০ পুণ্যার্থীকে শরবত খাওয়াই। শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবারই আমাদের এমন কাজ করার পরিকল্পনা আছে।' এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ফালাকাটার সভাপতি নিধু বৈদ্য, সম্পাদক বাদল গোপ সহ প্রীতি বর্মন, পায়েল পাল, তমাল দাস প্রমুখ।

শোলে সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়ালগটার কথা মনে আছে? 'সর্দার ম্যায়নে আপকা নমক খায়া হ্যায়'? কালিয়ার সেই কথাটা কিন্তু এখন আর বুক ঠুকে বলতে পারবেন না ফালাকাটার বাসিন্দারা। সমস্ত ব্যঞ্জনে তাঁরা নুন খাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু কোন কোম্পানির নুন খাচ্ছেন, সেটা বলা মুশকিল।

কার নুন খাই...

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : মাঝেমধ্যেই খাবারে ভেজাল আছে বলে শোনা যায়। কিন্তু ফালাকাটাতে এবার চর্চা শুরু ভেজাল নুনের খবর নিয়ে। ফালাকাটার গণ্ডি পেরিয়ে এই ভেজাল লবণ এখন ছেয়ে গিয়েছে উত্তরের বিভিন্ন জনপদে। শনিবার পুলিশি হানায় ফালাকাটা থেকে বিপুল পরিমাণে ভেজাল নুন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর এই খবর রবিবার চাউর হতেই আতঙ্কিত ফালাকাটার বাসিন্দারা। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে এই ভেজাল লবণই কি খেয়ে চলেছেন তাঁরা? অজান্তেই এই নুন খেয়ে শিশু থেকে বয়স্ক, কারও স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

শহরের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক স্বরূপ দাসের কথায়, 'আমরা যত ধরনের খাবার খাই প্রায় সবকিছুতেই লবণ ব্যবহার করি। বাচ্চা, বয়স্ক সবাই ওই লবণ দেওয়া খাবারই খাই। কিন্তু এখন শুনছি লবণেও ভেজাল। এই ভেজাল লবণ খেয়ে আমাদের কী যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, জানি না।'

এই ভেজাল নুন খেলে কী হয়? কতটা ক্ষতি হয় শরীরের? এইসব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ফালাকাটার নাগরিকদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল কারবারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চোখ কপালে উঠেছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'নুনে আয়োডিন থাকে। আর এই আয়োডিন আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। থাইরয়েড হরমোনের একটি অপরিহার্য উপাদান এই আয়োডিন। কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত ভেজাল নুনে সঠিক পরিমাণ আয়োডিন থাকে না। তাই মানুষের শরীরে তা প্রবেশ করে একাধিক রোগ তৈরি করতেই পারে। দীর্ঘদিন ধরে খেলে সমস্যা বাড়তেও পারে।'

এর আগে, ২০২২ সালেও ফালাকাটা থেকেই প্রচুর পরিমাণে ভেজাল নুন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পরেই শহরজুড়ে ভেজাল নুনের কারবার বন্ধ করার ও কড়া নজরদারির দাবি ওঠে। কিন্তু অভিযোগ, প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নুন সহ নানা খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে ভেজালের কারবার ফেঁদে বসেছে। তিন বছর পর ফের শনিবার এই ভেজাল ব্যবসার বিষয়টি প্রকাশ্যে এল। আর এর পরেই শহরজুড়ে ভেজালের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান করার দাবি উঠেছে। শহরের বাসিন্দা গৃহবধূ প্রতিমা সরকারের কথায়, 'বাড়ির কর্তা দোকান থেকে যা লবণ আনেন, তা দিয়েই রান্না করি। এখন বাজারে যদি ভেজাল লবণ বিক্রি হয় সেটা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতা নেই। তবে পুরসভা, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তরের উচিত এই মুহূর্তে ফালাকাটায় লাগাতার অভিযান করা। ভেজাল লবণ থাকলেই বাজেয়াপ্ত করা।'

শহরবাসী আশঙ্কা করছেন, শুধু নুন নয়, এর সঙ্গে বিস্কুট, তেল, বনস্পতি তেল সহ আরও নানা খাবারের মধ্যেও ভেজাল চলছে দেদারে। এদিকে, রবিবার ভেজাল নুনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শহরজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি এদিন শহরের মুদিখানার দোকানগুলিতে গিয়েও নাগরিকরা খোঁজখবর নেন। দোকানে ভেজাল নুন আছে কি না তাও জানতে চান। বিশেষ করে ফালাকাটা হাটখোলা, দিনবাজার, দুলাল দোকান প্রভৃতি এলাকার ব্যবসায়ীরা ভেজাল নুন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ছেন বলে জানিয়েছেন। হাটখোলার একটি মুদির দোকানের মালিক শ্যামল সাহার অসহায় প্রশ্ন, 'আমরা মহাজনদের থেকে প্যাকেট করে পাইকারি দরে লবণ কিনে এনে বিক্রি করি। তাতে ভেজাল আছে কি না আমরা কী করে বুঝব?' এদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নান্টু তালুকদার বলেন, 'ব্যবসায়ীদের কোনও অসাধু কাজকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। অভিযোগ উঠলে আমরাও সংগঠনগতভাবে খতিয়ে দেখে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলব।'

নজরদারি কোথায়?

ন্যাশনাল আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কন্ট্রোল প্রোগ্রামে কয়েকদিন আগে রাজ্য থেকে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বলা হয়, প্রতি মাসে ন্যূনতম ২০ জন বিক্রেতার কাছ থেকে নুনের নমুনা পাঠাতে হবে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু আলিপুরদুয়ার বা ফালাকাটা থেকে এমন নমুনা কোনওদিন পাঠানো হয়েছিল কি না তা জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের জানা নেই।

পেট বড় বালাই, সিনেমা ছেড়ে বিরিয়ানি বিক্রি সুব্রতর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ জুলাই : নেশা নাকি, পেশা। পেটের টান অনেকসময়ই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর জীবন সংগ্রাম যে কতটা কঠিন তা বোঝা যায় ৩৪ বছরের সুব্রত সন্ন্যাসীকে দেখলে। পেটের টানে রুপোলি পর্দায় অভিনয় ছেড়েছেন তিনি। এখন ফালাকাটার ফুটপাথে হাতে টানা গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়েন বিরিয়ানি বিক্রি করতে। সুব্রতর কথায়, 'অভিনয়টা আমার রক্তে। তাই পেটের টানে বিরিয়ানির দোকান করেও থিয়েটারটা চালিয়ে যেতে চাই। তবে জানি না কতদিন এভাবে চলবে।'

৭-৮ বছর আগে ফালাকাটার সুব্রত কলকাতার একটি থিয়েটারের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি একটি সিরিয়াল তৈরির দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যে অভিনয় করার সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু করোনা অনেকের মতো তাঁর জীবনের মোড়ও ঘুরিয়ে দেয়। কলকাতায় কাজ না পেয়ে তিনি সোজা চলে আসেন ফালাকাটার রামকৃষ্ণ স্মরণীর বাড়িতে। মা-বাবাকে নিয়ে সংসার চালাবেন কী করে? তাই শেষে ইউটিউব থেকে দেখে বিরিয়ানি বানিয়ে ডেলিভারি করার পরিকল্পনা নেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ওই সময় আনুমানিক ১ বছর ধরে বিরিয়ানি বানিয়ে হোম ডেলিভারি করতে লাগলেন। বিরিয়ানির ব্যবসায় ভালো আয়ও হল।

জমানো টাকা নিয়ে সুব্রত আবার বেরিয়ে পড়লেন তাঁর স্বপ্নের উদ্দেশ্যে। অভিনয়ের জগতে আবার ফিরতে চাইলেন তিনি। আবার গেলেন কলকাতায়। কলকাতায় গিয়েই সুব্রত পূর্বরঙ্গ নামে একটি থিয়েটারের দলে ঢুকে পড়েন। এমনকি অভিনয় করার সুযোগের পাশাপাশি পারিশ্রমিকও পেতে থাকেন। শুরু হয় তাঁর সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তুতি। দুটি বাংলা সিরিয়াল এবং ১টি বাংলা সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগও তৈরি হয়। তবে ভাগ্য সবসময় সাথ দেয়নি। আর কাজ পাচ্ছিলেন না সুব্রত।

আর তার মাঝেই কলকাতা ছেড়ে অভিনয়ের জন্য তিনি চলে আসেন ফালাকাটায়। স্থানীয় 'মানসাই' নামের একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে অভিনয় করেন। 'তোর অপেক্ষায়'-এর মতো জনপ্রিয় সিনেমাতেও পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। পাশাপাশি চালিয়ে যেতে থাকেন ইউটিউবও। অভিনয় করলেও পাচ্ছিলেন না পারিশ্রমিক। তাই উপায় না পেয়ে সুব্রত এখন ধূপগুড়ি মোড়ে বিরিয়ানির দোকান চালাচ্ছেন। বিরিয়ানির দোকান শেষ করে এখন নাটক, নাচ, গানে অভিনয় করছেন। ওই সংস্থার কর্ণধার অঙ্কুর বিশ্বাসের কথায়, 'সুব্রত একজন দক্ষ অভিনেতা। কিছু কারণে তিনি হয়তো সিনেমার অভিনয়টা ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আমি ওঁকে অভিনয়টা চালিয়ে যেতে বলেছি।'

ধূপগুড়ি মোড়ে বিরিয়ানির দোকান চালাচ্ছেন সুব্রত সন্ন্যাসী।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে চলছে কেনাকাটা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে।

পুজোর বাকি মাস দুয়েক, এখন থেকেই ব্যস্ততা শুরু কুমোরটুলি ও ক্লাবে ক্লাবে

স্টিরিওটাইপ ভাঙছেন সুশান্তরা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : কুমোরটুলির অলিগলিতে ঘুরলে একটা আক্ষেপ মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। তা হল, নতুন প্রজন্ম নাকি আর এই পেশায় আসতে চাইছে না। কিন্তু আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাগঞ্জ সংলগ্ন নোনাই পালপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, অন্যরকম ছবিও আছে। কুমোরটুলির সুশান্ত পাল, অংশু পাল, বিশ্বজিৎ পালরা এই কাজকেই নিজেদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন।

আলিপুরদুয়ারের আবহাওয়া এখন খানিকটা অদ্ভুত। একদিকে ভ্যাপসা গরমের জন্য তীব্র অস্বস্তি। মাঝে মাঝে আবার বৃষ্টিও হচ্ছে। এদিকে এবছর তো পুজো অনেকটাই তাড়াতাড়ি। পুজো যত এগিয়ে আসছে ততই যেন তৎপরতা বাড়ছে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের। আর এই কাজে বাড়ির বড়দের সমানতালে সহযোগিতা করে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম। রবিবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে শহরের শোভাগঞ্জ সংলগ্ন নোনাই পালপাড়ায় অবস্থিত কুমোরটুলিতে গিয়ে দেখা গেল, বাবার সঙ্গে প্রতিমা গড়ায় ভারী ব্যস্ত বছর বাইশের অংশু পাল। গতবছরই তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'এই পেশা আমাদের পরিবারের পেশা। আর আমি পরিবারের পেশা ধরে রাখতে চাই।' এখন নয়, সেই নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই প্রতিমা গড়ার কাজ করে আসছেন অংশু।

অংশু কিন্তু কোনও ব্যতিক্রম নন। সেখানেই দেখা হল আরেক শিল্পী সুশান্ত পালের সঙ্গে। বয়সে তিনিও তরুণ। আর মৃৎশিল্পী বাবার পেশাকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বললেন, 'আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছি। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে বাবার কাজকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। আগামীতে এই কাজকে আরও প্রসারিত করতে চাই।'

বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে যখন নবীন প্রজন্ম কলেজ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর বাপ-ঠাকুরদার পেশা বেছে নিচ্ছে না, সেখানে অংশুরাই ব্যতিক্রম। একথা মানছেন খোদ অংশুর বাবাই। অংশুর বাবা অনিল পালের কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রেই যখন আগামী প্রজন্ম এই মাটির কাজের প্রতি সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তখন ও আমাদের কাজে অনেকটাই সহযোগিতা করে।' আরও বললেন, 'ছেলে যখন স্কুলে পড়াশোনা করত, তখন থেকেই তার এই কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল। এখন আমাদের কাজে সহযোগিতা করে।'

শহরের নিউটাউন লেবুবাগান এলাকার এক মৃৎশিল্পালয়ে কাজ করছেন বিশ্বজিৎ পাল। তিনিও পড়াশোনা শেষ করার পর এই কাজ শুরু করেছেন। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলায় দাদুর কাছ থেকে দেখে দেখে শিখেছি। এই কাজ করতে আমার ভালো লাগে।'

প্রতিমা গড়ায় মগ্ন তরুণ। আলিপুরদুয়ারে।

থিমে চাষি

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলোর কথা বলতে গেলে হোয়াইট হাউস ক্লাবের কথা না বললেই নয়। পুজোর এখনও মাস দুয়েক বাকি থাকলেও রবিবার থেকেই তারা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

এবছর হোয়াইট হাউস ক্লাবের পুজো ৪৭তম বর্ষে পড়েছে। তাদের থিম এবার 'আশায় বাঁচে চাষা'। থিমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা জানালেন, গোটা ভারতবর্ষ চাষিদের ওপর নির্ভর করে চলে। অথচ তাঁদেরই সম্মান দেওয়া হয় না। তাই এবার তাঁদের নিয়ে থিম হচ্ছে। ৪০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ। বাঁশ, কাঠ, কাপড়, ধান সহ চাষের সমস্তকিছু দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হতে চলেছে। সেই সঙ্গে ১২ ফিট উচ্চতার সাবেকি প্রতিমা থাকবে। এছাড়া, চন্দননগরের আলোকসজ্জাও থাকবে এবার। পাশাপাশি পুজোর ৪ দিনে নানারকম অনুষ্ঠান থাকবে। উদ্বোধন, দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ, ভোগ বিতরণ করা হবে। আর এবারের বাজেট আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকা। আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার মণ্ডপশিল্পীরা মণ্ডপের কাজ করবেন।

ওই ক্লাবের পক্ষে পাপাই দাস বললেন, 'এদিন কাজের সূচনা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এবারের আমাদের দুর্গোৎসবের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল। আশা রাখছি এবারের থিম দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে।'

দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে ক্লাবে ক্লাবে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। এদিন হোয়াইট হাউসের পুজোর সূচনায় ক্লাবের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

ঘরের কাছে কাজ নেই, ভিনরাজ্যে ‘পুলিশি জুলুম’-এর ভয়

হরিয়ানায় দুই শ্রমিক হেপাজতেই

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জুলাই : শনিবার গভীর রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকায় আটক ৩ জনকে ও রবিবার দুপুরে আরও ৫ জনকে গুরুগ্রাম থানার পুলিশ ছেড়ে দিলেও এখনও মুক্তি পাননি দুইজন। ওই দুইজনই কোচবিহারের বাসিন্দা। ফলে এখনও বেশ উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে গুরুগ্রামের সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মহল্লা সহ ধৃতদের পরিজনরা। গত শনিবার হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকার এক শ্রমিক মহল্লা থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে ১০ জনকে আটক করে নিয়ে যায় গুরুগ্রাম সেক্টর ৬৫ থানার পুলিশ। এর মধ্যে ৮ জন কোচবিহারের বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনাটি জানার পরই কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের উদ্যোগে কোচবিহার পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বিষয়টি নিয়ে গুরুগ্রাম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ধৃতদের যাবতীয় নথিপত্র সেখানে পাঠানো হয়।

এবিষয়ে পার্থপ্রতিম বলেন, ‘কাগজপত্র থাকার পরেও বাংলার শ্রমিকদের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় যেভাবে হয়রান করা হচ্ছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশি সন্দেহে শনিবার গুরুগ্রামে আটক ১০ জন বাসিন্দার সমস্ত নথিপত্র পাঠানোর পরেও পুলিশ এখনও দুইজনকে ছাড়েনি। তাঁরা কোচবিহারের দিনহাটার গারোলঝোরা ও ওকরাবাড়ির বাসিন্দা।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘বাংলা ভাষা ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত। কিন্তু তারপরেও এই রাজ্যের বিভিন্ন বাঙালি বাসিন্দাদের বিজেপি শাসিত নানা রাজ্যে আমানবিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।’

পরিযায়ীদের স্বস্তি একমাত্র কেরলে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২০ জুলাই : তৃণমূল অভিযোগ তুলছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বারবার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে। তবে একা বিজেপির ঘাড়েই বা দোষ চাপে কেন? বাঙালি পরিযায়ীদের নিগ্রহে ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের শরিক আপ শাসিত রাজ্যও তো কম যায় না। তাহলে কোনও জায়গাই কি এ রাজ্য থেকে বাইরে কাজের সন্ধানে যাওয়া শ্রমিকদের কাছে নিরাপদ নয়? পরিযায়ীদের কাছেই জানতে চাওয়া হলে উত্তরে উঠে আসছে কেরলের নাম।

জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ রয়েছে বাম শাসিত কেরলে। আর দিল্লি বা হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া এ জেলার পরিযায়ীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিন্তু কেরলে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ীদের অভিজ্ঞতা মিলছে না। উলটে কেরল পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে তাঁদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কেরলে ভরসা পাচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলার বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা। সেইসঙ্গে অবশ্য কর্ণাটক, সিকিম বা ত্রিপুরায় কাজে যাওয়া শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেও আশঙ্কাজনক কিছুই মেলেনি। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মিশ্র অভিজ্ঞতার কথা শোনা গিয়েছে শ্রমিকদের মুখে।

কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজে যুক্ত রাজগঞ্জ ব্লকের চাউলহাটি ভীমভিটার মহম্মদ রাহুল, মোকসেদ আলি, ওমর আলি, তপন রায়ের মতো শতাধিক তরুণের মুখে হেনস্তা দূরের কথা বরং নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ের সুরও শোনা যায়নি। ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়ির সমীর দেবনাথ, রাজাডাঙ্গার সুশান্ত শর্মা, রমু রায়, বানারহাট ব্লকের নির্মাণশ্রমিক মহসেন আলির মুখেও শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কেরলের ছবি ফুটে উঠেছে। মাটিয়ালি ব্লকের মণিরুল ইসলামও দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন কেরল পুলিশ প্রশাসনকে।

আশার আলো

- জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ রয়েছে বাম শাসিত কেরলে
- দিল্লি বা হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া এ জেলার পরিযায়ীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা মিলছে না
- উলটে কেরল পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে তাঁদের সহযোগিতা করা হচ্ছে
- সেই আশ্বাসে ভরসাও পাচ্ছেন এ রাজ্যের শ্রমিকরা

একটা বিষয় পরিষ্কার, নির্দিষ্ট কোনও সংস্থা বা স্থানীয় কারও অধীনে কাজ না করে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেই বিপদের আশঙ্কা থাকছে। নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিয়ালি বস্তির সঞ্জীব বর্মন সহ এলাকার ২৫ জন এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের পুনের কাছে এক এজেন্সির অধীনে উড়ালপুলের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে রয়েছেন। সঞ্জীব বললেন, এলাকা নিরিবিলি হলেও নিরাপত্তার অভাব নেই। তবে আমাদের নিয়ে স্থানীয় মানুষের একাংশের চাউনি ও কথায় সন্দেহের আঁচ পাই। সেটা আমাদের বাংলায় কথা বলতে শুনে কি না জানি না।’

মহারাষ্ট্রে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বানারহাট ব্লকের দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরার সুনন্দ রায় বলেন, ‘মুম্বইয়ে বেশিরভাগ শ্রমিক স্থানীয় দাদাদের অধীনেই কাজ করেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যারা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে তাদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।’ পুনের কাছে এক রেস্তোরাঁর কর্মচারী ময়নাগুড়ি মাধবডাঙ্গার বিশ্বজিৎ বর্মন তো এলাকায় পরিচিত ‘বাঙালিবাবু’ নামেই। একইরকমভাবে সিকিম বা ত্রিপুরায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের মুখে স্থানীয় প্রশাসনের প্রশংসাই শোনা গিয়েছে।

কর্ণাটকে কাঠমিস্ত্রির কাজে যুক্ত ময়নাগুড়ির সুমন সরকার বা বেঙ্গালুরুতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজে যুক্ত ধূপগুড়ি ব্লকের জয়ন্ত রায়ের মুখেও ইতিবাচক সুর কর্মস্থল নিয়ে। কর্ণাটকের সুমাগা শহরে রাজমিস্ত্রির কাজে যুক্ত ময়নাগুড়ি রোড এলাকার শ্যামল রায় তো বলেই ফেললেন, ‘বিপদে-আপদে স্থানীয় মানুষ দারুণ সহায়তা করে আমাদের।’

তাহলে এতজনের অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির থেকে আলাদা কেন? দীর্ঘদিন ধরে চা বলয় থেকে ভিনরাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা ভিক্টর বসু মনে করেন, ‘চা বলয়ের অনেকেরই মাতৃভাষা বাংলা নয়। হয়তো সেকারণে এখনও সমস্যার খবর মেলেনি।’

আটক চাঁচলের ছয়, নিখোঁজ এক

চাঁচল ও ডালখোলা, ২০ জুলাই : ফের ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে একদল পরিযায়ী শ্রমিকের হেনস্তার শিকার হওয়ার খবর উঠে এল। এক শ্রমিক আবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজও হয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। পৃথক দুই রাজ্যের দুটি ঘটনায় চরম উদ্বেগে মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের সাতটি পরিবার। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার গুরুগ্রামে বাংলাদেশি সন্দেহে মালদার চাঁচলের ছয় পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করেছে স্থানীয় পুলিশ। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে নিখোঁজ হয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার এক পরিযায়ী শ্রমিক। দুটি ঘটনাই ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর বাড়তে থাকা নিরাপত্তাহীনতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

চাঁচলের মুলাইবাড়ি, বাকিপুর ও শ্রীপতিপুর গ্রামের আনিসুর রহমান, মুকুল হোসেন, নুর আলম, আলম আলি, নাজিমুল হক ও হবিবুর রহমান বিজেপি শাসিত হরিয়ানার গুরুগ্রামের সেক্টর ২০-তে দীর্ঘ সাত-আট বছর ধরে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। পরিবার সহ সেখানেই থাকতেন তাঁরা। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে হরিয়ানা পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের আটক করে। পরদিন সকালে তাঁদের স্থানান্তর করা হয় অন্য থানায়। পরিবারের সদস্যরা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জমির দলিল ও রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট জমা দিলেও তাতে মুক্তি মেলেনি। উলটে তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। পরে টাকার বন্দোবস্ত করলেও আটক শ্রমিকদের মুক্তি মেলেনি বলে দাবি পরিবারের। এদিকে, ডালখোলার চিনহাস গ্রামের বাসিন্দা সৈকত রায় দিন দশেক আগে মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন।

সাধু বেশে কুম্ভে লুকিয়ে ছিলেন বাবলু

বাবলা খুনে নয়া তথ্য

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ জুলাই : পুলিশের চোখে ধুলো দিতে খুনের পর সাধুর বেশ ধারণ করে কুম্ভমেলায় গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন বাবলা খুনের অন্যতম অভিযুক্ত বাবলু যাদব। পুলিশি জেরায় এমনই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যের খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। এমনকি এই সময়ের মধ্যে ভাগলপুরের একটি নার্সিংহোমে বাবলুর গলব্লাডারের অপারেশনও হয়েছে বলে জেরায় জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় বাবলুর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা জানতে ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পথে হাঁটতে পারেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি মালদা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এই ঘটনায় মূল চক্রী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয় ইংরেজবাজার টাউন তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মাকে। মালদা শহরের বুকে এই খুনের ঘটনায় জানুয়ারি মাসেই ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ফেরার ছিলেন অন্যতম দুই অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন ও বাবলু যাদব। এই দুই পান্ডার খোঁজ পেতে ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে মালদা জেলা পুলিশ। গত ২৪ এপ্রিল কাটিহারের আজমগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রোহনকে। কিন্তু তারপরেও বাবলু যাদবের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘটনার প্রায় সাড়ে ছয় মাস পর গত শুক্রবার মালদা জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন বাবলু। তারপরই আদালতে আবেদন করে বাবলুকে ৬ দিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

হেপাজতে নিয়ে বাবলু যাদবকে দফায় দফায় জেরা শুরু করেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। জেরায় বাবলু পুলিশকে জানিয়েছেন, খুনের ঘটনায় যুক্ত সকলেরই প্রথমে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। সেখানেই পালানোর বিষয়ে পরবর্তী প্ল্যানিং করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই মানিকচক থেকে দুই পান্ডার গ্রেপ্তার হওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তদের খোঁজ পেতে পুলিশ যে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কল্পনাও করতে পারেননি অভিযুক্তদের কেউই। বাধ্য হয়ে ঘটনার দিন রাতেই শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন ধরে ভাগলপুরে চলে যান বাবলু। সেখান থেকে কখনও রাঁচি, কখনও ধানবাদ, কখনও সাহেবগঞ্জ, কখনও ভাগলপুরে ছুটে বেড়িয়েছেন বাবলু। পুলিশি জেরায় আরও উঠে এসেছে, রোহনের মতো বেশ কয়েকদিন কুম্ভমেলায় কাটিয়েছেন বাবলা খুনে অন্যতম অভিযুক্ত বাবলু। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বাবলু সেখানে সাধু সেজে অজ্ঞাতবাসের জীবন কাটিয়েছেন। এই সাড়ে ছয় মাস সময়ের মধ্যে ভাগলপুরের একটি নার্সিংহোমে বাবলুর গলব্লাডারের অপারেশনও হয়েছে বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন বাবলু। এমনই বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে জিজ্ঞাসাবাদে। তথ্য সংগ্রহ করে বাবলুর বয়ান মিলিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা। খুনের ঘটনায় বাবলুর ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা যাচাই করতে এই ঘটনার অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার কথা ভাবছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

ঘটনাক্রম

- ২ জানুয়ারি খুন হন মালদার তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার ওরফে বাবলা
- জেরায় বাবলু পুলিশকে জানিয়েছেন, প্রথমে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল
- সেখানেই পালানোর বিষয়ে পরবর্তী প্ল্যানিং করার কথা ছিল
- পুলিশের থেকে বাঁচতে শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন ধরে ভাগলপুরে চলে যান বাবলু
- সেখান থেকে রাঁচি, ধানবাদ, কুম্ভমেলায় গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন
- শেষে শুক্রবার মালদা জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন বাবলু

প্রচার উত্তরকন্যায়

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ক্ষমতা দখলে তৃণমূলকে অপেক্ষা করতে হয় কয়েক বছর। বিজেপি কি পারবে? বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ অবশ্য মনে করেন, ‘রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বৈরাচারী সরকারের পতন শুধু সময়ের অপেক্ষা।’

’২৬-এর লড়াইয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতাকে তিনি যে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ, তা শুভেন্দু ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে তৃণমূল নেত্রী যান, সেখানেই পালটা সভা করেন তিনি। সেই প্রেক্ষাপটেই তৃণমূলের শহিদ দিবস পালনের ২১ জুলাইকে উত্তরকন্যা অভিযানের জন্য তাঁর বেছে নেওয়া। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, যুব মোর্চার কর্মসূচি হলেও তা ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দলনেতাই। এই অভিযান আগামীর লড়াইয়ে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে দাবি শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের। তিনি বলছেন, ‘উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং এখানকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে মাইলফলক হবে এবারের উত্তরকন্যা অভিযান।’ দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, চা বাগানের জমিতে রিসর্ট গড়ে তোলা, প্রকৃতি ধ্বংস, এমন নানান বিষয়কে সামনে রেখে উত্তরকন্যা অভিযানের পরেই ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু হবে। যা সোমবার নির্দিষ্ট করে দেবেন শুভেন্দু। রবিবার নিজের ফেসবুক পেজে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, একুশে জুলাই উত্তরকন্যা চলো।’ উল্লেখ্য, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, তৃণমূলের একুশে জুলাই কর্মসূচির চেনা স্লোগান। বিজেপি সূত্রে খবর, সোমবারের কর্মসূচিতে শুভেন্দু ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল, সংগঠনের রাজ্য পর্যবেক্ষক শক্তি সিং, দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট প্রমুখ। থাকার কথা রয়েছে ’২০-র অভিযানে অংশ নিয়ে মৃত উলেন রায়ের স্ত্রী মালতীর। উত্তরবঙ্গে দলের সমস্ত সাংসদ ও বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার-নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীদেরও আসা শুরু হয়েছে শিলিগুড়িতে। শুভেন্দুর নেতৃত্বে তিনবাত্তি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে উত্তরকন্যার সামনের রাস্তা ধরে শেষ হবে চুনাভাটিতে। অর্থাৎ কর্মসূচি ‘উত্তরকন্যা অভিযান’ হলেও, আদালতের নির্দেশে মিনি সচিবালয়ে যাবে না মিছিল, একটি প্রতিনিধিদল শুধু সেখানে পৌঁছে দেবে স্মারকলিপি।

’২০-র ৭ ডিসেম্বর অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া দিলীপ ঘোষ সোমবার খড়্গপুরে ২১ জুলাই কর্মসূচি পালন করবেন, নিজের মতো করে। এর মধ্যেও স্পষ্ট শুভেন্দুর উত্থান।

রোদে শুকাচ্ছে তাঁতের শাড়ির রং। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

ধস সরিয়ে শুরু যান চলাচল

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হল। বিরিকদাড়ার ধস সরিয়ে রবিবার বিকেল ৫টার পর এই পথে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে বৃষ্টি হলে ফের ওই এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাস্তার নির্মাণকারীরা। পাশাপাশি গেইলখোলা, ১০ মাইল, লিকুভিরেও চলতি বর্ষায় ফের ধসের সম্ভাবনা রয়েছে।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি জানিয়েছেন, তিনদিনের মাথায় রাস্তা দিয়ে যান চলাচল শুরু হল। তবে, দীর্ঘ যানজট রয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ বিরিকদাড়ায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। মাটি, বালি, পাথর পড়ে পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে রাস্তার দু’পাশে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে।

সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ঘুরপথে কিছু যান চলাচল করেছে।

হার না মানা জেদের

প্রথম পাতার পর

গভীর সেই বিষণ্ণতার মধ্যে তারাচাঁদ আলোর পথ দেখেছিলেন গীতা পাঠে। ছেলেরাও তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ৭১ বছর বয়সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কোর্সে ভর্তি হন। শুরু হয় কঠোর রুটিন। ভোরে উঠে যোগ, প্রাণায়াম, তারপর টানা ১০-১২ ঘণ্টা পড়াশোনা। শারীরিক অসুস্থতা, ফ্রোজেন শোল্ডারের সমস্যা সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি।

নিজেই বললেন, ‘শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কিন্তু মনোবলে খামতি ছিল না।’ অবশেষে, ২০২৫ সালের মে মাসে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁর হাসিমাখা ছবি দ্রুত ভাইরাল হয় ‘৭১ বছর বয়সি কাকা সিএ হয়েছেন’ ক্যাপশন দিয়ে। কী করে সম্ভব হল এই অসাধ্যসাধন।

তারাচাঁদের কথায়, ‘গীতা আমাকে শিখিয়েছে, জীবন একটি যুদ্ধ, মহাভারতের মতো। আপনি পালাতে পারবেন না, আপনাকে সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে।’ তিনি বিশ্বাস করেন, ‘এই অর্জন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বরং সমাজের প্রতি বার্তা। অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন, অবসরগ্রহণের পর জীবন শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন একজন সঙ্গীকে হারান। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, দেরি কখনও হয় না।’

‘আপনি এখনও স্বপ্ন দেখতে পারেন, শিখতে পারেন এবং বেড়ে উঠতে পারেন’ বলে তারাচাঁদের মন্তব্যে যেন অতুলেরও প্রতিধ্বনি। দুজনেরই পথ ছিল ভিন্ন, চ্যালেঞ্জও ছিল আলাদা।

ভোটার তালিকা

প্রথম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি তুলে সংসদের বাদল অধিবেশনে বিরোধীদের একজোট হয়ে প্রতিবাদ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই রাজ্যে সেই প্রক্রিয়া রোখার রূপরেখা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে এসে তিনি মনে করিয়ে দেন, ১৯৯৩ সালে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র চালু করার দাবিতে আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছিল মমতা অনুগামীদের। বিজেপি বিরোধিতার সুর চড়াতে ভোটারদের নাম বাতিলের বিষয়টিও সোমবার মমতার হাতিয়ার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তার প্রতিবাদকে দিল্লিমুখী করার সম্ভাবনা রয়েছে শহিদ তর্পণের মঞ্চ থেকে।

অনুপ্রবেশের পিছনে তৃণমূলের প্রশ্রয়কে দুর্গাপুরের সভা থেকে বিঁধেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। পালটা পহলগামে জঙ্গি হামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে কেন্দ্রের ব্যর্থতা, একশো দিনের কাজের বকেয়া বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতাও অস্ত্র হবে একুশের মঞ্চে। ধর্মতলার সভার জন্য মানুষের ভোগান্তির কথা বলে হাইকোর্ট যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘৩৩ বছর ধরে এই প্রোগ্রাম এখানে হয়। এখানে অনেকগুলো প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল।’ তিনি বলেন, ‘কাল বৃষ্টি হবেই। সবার কাছে আহ্বান রইল। চিরকাল আপনারা আসবেন। পাহাড় থেকে জঙ্গল সবাই আসবেন।’ যে কথায় সভাস্থল ধর্মতলায় রাখার অনড় মনোভাব স্পষ্ট।

তথ্যে বিভ্রান্তি

গাজোল, ২০ জুলাই : চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নতুন প্রকাশিত ভোটার তালিকায় দুজন অপরিচিত ব্যক্তির নাম ঢোকানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন গাজোল-২ পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান অর্মিলা রাজবংশী। যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে একযোগে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল ও আরএসপি। তারা বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে। ঘটনা ঘিরে শনিবার শোরগোল পড়েছিল গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘাকশোল গ্রামে। রবিবারও ওই অবস্থা বজায় রয়েছে।

নুন উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

হাটখোলা ওই মশল্লাপট্টিতে প্লাস্টিক দিয়ে নকল নুন ঢেকে রাখা হয়। সেখান থেকেই পাইকারি বিক্রি করা হয়। সরাসরি গুজরাট থেকে ফালাকাটায় লবণের রেক নামে। ওই লবণ গাড়ি করে ফালাকাটার বেশ কয়েকজন মহাজনের কাছে পৌঁছে যায়। গুদামজাত করে রাখা ওই লবণ পাইকারি দরে বিক্রি করা হয়। ফালাকাটার পাশাপাশি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই লবণ বিক্রি হয় দীর্ঘদিন ধরে। পুলিশ জানিয়েছে, হাটখোলার গোডাউন থেকে প্রায় ২৮০০টি এবং মশল্লাপট্টির গোডাউন থেকে প্রায় ১২ হাজার নকল লবণের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা নুনের সব প্যাকেট শীতলকুচি থানার পুলিশ নিয়ে যায়।

সেই সংস্থার অভিযোগ, নামী ব্র্যান্ডের নকল প্যাকেটে ট্রেডমার্কবিহীন নিম্নমানের নুন বিক্রি ও সরবরাহ করা হচ্ছে। ওই দুই স্থানীয় ব্যবসায়ীর পাশাপাশি গুজরাটের একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

খোকলাবস্তি

প্রথম পাতার পর

‘আপার খোকলাবস্তির পরিস্থিতির কথা আমি শুনেছি। তবে এলাকার বাইরে থাকার কারণে যেতে পারিনি। ফিরেই ওই এলাকায় যাব। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাব।’

আপাতত আতঙ্কে সেই বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে গ্রামবাসীরা এলাকার শিশুদের বেশি যাতায়াত করতে দিচ্ছেন না। নিজেরাও ধারেকাছে ঘেঁষছেন না। তবে রাস্তার ধসে যাওয়া অংশ দূর থেকে দেখতে ভিড় করছেন তাঁরা। কতটা ভেঙেছে রাস্তা, এর ফলে কার কার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই হিসেব কষতে শুরু করেছেন। পবন লামা নামের এক গ্রামবাসী বললেন, ‘এলাকার পরিস্থিতি খারাপ। পাহাড় থেকেও ধস নামছে। শুনেছি পাশাখাতেও প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তা ভেঙেছে। আমরা তো চিন্তায় আছি ধসের নীচে না আমাদের বাড়ি চাপা পড়ে।’ এলাকায় এসএসবি’র চৌকি রয়েছে। রাস্তার কথা এসএসবি জওয়ানদের জানিয়েছেন তাঁরা। জওয়ানরা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তবে এসএসবি’র পক্ষ থেকে কোনও আধিকারিক এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

সূত্রের খবর, এসএসবি জওয়ানরা ভুটান সীমান্ত লাগোয়া ভুটান পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছেন। ভুটানের তরফ থেকে নদীর জল অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস মিলেছে।

ধসে বিপর্যস্ত আপার খোকলাবস্তির রাস্তা। - সংবাদচিত্র

আমরা যে শহিদদের এখন মনে রাখি না

প্রথম পাতার পর

জাঁতাকলে পেষাই থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি।

ইমরান চেয়েছিলেন নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকরি পেতে। দু’চোখে একটা সুন্দর জীবনের ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। প্রবীণ চেয়েছিলেন সরকার ন্যায়ের সঙ্গে থাকুক, অন্যায়কারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিক। সরকার সেটাও করেনি। গ্রামেই পর্যাপ্ত আয় করে সংসার চালাতে পারলে নারায়ণকেও পরিবার-পরিজন ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হত না। কিন্তু নারায়ণের সেই চাহিদা পূরণেও ব্যর্থ হয়েছে সরকার। নিজেদের জীবন দিয়েও সরকারের চোখ খুলতে ব্যর্থ হয়েছেন ইমরান, প্রবীণরা।

আরজি করের অভয়াকে শহিদ বলবেন না? রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মস্থলে নৃশংসতার বলি হওয়া অভয়াকে শহিদশ্রেষ্ঠ বললেও ভুল হবে না। নদিয়ার কালীগঞ্জের ১০ বছরের ছোট্ট তামান্না খাতুনকে কী বলা যায় বলুন তো? শিশু শহিদ? যেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বোমার আঘাতে মৃত সৈনিক। তামান্নার লড়াই ছিল দারিদ্র্যকে হারিয়ে সফল হওয়ার। বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণের, পড়াশোনা শেখার, খেলাধুলো, নাচ-গান করার। রঙিন প্রজাপতির মতো সবে ডানা মেলে উড়তে শিখেছিল সে। সেই তামান্নাকে বোমা মেরে হত্যা করেছে দেশের শত্রুরা। একটা শিশুকেও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার।

রাজ্যজুড়ে প্রায় প্রতিদিনই শহিদ হচ্ছেন ইমরান, নারায়ণ বা অভয়ার মতো অনেকেই। তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু ওই শহিদদের কথা মনে রাখেনি কেউই। তাঁদের জন্য নেই কোনও ২১ জুলাই। তাঁদের জন্য কোনও রাজনৈতিক দল ধর্মতলা বা উত্তরকন্যায় সভা বসায় না। যদি মুখ্যমন্ত্রীর কবিতার বই সরকারি পাঠাগারে রাখা যায়, যদি মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কবিতা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাহলে অভয়া, তামান্না, ইমরান, নারায়ণদের কথা কেন জানবে না পরবর্তী প্রজন্ম? পাঠ্যবইতে ওই শহিদদের কথাও মোটা হরফে লেখা উচিত নয় কি?

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা, নিরাপত্তা- জনগণের এই চাহিদাগুলি পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারেরই। তার ব্যর্থতায় জনতা ‘শহিদ’ হলে দায় এড়াতে পারে না রাষ্ট্র। কিন্তু না রাজ্য, না কেন্দ্র কোনও সরকারই ইমরান, নারায়ণ, অভয়ার মৃত্যুর দায় নিতে নারাজ।

ইমরানরা মরে গিয়ে একপ্রকার বেঁচেই গিয়েছেন। কিন্তু চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ-তরুণী, বিনা দোষে চাকরি হারানো হাজার হাজার সৎ শিক্ষক, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া কৃষক, ভিনরাজ্যে ধুঁকতে থাকা পরিয়ায়ী শ্রমিক, দিনের শেষে সামান্য মজুরিতে সংসার চালাতে ব্যর্থ অসহায় দিনমজুর, রাষ্ট্রের উপর ভরসা রেখে সম্ভ্রম হারানো নারী- এঁদের দশা হয়েছে অর্ধ শহিদ-এর মতো। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে ওঁরা জীবিত। কিন্তু তাঁদের শরীরে বাসা বেঁধেছে অনিশ্চয়তার ক্যানসার। যা তাঁদেরকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারীরা কি চান সেই ক্যানসার নিরাময় করতে? উত্তর হল- না। দুই শাসকদল আসলে ভাবের ঘরে চুরি করছে। ধর্মতলায় তৃণমূলের সভা হোক বা শিলিগুড়িতে বিজেপির অভিযান, ২১ জুলাইয়ের দুই মেগা ইভেন্টে দু’দলের নেতারাই মাইক হাতে কে কার থেকে বেশি জনদরদি সেটা প্রমাণ করতে মরিয়া হবেন। কিন্তু জনতাকে শহিদ বা অর্ধ শহিদ হওয়া থেকে বাঁচাতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন না।

বামেদের একটা জনপ্রিয় স্লোগান আছে, ‘শহিদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করুন’। যা পরিস্থিতি তাতে রাজ্যে ইমরান, তামান্না, অভয়ার মতো শহিদদের স্মরণ করতে হলে বাস্তবেই আপন মরণ বরণ করতে হবে। তাতে রক্ত ঋণ শোধ হবে কি না জানা নেই। তবে শহিদের তালিকা বাড়তেই থাকবে।

কুলদীপের হয়ে সওয়াল হরভজনের

শরীর কী বলছে জানে বুমরাহ : রায়না

ঈশ্বরণকে নিয়ে গম্ভীরকে বিঁধলেন রামন

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ২০২২ সালে বাংলাদেশ সফরে প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলে ডাক পেয়েছিলেন। গত অস্ট্রেলিয়া সফরেও ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে দলে ছিলেন। যদিও টেস্ট ক্যাপ মেলেনি।

চলতি সফরেও ছবিটা এখনও পর্যন্ত বদলায়নি। বাকি দুই টেস্টেও বদলাবে, সম্ভাবনাও ক্ষীণ। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর নিলেও প্রথম একাদশের বন্ধ দরজা খোলেনি অভিমন্যু ঈশ্বরণের জন্য। রিজার্ভ বেঞ্চই যেন স্থায়ী ঠিকানা।

করুণ নায়ার অপরদিকে টানা ব্যর্থতার পরও খেলছেন। প্রত্যাবর্তন সিরিজে নায়ারের সংগ্রহ ০, ২০, ৩১, ২৬, ৪০ ও ১৪। সেখানে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ জোটেনি ঈশ্বরণের। বাংলা রনজি ট্রফি দলের ওপেনার তথা ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়কের প্রতি যে বঞ্চনা নিয়ে গৌতম গম্ভীরদের দিকে আঙুল তুললেন ডব্লিউভি রামন।

প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার বলেন, 'ঈশ্বরণের মতো একজনের কিন্তু সুযোগ প্রাপ্য। এক-আধটা টেস্টে সুযোগ দিলে হবে না। ভরসা রাখতে হবে। না খেলিয়ে একটার পর একটা সফরে বয়ে বেড়ানোর কোনও যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

রামনের অভিযোগ, টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনাতে স্বচ্ছতার অভাব। ঈশ্বরণকে নিয়ে কী করা উচিত, ওরা নিজেরাও জানে না। 'দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করছে। ভারতীয় 'এ' দলের সদস্য, অধিনায়কও। অর্থাৎ, অভিমন্যুর দক্ষতাকে নির্বাচকরা গুরুত্ব দেয়। তারপরও সুযোগ নেই! টিম ম্যানেজমেন্টই নিশ্চিত নয়, কীভাবে ব্যবহার করবে ওকে। স্বাভাবিকভাবে অভিমন্যুও ধোঁয়াশার মধ্যে। ভালো হয়, যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাঁরা যদি ওকে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করে।'

গম্ভীর জমানায় প্রায় একই হাল কুলদীপ যাদবেরও। বোলিং বৈচিত্র্যে দলের স্পিন বিভাগের সেরা অস্ত্র হলেও কম্বিনেশনের যুক্তিতে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দরকে অগ্রাধিকার। এদিন যা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হরভজন সিং।

প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'লর্ডস টেস্ট এমনকী বার্মিংহাম ম্যাচের আগেও বলেছিলাম কুলদীপকে খেলাতে। আক্রমণাত্মক

> ঈশ্বরণের মতো একজনের কিন্তু সুযোগ প্রাপ্য। এক-আধটা টেস্টে সুযোগ দিলে হবে না। ভরসা রাখতে হবে। না খেলিয়ে একটার পর একটা সফরে বয়ে বেড়ানোর কোনও যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।
>
> **ডব্লিউভি রামন**

ইংরেজ ব্যাটারদের থামানো সহজ নয়। কুলদীপের মতো দুইদিকে বল ঘোরাতে পারে এমন একজন দরকার, যে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট এনে দেবে।'

নীতীশ কুমার রেড্ডির জায়গায় কুলদীপকে চাইছেন হরভজন। যুক্তি, নতুন বলের জন্য চাতক পাখির মতো বসে থাকা টেস্ট ক্রিকেটে হয় না। পুরোনো বলকেও কাজে লাগাতে হবে। কুলদীপ সেদিক থেকে কার্যকর অস্ত্র। তিনি হলে নীতীশকে বসিয়ে কুলদীপকে খেলাতেন।

পৃথক ফরম্যাটে পৃথক কোচের ভাবনাকে উসকে দিলেন। হরভজনের যুক্তি, একজন কোচের পক্ষে সব ফরম্যাটের দায়িত্ব সামলানো সহজ নয়। কারণ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো বিশেষ সিরিজ থাকে, যেখানে আগেভাগে প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। আর একজন কোচের পর পরিবার-পরিজন ছেড়ে সারা বছর তিন ফর্ম্যাটে দল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কঠিন।

এদিকে, ইউটিউব শো 'কুট্টি স্টোরিজ উইথ অ্যাশ'-এ রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জল ঢাললেন হরভজন। সরাসরি অশ্বীনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'তুমি কি মনে করো, আমি তোমাকে হিংসে করি? মানুষ সবকিছু নিজের মতো করে ভাবে। ওদের বক্তব্য হরভজন হিংসে করে অশ্বীনকে!'

জবাবে অশ্বীনের ডিপ্লোমেটিক উত্তর, 'যদি কখনও তুমি হিংসেও করে থাকো, তার মধ্যে আমি কোনও ভুল দেখি না। কারণ আমরা সবাই মানুষ। হিংসে করাটা মানুষের স্বভাবগত। অনেকে যেমন মনে করেন, ওয়াশিংটন সুন্দরের কারণে আমি অবসর নিয়েছি। সেটা ওদের ভাবনা।'

ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে গেলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক ছক্কার মালিক হওয়ার হাতছানি নিয়েই ম্যাঞ্চেস্টারে ঋষভ পন্থ (ডানে)।

ঝুঁকির শট আইপিএলে খেলো ঋষভকে ফারুখ

লন্ডন, ২০ জুলাই : দলের সহ অধিনায়ক। অনভিজ্ঞ ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসাও। চলতি সিরিজে আস্থাও জোগাচ্ছে ঋষভ পন্থের ব্যাট।

সবকিছুর পরও খটকা থেকেই যাচ্ছে ঋষভকে নিয়ে। অহেতুক ঝুঁকি নিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সুবিধা করে দেওয়ার রোগ সারছে না। রান করছেন। কিন্তু ঝুঁকি নিতে গিয়ে উইকেটও উপহার দিচ্ছেন। লর্ডস টেস্টে ঋষভের তেমনই এক হঠকারী রানআউটে ম্যাচের রং, ফলাফল বদলে দেয়। ম্যাচ হাতছাড়া করে ভারত।

ঋষভকে ঠিক সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের পরামর্শ, ঝুঁকির শটগুলি আইপিএলের জন্য তুলে রাখুক ঋষভ। জাতীয় দলের জার্সিতে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

মঙ্গলবার সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ভারতের জন্য জিততেই হবে পরিস্থিতি। তার আগে ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'ঋষভের আত্মবিশ্বাস আছে। অনেক সময় ঝুঁকির শট নিয়েও বেঁচে যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, এই ধরনের ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন লাঞ্চের আগে, দিনের শেষ দিকে। আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।'

লর্ডসে আঙুলের চোট পান। বেশিরভাগ সময় উইকেটকিপিং করতে পারেননি। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেললেও হয়তো শুধু ব্যাটার হিসেবে। ফারুখের দাবি, উইকেটকিপিং সম্ভব না হলে, শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলুক। বলেছেন, 'ও যত রান করেছে, তাতে ব্যাটার হিসেবেও খেলার যোগ্য। এই সফরে ম্যাচের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছে। তবে ঋষভকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী চলে না। ওর সঙ্গে শট নির্বাচন নিয়ে ঠাট্টা করছিলাম। হাসতে হাসতে বলে, মনে যা আসে তাই করি।'

ধোঁয়াশা জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট। বিশ্রাম না খেলবেন, এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে ম্যাঞ্চেস্টারে খেললে একঝাঁক রেকর্ডের হাতছানি। আর এক উইকেট নিলে প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে ইংল্যান্ডের মাটিতে ৫০ জন ইংলিশ ব্যাটারকে আউট করবেন। সুযোগ কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের নজির ভাঙারও। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে সফলতম এশীয় বোলার আক্রামের (১৪টি টেস্টে ৫৩টি উইকেট) রেকর্ড ভাঙতে ৫ শিকার দরকার বুমরাহর।

সুরেশ রায়না এদিকে খেলার সিদ্ধান্ত বুমরাহর ওপর ছাড়ার পক্ষে। প্রাক্তন বাঁহাতি ব্যাটারের যুক্তি, 'চিকিৎসকরাই বলতে পারে। ওদের নির্দেশিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর বুমরাহ

> ঋষভের আত্মবিশ্বাস আছে। অনেক সময় ঝুঁকির শট নিয়েও বেঁচে যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, এই ধরনের ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন লাঞ্চের আগে, দিনের শেষ দিকে। আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।
>
> **ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার**

ইতিমধ্যেই কিংবদন্তি। ওর শরীর কতটা ধকল নিতে পারবে, তা জানে। চোট সারিয়ে লম্বা সময়ের পর ফিরেছে। বিশ্রাম জরুরি। তবে এই সিরিজ জিততে বা অমীমাংসিত রাখতে হলে বুমরাহ ও ঋষভ, দুইজনেই চতুর্থ টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের কাছে।' ঋষভ সিরিজে ৭০.৮৩ গড়ে ৪২৫ রান করেছেন। বুমরাহর ঝোলায় দুই ম্যাচে ১২ উইকেট।

২০৩১ পর্যন্ত টেস্ট ফাইনাল ইংল্যান্ডেই

সিঙ্গাপুর সিটি, ২০ জুলাই : প্রথম তিনটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে। আগামী তিন আসরও (২০২৭, ২০২৯ ও ২০৩১) বসবে বিলেতের মাটিতে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনে ভারতের দাবি খারিজ করে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকেই ফের দায়িত্ব আইসিসি-র।

কিছুদিন আগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আহমেদাবাদে টেস্টে মেগা ফাইনাল আয়োজনের দাবি জানিয়েছিল। যদিও বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার তরফে সেসময়ই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্বে। আপাতত ইংল্যান্ডেই টেস্ট ফাইনাল হবে।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত দুইদিনের বার্ষিক সভায় সেই সিদ্ধান্তেই সিলমোহর। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনের স্বত্ব ইংল্যান্ড ক্রিকেট

বিসিসিআইয়ের দাবি খারিজ

বোর্ডের হাতেই থাকবে পরবর্তী তিন আসরের জন্য। অর্থাৎ, ২০৩১ পর্যন্ত ভারতের দাবি পূরণের সম্ভাবনা নেই।

বার্ষিক সভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম আফগানিস্তানের মহিলা ক্রিকেট। তালিবান শাসনের প্রত্যাবর্তনের পর বেশিরভাগ মহিলা ক্রিকেটার প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। যাঁদের পাশে দাঁড়াতে ভারত, ইংল্যান্ড, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্ব সামলাবেন আইসিসি-র সহকারী চেয়ারম্যান ইমরান খোয়াজা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট উন্নয়নে আরও বেশি যোগদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ১২৮ বছর পর প্রত্যাবর্তন ঘটছে ক্রিকেটের। স্মরণীয় মুহূর্তকে আরও রঙিন করে রাখার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। আইসিসি পরিবারের নতুন দুই সদস্য যুক্ত হয়েছে বার্ষিক সভায়। তিমুর-লেস্তে ক্রিকেট ফেডারেশন এবং জাম্বিয়া ক্রিকেট ইউনিয়ন সরকারিভাবে আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্যপদ লাভ করেছে। যার সুবাদে আইসিসি-র সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১১০।

ক্রিকেটের আঙিনায় এখন শুধু রাজনীতি!

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জুলাই : রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন।

বাংলা ক্রিকেট যখন জ্বলছে, বাংলার ক্রিকেট কর্তারা তখন মেতে রাজনীতির 'আজব' খেলায়।

আরও স্পষ্ট করে বললে, রাজনীতির 'নোংরা' খেলায়। যার রিংটোন হিসেবে এখন 'ধার' করে বলা যেতেই পারে সেই জনপ্রিয় উক্তি, 'খেলা হবে।'

খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে। ক্রিকেট নয়, রাজনীতির খেলা। ২০ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। সিএবি-র অন্দরে এখন যাবতীয় আগ্রহ সেই ২০ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে। প্রশ্ন একটাই, ২০ সেপ্টেম্বরের এজিএমে নির্বাচন কি হবে? যদি নির্বাচন হয়, তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে? নাকি নবান্নের হস্তক্ষেপে সিএবি-তে ২০ সেপ্টম্বর থেকে দেখা যাবে 'মিলিজুলি' সরকার। আপাতত এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। কিন্তু শাসক ও বিরোধী শিবিরে প্রবল চাপানউতোর চলছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ির নোংরা খেলাও শুরু হয়ে গিয়েছে। যার নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে, বাংলা ক্রিকেট চুলোয় যাক। কিন্তু সিএবি-র পদ চাই। ক্রিকেট নয়, চাই গদি দখলের খেলা।

১৯৮৯-'৯০ মরশুমের পর রনজি ট্রফি আসেনি বাংলায়। ২০১১-'১২ মরশুমের পর বিজয় হাজারে ট্রফি জেতেনি বাংলা। তারও আগে বাংলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জিতেছে। সালটা ছিল ২০১০-'১১ মরশুম। মাঝের সময়ে শুধুই হতাশার ছবি। প্রতিবারই সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার সাফল্য নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। সময়ের সঙ্গে সেই স্বপ্ন গঙ্গার জলে ভেসেও যায়। বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে টানা ব্যর্থতার এমন ছবি নিয়ে রয়েছে প্রবল হতাশা। কিন্তু সেই হতাশা সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের মন ছুঁয়ে যায় কি? সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার ব্যর্থতায় কি তাঁদের রক্তক্ষরণ হয়?

এমন প্রশ্নের জবাব নিয়ে বিস্তর তর্ক চলতে পারে। কিন্তু বাস্তব হল, বঙ্গ ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা সর্বভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের

হচ্ছেটা কী সিএবি-তে?

চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী নিজেদের আসন নিয়ে। সেই তালিকায় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নাম রয়েছে আরও অনেকের। সংবাদ মাধ্যমের এক প্রাক্তন কর্মী, যিনি নিজেকে সৌরভ ঘনিষ্ঠ বলে এখন দাবি করেন, তিনি সাংবাদিকদের 'তথ্য সরবরাহকারী' হিসেবে সম্প্রতি বেশ নাম কিনেছেন। মহারাজের হয়ে প্রচার করার পাশে বেড়েছে হম্বিতম্বিও। ক্রিকেটকে কার্যত 'ব্রাত্য' করে দিয়ে সবাই এখন নিজেদের 'গদি' বাঁচানো ও দখলের খেলায় মেতে।

এর মধ্যেই রয়েছে পরস্পরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়িও। সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার মরিয়া চেষ্টাও রয়েছে শাসক শিবিরে। এসবের মধ্যেই সিএবির কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী ও যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ সামনে এসেছে। যা নিয়ে প্রথমে এথিক্স অফিসার ও পরে গতকাল ওম্বাডসম্যানের সামনে শুনানিও হয়েছে। কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের 'কলঙ্ক' মোছার চেষ্টা হিসেবে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি। বাংলা ক্রিকেটের কাদা ছোড়াছুড়ির শেষ এখানেই নয়। আরও রয়েছে। যার উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছে সিএবি-র গ্রাউন্ডস কমিটির সদস্য অম্বরীশ মিত্রের নাম। সুমন কীর্তনিয়া নামে এক আইনজীবীর অভিযোগ, সিএবি অনুমোদিত ক্লাব ও বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার নামে লক্ষ-লক্ষ টাকা তুলেছেন তিনি। আচমকা অম্বরীশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে সিএবি-র অন্দরে শুরু হয়েছে হইচই। অথচ, এমনটা হওয়ারই ছিল। হয়তো আরও অনেক এমন ঘটনা সামনে আসবে আগামীদিনে। চলবে গদি দখলের কুৎসিত লড়াইও।

কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার সাফল্য আসবে কি? আরও একটি ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম এখন দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে।

লেজেন্ডস লিগে বাতিল ভারত-পাক ম্যাচ

লন্ডন, ২০ জুলাই : পহলগাম হামলার জের। লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হল। গত কয়েকদিন ধরেই লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাকিস্তান মহারণ নিয়ে উত্তাল হয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়া। রবিবার বার্মিংহামে দুই দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই ম্যাচ খেলা নিয়ে শুরু হয় প্রবল বিতর্ক।

পহলগাম হামলার পর দুই দেশের এই ম্যাচ নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে ভারতীয় দল। যার জেরে হরভজন সিং, ইউসুফ পাঠানের মতো প্রাক্তন তারকারা ম্যাচ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। প্রাক্তন তারকা ওপেনার শিখর

> ১১ মে যে পদক্ষেপ করেছিলাম, সেখানেই এখনও দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাছে দেশ সবার আগে। দেশের থেকে বড় কিছু নেই।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

ধাওয়ান সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, '১১ মে যে পদক্ষেপ করেছিলাম, সেখানেই এখনও দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাছে দেশ সবার আগে। দেশের থেকে বড় কিছু নেই।' তারপরই প্রতিযোগিতার আয়োজকরা বাধ্য হন ম্যাচটি বাতিল করে দিতে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এবছর পাকিস্তান হকি দলের ভারতে আসার কথা রয়েছে। সম্প্রতি ভারত-পাক ভলিবল ম্যাচ হয়েছে। এই সব দেখে আমরাও লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাক ম্যাচ করতে চেয়েছিলাম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ম্যাচটি বাতিল করতে হয়েছে। আমরা সকল ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

এদিকে, প্রতিযোগিতার অন্যতম স্পনসর ইজিমাইট্রিপ ভারতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করেছে, লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের কোনও ম্যাচের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকবে না।

বাংলাদেশের কাছে হার পাকিস্তানের

মিরপুর, ২০ জুলাই : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ৭ উইকেটে হেরে গেল পাকিস্তান। প্রথমে পাকিস্তান ১৯.৩ ওভারে ১১০ রানে অল আউট হয়। ৪৪ রান করে রানআউট হন ফখর জামান। অধিনায়ক সলমন আলি আঘা (৩), মহম্মদ হ্যারিসের (৪) মতো টপ অর্ডারের বাকি ব্যাটাররা দুই অঙ্কের রানে পৌঁছাতে পারেননি। তাসকিন আহমেদ ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বাংলাদেশ ১৫.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। পারভেজ হোসেন ইমন ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। তৌহিদ হৃদয়ের অবদান ৩৬ রান।

৫০ করার পর পারভেজ হোসেন।

চোট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলেন রোহিত

মুম্বই, ২০ জুলাই : টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার আইসিসি ট্রফির স্বাদ পেয়েছিলেন টি২০ বিশ্বকাপে। কোচ বদল ঘটলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে ধারা অব্যাহত ছিল। ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে গৌতম গম্ভীর আর রোহিত শর্মার যুগলবন্দিতে বাজিমাত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যাট হাতে দলকে ভরসা জোগান রোহিত। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর মূল কারিগরও ছিলেন। খেতাবি যুদ্ধে সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়েই নাকি গোটা টুর্নামেন্টেই বিজয়রথ ছুটিয়েছিলেন রোহিত!

এমনই দাবি নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন সদস্য যতীন পরাঞ্জপের। চলতি বছরের গোড়া থেকেই চোট ভোগাচ্ছিল রোহিতকে। তা নিয়েই দলের স্বার্থে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সহ অন্যান্য ম্যাচে টানা খেলেছেন। যতীনের মতে, দুয়েক। আসলে গত ৪-৫ মাস ধরে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ভোগাচ্ছিল রোহিতকে। কিন্তু চোট নিয়েই খেলছিল। বিশ্রাম পায়নি। সেটাই হয়তো দ্রুত বিদায়ের কথা ভাবতে বাধ্য করেছে ওকে।' পরাঞ্জপের মতে, রোহিত ভালো ছন্দে ছিল। টি২০ বিশ্বকাপ হোক বা

দাবি প্রাক্তন নির্বাচক পরাঞ্জপের

রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার নেপথ্যে চোট অন্যতম কারণ। নাহলে আরও কিছু দেওয়ার ছিল ভারতীয় ক্রিকেটকে।

এক সাক্ষাৎকারে মুম্বই দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, 'আরও কিছুদিন অনায়াসে খেলে দিতে পারত। আমার ধারণা অন্তত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, জাতীয় দলের হয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ১০-১৫-২০ রানের ইনিংসগুলির মধ্যেও চেনা শটের ঝলক মিলছিল। বিশেষত, ট্রেডমার্ক হুক শট। দুর্দান্ত। টি২০-র পর টেস্ট ফরম্যাটে যা আর দেখা যাবে না। যার নেপথ্যে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটকে দুষলেন যতীন।

শচীনের সঙ্গে নাম, অস্বস্তিতে অ্যান্ডারসনই!

'ওকে সবসময় উঁচুতে রাখি'

লন্ডন, ২০ জুলাই : অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফি।

পতৌদির নাম সরিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে নতুন নামকরণ। ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের পাশে জেমস অ্যান্ডারসন। দুই দেশের কিংবদন্তিকে একাসনে বসিয়ে দিয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ট্রফি। একাসনে বসলেও অ্যান্ডারসন যা নিয়ে কিন্তু অস্বস্তিতে!

কিংবদন্তি ইংরেজ পেসারের মতে, শচীন তাঁর কাছে আদর্শ। সেই আদর্শের সঙ্গে সিরিজের ট্রফিতে নিজের নাম বসাটা যেমন সম্মানের, তেমনই অস্বস্তিরও। নিজেই এদিন সেই অস্বস্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অ্যান্ডারসন। বলেছেন, 'আমার মনে হয়, শচীনের পাশে ট্রফি নিয়ে পোজ দেওয়ার জন্য আমি সঠিক ব্যক্তি নই। ওই জায়গায় আমার থাকার কথা নয়। কারণ শচীনকে আমি সবসময় অনেক উঁচু স্থানে রাখি।'

অ্যান্ডারসনের কথায়, তাঁর সামনে যখন তাঁকে নিয়েই কথা হয় ইতস্তত বোধ করেন। অদ্ভুত লাগে যখন আলোচনা হয়, তিনি কী কী অর্জন করেছেন। তবে অন্যদের নিয়ে এরকম আলোচনায় তা হয় না। কারণটা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন একমাত্র পেসার হিসেবে টেস্টে সাতশো উইকেটের মালিক।

অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'আমার মনে হয় না সবকিছু অর্জন করতে পেরেছি আমি। তাই আরও অবাক লাগে, যখন আমাকে নিয়ে, আমার প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে বিশ্বাস হয় না, এত লম্বা সময় ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেছি।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Golu : "Happy Birthday" From Didu.

সোনা জিতলেন শ্রীশংকর

লিসবন, ২০ জুলাই : দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে ফিরলেও দক্ষতায় এতটুকু মরচে পড়েনি ভারতের তারকা লং জাম্পার মুরলী শ্রীশংকরের।

পর্তুগালে 'মিটিং মাইয়া সিদাদে দো দেস্পোর্তো ২০২৫' প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন শ্রীশংকর। এটি ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স ট্যুরের ব্রোঞ্জ লেভেলের একটি প্রতিযোগিতা। কেরালাইট অ্যাথলিট শ্রীশংকর তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৭.৭৫ মিটার লাফিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন।

চোট কাটিয়ে ১২ জুলাই ট্র্যাকে ফিরেছিলেন শ্রীশংকর। ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্সে নিজের প্রত্যাবর্তনে ৮.০৫ মিটার লাফ দিয়ে সোনা জেতেন তিনি। সেই ছন্দ বজায় রাখেন পর্তুগালেও। এখানে প্রথম প্রচেষ্টায় ৭.৬৭ মিটার লাফিয়েছিলেন শ্রীশংকর। অবশ্য দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতার সেরা ৭.৭৫ মিটার লাফান। এই প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছেন পোল্যান্ডের পিতর তারকোস্কি। ব্রোঞ্জ গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস মিত্রেভস্কির ঝুলিতে। দুই বছর আগে ২০২৩ হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে রুপো জিতেছিলেন শ্রীশংকর। সেই সঙ্গে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮.৩৭ মিটার লাফিয়ে রুপো জেতেন এই তারকা লং জাম্পার। যার সুবাদে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার টিকিট পান শ্রীশংকর। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'-এর মঞ্চে চোটের জন্য নামতে পারেননি তিনি।

আপাতত শ্রীশংকরের পাখির চোখ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে। সেখানে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ৮.২৭ মিটারের গণ্ডি পার করতে হবে তাঁকে।

জোড়া গোলে নজির মেসির

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : ইন্টার মায়ামির পাঁচ গোল। জোড়া গোলে আরও একটা নজির গড়লেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউ ইয়র্ক রেডবুলসকে তাদেরই মাঠে ৫-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। ১৪ মিনিটে গোল হজমের পর ২৪ মিনিটে মায়ামির গোলের খাতা খোলেন জর্ডি আলবা। আরও দুই গোল হয় প্রথমার্ধেই। বিরতির পর ১৫ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল মেসির। এই দুই গোলের সুবাদেই পেনাল্টিবিহীন গোলের নিরিখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে গেলেন লিও। পেনাল্টি থেকে করা গোলগুলি বাদ দিলে রোনাল্ডোর ঝুলিতে রয়েছে ৭৬৩টি গোল। এদিন জোড়া গোলের পর মেসির নন-পেনাল্টি গোলের সংখ্যা দাঁড়াল ৭৬৪।

স্কোয়াডে কম্বোজ ● ছিটকে গেলেন নীতীশ

অর্শদীপের পর চোট আকাশেরও

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ জুলাই : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। বিলেত সফরের শুরু থেকেই ভালো খেলেও পরাজিত তকমা নিয়ে ঘুরছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা।

মাঝের এজবাস্টন টেস্টের কথা বাদ দিলে হেডিংলের পর লর্ডসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছানোর পরও ২২ রানে লর্ডসে হেরে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমান গিলরা। এমন অবস্থায় গতকাল লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পৌঁছানোর পর আজ ঐচ্ছিক অনুশীলনের শুরুতেই বিপত্তি। কুঁচকির চোটে বুধবার থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হতে চলা সিরিজের চার নম্বর টেস্ট থেকে প্রায় ছিটকে গেলেন আকাশ দীপ। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার তরফে হরিয়ানার পেসার অংশুল কম্বোজকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, হাঁটুর চোটে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডিও। রবিবার জিম করার সময় হাঁটুতে চোট লাগে তাঁর। পরে স্ক্যান করে দেখা যায় তাঁর লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জসপ্রীত বুমরাহ ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলবেন কি না ক্রিকেটমহল এখনও জানে না। তবে দিন দুয়েক আগে অর্শদীপ সিংয়ের পর আজ আকাশের চোটের খবর সামনে আসার পর মনে করা হচ্ছে, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে হয়তো খেলবেন বুমরাহ। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন একটাই, তিন চোটের পর ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতীয় দলের জোরে বোলিংয়ের কম্বিনেশন কেমন হবে। যদি বুমরাহ খেলেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে মহম্মদ সিরাজের থাকা নিশ্চিত। কিন্তু তিন নম্বর পেসার কে হবেন? আকাশ কি বুধবার টেস্ট শুরুর আগে ফিট হতে পারবেন?

গতকালই ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে যান শুভমানরা। আজ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল ভারতীয় দলের। লন্ডনের তুলনায় ম্যাঞ্চেস্টারের আবহাওয়া ভিন্ন। বৃষ্টি হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টারে। গতকাল শুভমানরা বৃষ্টি মাথায় করেই ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছেছেন। আজও বৃষ্টি হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারে। মনে করা হচ্ছে, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে জোরে বোলারদের জন্য বাড়তি সুবিধা থাকবে। বাস্তবে এমনটা হলে সিরিজ বাঁচানোর টেস্টে ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণ নিয়ে রয়েছে জল্পনা। ঋষভ পন্থকে নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি। যদিও টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্রের দাবি, বুধবার থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ঋষভ খেলবেন ব্যাটার হিসেবে। আর ধ্রুব জুরেল খেলবেন উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে।

শেষ পর্যন্ত বুধবার থেকে শুরু হতে চলা ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে ধোঁয়াশা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া তিন নম্বরে করুণ নায়ারের জায়গায় বিসাই সুদর্শন ফিরবেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা কাটেনি এখনও। কিন্তু সবকিছুর আগে এজবাস্টন টেস্টের দুই ইনিংসে দশ উইকেটের নায়ক আকাশ খেলতে না পারলে টিম ইন্ডিয়া কতটা ধাক্কা খাবে, সেটাই এখন দেখার।

টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন অ্যামোরিম। দুইজনকে এক মঞ্চে আনল অ্যাডিডাস। নিজেদের মধ্যে তাঁরা করলেন জার্সি অদলবদলও। রবিবার।

অভিষেকের স্বপ্নে অংশুলের পরিবার

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : আচমকা জীবনটা বদলে গিয়েছে। আচমকা সময়টা বদলে গিয়েছে।

টানা বেজে চলেছে মোবাইল। উপচে পড়েছে মেসেজও। অংশুল কম্বোজের জীবনটা এখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

মাসখানেক আগে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন অংশুল। সেখানে খেলেছিলেন বেশ কয়েকটি ম্যাচও। সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও অংশুলকে 'এ' দলের সিরিজ শেষে দেশে ফিরে আসতে হয়। হরিয়ানায় এখন বৃষ্টি চলছে। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব অনুশীলনও চালিয়ে যাচ্ছিলেন অংশুল। তার মধ্যেই রবিবার খবর আসে, দ্রুত ইংল্যান্ড যেতে হবে। ভারতীয় দলের ডাক এসেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে যোগ দিতে হবে টিম ইন্ডিয়ায়। হয়তো বুধবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের চার নম্বর টেস্টে খেলার সুযোগও আসতে পারে অংশুলের।

> আমাদের পুরো পরিবার খুব গর্বিত অংশুলকে নিয়ে। ওর সাফল্য নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। যদি ম্যাঞ্চেস্টারে অংশুল সুযোগ পায়, সেরাটা দিতে ও তৈরি।
>
> **স্যানায়াম কম্বোজ**
> অংশুলের দাদা

হরিয়ানার জোরে বোলারের জীবনটা আচমকা যেমন বদলেছে, তেমনই তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশাও বেড়েছে। অংশুল কি ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন? জবাব হয়তো আগামীকাল-পরশু স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে অংশুলের ছোটোবেলার কোচ সতীশ রানা, দাদা স্যানায়াম কম্বোজরা তাঁকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন। অংশুলের দাদার কথায়, 'আমাদের পুরো পরিবার খুব গর্বিত অংশুলকে নিয়ে। ওর সাফল্য নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। যদি ম্যাঞ্চেস্টারে অংশুল সুযোগ পায়, সেরাটা দিতে ও তৈরি।' ২৪ বছরের অংশুলের কোচ রানা বলেছেন, 'অংশুল অসম্ভব প্রতিভাবান। বিলেতের পরিবেশে বল হাতে সফল হওয়ার মশলা রয়েছে ওর। যদি সুযোগ পায় অংশুল, খারাপ করবে না ও।'

আকাশ দীপের কভার হিসেবে ইংল্যান্ডে ডাক পড়ল হরিয়ানার পেসার অংশুল কম্বোজের।

কার্লসেনকে ফের হারালেন প্রজ্ঞানানন্দ

লাস ভেগাস, ২০ জুলাই : তিনদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার।

ভারতীয় দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের কাছে ফের হারলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। যতদিন যাচ্ছে ভারতীয় দাবাড়ুরা যেন তাঁর কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শনিবার লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল চেজ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের এক নম্বর কার্লসেনকে মাত্র ৪৩ চালে মাত করেন প্রজ্ঞা। শুরু থেকেই চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ড মাস্টার রীতিমতো আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন। যদিও কার্লসেনকে হারানোর পরেও প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে প্রজ্ঞানানন্দকে। তিনি পরাজিত হন ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে। লেভন অ্যারোনিয়নের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন কার্লসেনও। প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেওয়ার পরে কার্লসেন বলেছেন, 'আমি দিনের শুরুটা ভালো করেছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্নায়ুচাপ ধরে রাখতে পারিনি।'

বার্সায় যাচ্ছেন র‍্যাশফোর্ড

বার্সেলোনা, ২০ জুলাই : ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছেড়ে এবার ন্যু ক্যাম্পে পাড়ি জমাতে চলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ইংরেজ তারকা মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে দুই পক্ষের মৌখিক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। লোন ট্রান্সফারে বার্সায় যোগ দিতে চলেছেন র‍্যাশফোর্ড। মেডিকেল পরীক্ষার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পন্ন হবে।

এদিকে, শনিবার প্রদর্শনী ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

মেহতাবকে নিয়ে আশায় বাগান

ডার্বির জন্য তৈরি হচ্ছেন কিয়ান-সুহেল-দীপেন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : গত কয়েকবারের থেকে এবার যেন কিছুটা আলাদা চিত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে।

আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর প্রথম দুই মরশুম কেটেছে গোয়ায়। কিন্তু তারপর কলকাতায় ফিরেই দলবদলের বাজার সরগরম থাকত মোহনবাগানে আসা তারকাদের খবরে। সে দেশিই হোক কী বিদেশি, টাকার থলি হাতে বেরিয়ে একের পর এক তারকাকে এনে চমক দেখিয়েছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু এবার তুলনায় অনেকটাই নিস্তরঙ্গ পালতোলা নৌকোর এগিয়ে চলা। এখনও পর্যন্ত বিদেশি হিসাবে রবসন রোবিনহো ও ভারতীয়দের মধ্যে টেকচাম অভিষেক সিংকে নেওয়া ছাড়া তেমন কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। এই দুজনের দিকেই নজর ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের। ফলে তাঁদের তুলে নেওয়ার মধ্যে হয়তো বাড়তি তৃপ্তি রয়েছে কিন্তু কার্যকারিতা কতটা তা সময় বলবে। কারণ অভিষেক এখনও ভারতীয় ফুটবলে সবে নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেছেন। কলকাতা ফুটবলের চাপ কতটা নিতে পারবেন সেটা পরিষ্কার নয়। আর রোবিনহো বাংলাদেশের লিগে সফল মানেই যে এদেশের ফুটবলে ফুল ফোটাবেন, সেটা নাও হতে পারে। এর মধ্যে রোবিনহোর প্রি-কনট্র্যাক্ট আবার শর্তসাপেক্ষ। যদি এদেশে খেলেন তাহলে মোহনবাগানেই খেলতে হবে রোবিনহোকে, এমনটাই লেখা আছে এই চুক্তিতে। কিন্তু আইএসএল নিয়ে দোলাচল শুরু হতেই তাঁকে আদৌ আনা হবে কি না সেই নিয়েই দ্বিধায় ছিল ম্যানেজমেন্ট। তবে শোনা যাচ্ছে, রোবিনহো নাকি অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় আসতে পারেন। একইসঙ্গে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে আগে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হলেও আদৌ তাঁকে সত্যিই বিদায় করা হচ্ছে কি না পরিষ্কার নয়। মোহনবাগানের নজরে এখনও যিনি আছেন তিনি হলেন মেহতাব সিং। যা পরিস্থিতি তাতে মেহতাব যদি মুম্বই সিটি এফসি ছাড়েন তাহলে তিনি সবুজ-মেরুন জার্সিই পরবেন। আর তা না হলে থেকে যাবেন নিজের পুরোনো ক্লাবে।

ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচ এই মুহূর্তে দুর্বল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। যা খবর তাতে ২৫-২৬ জুলাই নাগাদ ভারতীয় তারকারা কলকাতায় পৌঁছে যাবেন। আর আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সুহেল আহমেদ বাট, গ্লেন মার্টিন্স, দীপেন্দু বিশ্বাস, কিয়ান নাসিরিরা। এদিনের অনুশীলনে এই চারজনকেই ডার্বির আগে পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতি নিতে দেখা গেল। সম্ভবত এঁদের সঙ্গে আরও দুই-একজন দেশি তারকাকে দিয়েই প্রথম ম্যাচে কাজ চালিয়ে দেবেন কোচ ডেগি কার্ডোজো। তার মধ্যেই কলকাতায় চলে আসবেন সব বিদেশি ও দলের হেড কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ফলে গ্রুপ লিগের বাধা টপকাতে পূর্ণ শক্তির দল পরবর্তীতে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে তারা নামিয়ে দেবে না, এমন কথা বলা যায় না। কারণ আইএসএল কবে শুরু হবে তা পরিষ্কার না হওয়ায় ডুরান্ড জয়ই এখন সব দলের কাছে পাখির চোখ। মোহনবাগানের ক্ষেত্রে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের জন্য প্রস্তুতিও বটে!

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে বাবুরহাট ফুটবল লাভার্স। - শিবশংকর সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন বাবুরহাট

কোচবিহার, ২০ জুলাই : বাবুরহাট সুপার লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাবুরহাট ফুটবল লাভার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে খেলাঘর ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। বাবুরহাট ফুটবল গ্রাউন্ডে সত্যম রজক ও ফাইনালের সেরা ইমতিয়াজ আনসারি গোল করেন। প্রতিযোগিতার সেরা বাবুরহাটের পার্থ ঘোষ। সেরা গোলরক্ষক একই দলের ইমরান মিয়াঁ।

ডলফিনের জয় আনলেন রোহন

কোচবিহার, ২০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার ডলফিন ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে কলাবাগান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরিকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে রোহন রায় মণ্ডল গোল করেন। ম্যাচের সেরা ডলফিনের সূর্য বর্মন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সূর্য বর্মন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ফাইনালে উঠল শ্রাবন্তিকা-করণজিৎ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : কলকাতার হরিনাভিতে রাজ্য জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৯ মিক্সড ডাবলসে আলিপুরদুয়ারের শ্রাবন্তিকা কর্মকার-করণজিৎ সাহা ফাইনালে উঠেছে। শ্রাবন্তিকা দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে ও করণজিৎ জলপাইগুড়ির হয়ে নেমেছিল। সেমিফাইনালে ১৫-২১, ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে অভিরূপ বৈদ্য- অঙ্কিতা মল্লিককে হারিয়েছে।

এবার ইস্টবেঙ্গল আরও শক্তিশালী : ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : দল মাঠে নামার আগেই হুংকার ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

রবিবাসরীয় বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে একরকম উৎসবের আমেজ। প্রিয় দলের অনুশীলন দেখতে হাজির প্রায় শ-পাঁচেক লাল-হলুদ সমর্থক। ঘণ্টা দেড়েক প্রস্তুতির প্রায় পুরো সময়টাই গোলপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে ড্রামের শব্দ আর স্লোগানে ফুটবলারদের তাতিয়ে গেলেন তাঁরা। দল মাঠ ছাড়ার সময় মশাল জ্বালিয়ে ফুটবলারদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরই মাঝে অনুশীলন শেষে সমর্থকদের 'অটোগ্রাফ' ও 'সেলফির' আবদার মেটানোর ফাঁকে প্রতিপক্ষদের কার্যত সতর্কই করে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। স্প্যানিশ কোচের হুংকার, 'এবার ইস্টবেঙ্গল আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামছে। গতবারের তুলনায় আমাদের এবারের দল অনেক ভালো।'

২৩ জুলাই ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। অস্কারের উপস্থিতিতে এদিন পুরোদমে তারই মহড়া শুরু করল লাল-হলুদ। শনিবার মধ্যরাতেই কলকাতায় এসেছেন দলের নতুন বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরো। জেট ল্যাগ থাকায় এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন করেননি তিনি। শুক্রবার মধ্যরাতে চলে এসেছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলে। তিনিও এদিন বিশ্রামেই ছিলেন। টিম মিটিংয়ের পর এই দুই ফুটবলারের সঙ্গে হোটেলে ফেরেন রবিবার সকালেই শহরে পা রাখা সাউল ক্রেসপো। বিদেশিদের মধ্যে মূল দলের সঙ্গে প্রস্তুতি সারলেন কেবল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রশিদ। অন্যদিকে লাল-হলুদের নতুন মরক্কান স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদের ভারতে আসা আটকে রয়েছে ভিসা জটে। তবে আশা করা হচ্ছে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে। এদিকে সৌভিক চক্রবর্তীর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। যে কারণে ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত।

ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে কয়জন বিদেশি ফুটবলারকে পাবে ইস্টবেঙ্গল? কোচ অস্কারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখনও বেশ কয়েকজনের মেডিকেল সহ বেশ কিছু প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। তাই এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেল তাতে, সাউথ ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে কেবল দিয়ামান্তাকোস ও রশিদকে পাওয়া যাবে এমনটা ধরে নিয়েই এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তবে অস্কার এককথায় স্বীকার করে নিয়েছেন, 'ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচের আগে প্রস্তুতির সময় কম। কাজটা কঠিনই হবে।' এদিকে ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের আক্রমণভাগের ভরসা মনোতোষ মাঝি প্রায় মাসদুয়েকের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে আপাতত কলকাতা লিগের জন্য এক স্ট্রাইকারকে সই করিয়েছে লাল-হলুদ।

নতুন মরশুমের জন্য কাজ শুরু ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

ডুরান্ডের অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচের অফলাইন টিকিট বিক্রি রবিবার থেকে শুরু হল। অনলাইনে আগেই টিকিট ছাড়া হয়েছে। এদিন সকাল ১১টা থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বক্স অফিস থেকে টিকিট কাটার সুযোগ সমর্থকরা পেলেও ২১ তারিখ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সমাবেশ থাকায় ক্লাবের বক্স অফিস বন্ধ রাখা হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। এছাড়া মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ থাকলে তাদের টিকিটও যুবভারতী ছাড়া মোহনবাগান ক্লাব ও মহমেডান ক্লাব বক্স অফিস থেকে কাটতে পারবেন তাদের ক্লাবের সমর্থকরা। ডায়মন্ড হারবারের সমর্থকরা যুবভারতী ছাড়া টিকিট পাবেন মহমেডান বক্স অফিসে। তবে ম্যাচের দিন যুবভারতীর বক্স অফিস বন্ধ থাকলেও ক্লাবেরটা খোলা থাকবে। টিকিটের দাম করা হয়েছে ৫০, ১০০ ও ২০০ টাকা করে।

বেল্ট পরীক্ষা

কোচবিহার, ২০ জুন : কোচবিহার রাজেশ ক্যারাটে ট্রেনিং সেন্টারের ক্যারাটেকাদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা রবিবার কোচবিহারের রেড ক্রস সোসাইটিতে হল। পরীক্ষক ছিলেন প্রভাস বোরোগাঁও। ১০০ জন ক্যারাটেকা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। ক্যারাটেকাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শংসাপত্র ও বেল্ট প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষক রাজেশ হরিজন জানিয়েছেন, ক্যারাটে ট্রেনিং সেন্টারের ২১ জন ক্যারাটেকা ২৫-২৭ জুলাই কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে অংশ নেবে।

উত্তরের খেলা

হ্যাটট্রিক রঞ্জন ও অবিনাশের

বালুরঘাট, ২০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ৭-০ গোলে কুড়াহা এআরসি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে টাউনের রঞ্জন মার্ডি ও অবিনাশ টুডু হ্যাটট্রিক করেন। অন্য গোলটি মিলন হাঁসদার।

চ্যাম্পিয়ন হিলি

কুমারগঞ্জ, ২০ জুলাই : আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হিলি। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে পতিরামকে হারিয়েছে। বড়ম মাঠে গোল করেন হিলির সুশান্ত হেমরম। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৫২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৪২০০ টাকা।

ফাইনালে ২০১৭-'১৮ ও ২০১১-'১২ ব্যাচ

কোচবিহার, ২০ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ২০১৭-'১৮ ব্যাচ ও ২০১১-'১২ সংযুক্ত ব্যাচের প্রাক্তনীরা। প্রথম সেমিফাইনালে ২০১৭-'১৮ ব্যাচ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ২০১৭-'১৮ ব্যাচের বিম্বিসার মুর্মু ও ২০২২ ব্যাচের আদিত্যকুমার রাউত গোল করেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৭-'১৮ ব্যাচের রোহিত রায়।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২০১১-'১২ সংযুক্ত ব্যাচ ৪-০ গোলে ১৯৯৯-২০০০ সংযুক্ত দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন সৌরভ দে। বাকি গোল দুইটি স্নেহাঙ্কর রায় ও বিশ্বজিৎ অধিকারীর। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বিশ্বজিৎ। ফাইনাল আগামী রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রোহিত রায়। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা শান্তবীর শেরপা - কে 24.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93L 73004 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জানতে পারলাম যে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি, তখন আমি সম্পূর্ণরূপে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার এই বয়সে এত বড়ো চমক আমি আশা করিনি। স্বপ্নের পেছনে ছোটার কোন সময় হয় না, আমাকে এই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি। আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।